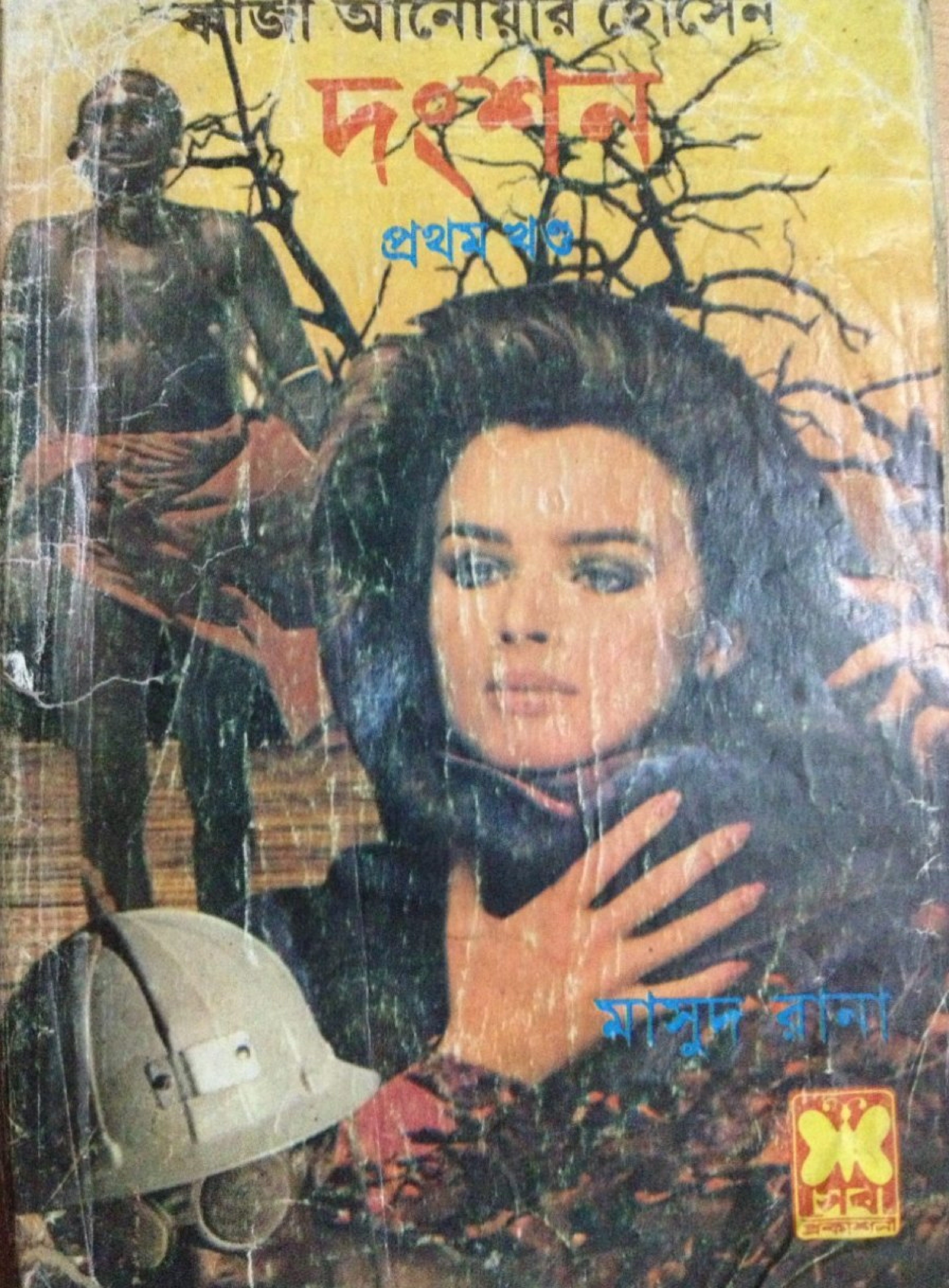

কাজী আনোয়ার হোসেন
দংশন
প্রথম খণ্ড
মাসুদ রানা
সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

দংশন

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সোনা মেয়েদের অলংকার বা এমনকি অহংকারও হতে পারে।
কিন্তু পুরুষদের জন্যে হয়ে উঠতে পারে ভয়ংকর এক নেশা।
অন্তত মাসুদ রানাকে এবার সেই নেশাতেই পেয়ে বসেছে।

বিশ্বাস হয়, আফ্রিকায় পাহাড় ঘেরা ছোট্ট এক গ্রামে মাইনারদের
সাথে বক্সিং লড়ছে রানা, প্রতিদ্বন্দ্বী ধাওয়া করায় দৌড়ে পালাচ্ছে

চার্লি উডকক এমন একটি চরিত্র, রানার মতো
আপনাদেরও তাকে ভালো লাগবে—তবে সাবধান,
তাকে যেন আবার খুব বেশি ভালোবেসে ফেলবেন না।
নিজেকে একজন রাজা বা সম্রাট বানাবার কাজে ব্যস্ত সে।
বরং আসুন তার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করে চোখ ফেরাই
সুফিয়ার দিকে। সুন্দরী মেয়েটা ভালোবাসে…
কিন্তু তার ভালোবাসার পরিণতি কি?
আর তার ভালোবাসার পাত্রটিই বা কে?

সেবা বই

এক

লিমপোপো সীমান্ত থেকে দক্ষিণের পথ ধরলো ঘোড়সওয়ার। শুরু হলো ঢাল। ক্রমশ উঁচু হয়ে পাথুরে পর্বতশ্রেণীর গোড়ায় গিয়ে মিশেছে মাটি, ঢালটা ঘাসবনে ঢাকা। তিন দিনের দিন সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার দেখা পেলো ওরা, আকাশের গায়ে কালো ও তীক্ষ্ণ চূড়াবহুল একটা রেখা, যেন প্রাচীন কোনো হাঙরের এক সারি দাঁত।

রোদের আঁচে পুড়ে যাচ্ছে চামড়া, খালি গায়ে অনেকটা পিছিয়ে থেকে ঘোড়সওয়ারকে অনুসরণ করছে ডমরু। লিমপোপো নদীর কিনারা ত্যাগ করার পর প্রায় কোনো কথাই হয়নি ওদের মধ্যে—প্রেয়সীর মধুর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বিরহ ব্যথায় এখনও কাতর হয়ে আছে ঘোড়সওয়ার, আর পরিবারের সবাইকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছে ডমরু।

ডমরুর দৃষ্টিতে ঘোড়সওয়ার অরণ্যদেব, ঈশ্বরপ্রেরিত উদ্ধারকর্তা। জীবনের পরম স্বস্তিকর অথচ অবিশ্বাস্য মুহূর্তটির কথা বারবার মনে পড়ছে তার। আর মাত্র এক ঘন্টা পরই ভীতিকর সন্ধ্যা নামতো গভীর অরণ্যে, সেই সাথে আসতো সিংহ বা হায়েনার পাল, ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতো তাকে।

উপজাতীয় কোন্দলের শিকার ডমরু। নিরীহ একজন মানুষ, বউ আর অক্ষম মা-বাবাকে নিয়ে জঙ্গলে ঘর তুলে বেঁচে থাকার সংগ্রাম তার।

আরো সাতে-পাঁচে নেই। তবু হটেনটট উপজাতির অচেনা একদল লোক দুপুরবেলা এসে আগুন লাগিয়ে দিলো ঘরে, তিনজনকে ভেতরে রেখে। ঠিক সেই সময় বর্শা হাতে শিকার থেকে ফিরলো ডমরু, প্রিয়জনদের লাশ দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো। তাকে ঘিরে নাচলো হটেনটটরা, হাস্য-কৌতুকে মেতে উঠলো। পরিবারের আর সবার মতো ওখানেই তাকে হত্যা করা হলো না, লুঠ করা তিন মন বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো তাকে। নিজেদের গ্রামের কাছাকাছি এসে একটা গাছের সাথে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলো হটেনটটরা। যাবার সময় ব্যঙ্গ করে বলে গেল, 'এই রইলো তোমার বর্শা, অরণ্যদেব তোমাকে উদ্ধার করার পর আবার শিকারে বেরিয়ো।'

ঘোড়ায় চেপে সত্যি সত্যি এলো অরণ্যদেব। চোখে দেখেও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি ডমরু।

তাকে দেখে কোনো প্রশ্ন করেনি ঘোড়সওয়ার। ডমরুর চোখদুটো তার ভালো লেগে গেল, সাদা অংশটুকু দুধের মতো, হলুদ বা লাল দাগ নেই কোথাও। গায়ের রঙ চকচকে আলকাতরা। তাকে মুক্ত করলো ঘোড়সওয়ার, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা হারিয়ে তখনও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ডমরু। চেহারাই বলে দেয় ডমরু জুলু উপজাতির লোক। জুলু ভাষায় 'ধন্যবাদ' জানাবার কোনো শব্দ নেই, যেমন নেই 'দুঃখিত' বলার কোনো শব্দ। ঘোড়সওয়ার তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি?'

'ডমরু,' বললো সে। ঘোড়সওয়ারকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরলো। 'আপনার ঘোড়া পানি খাবে,' বলে বনভূমির ভেতর দিয়ে হাঁটা ধরলো নালার দিকে। ঘোড়সওয়ার বুঝলো, উপকারের প্রতিদান দিতে চাইছে লোকটা। শুধু পানিই খাওয়ালো না, ঘোড়ার জন্যে

ঘাসও কেটে আনলো সে, হাতের বর্শা দেখিয়ে বললো, 'বলেন তো রাতের জন্যে খাবার যোগাড় করে আনি।'

তাড়া আছে ঘোড়সওয়ারের। নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য তার নেই বটে, তবে শহর বা লোকবসতি থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে তাকে, নদী–মাঠ–পাহাড়–জঙ্গল পেরিয়ে এমন কোথাও পৌঁছুতে হবে যেখানে আইন ও সভ্যতার লম্বা হাত সহজে তার নাগাল পাবে না। শ্বাপদ সংকুল জিম্বাবুই ও মোজাম্বিক থেকে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে এসেছে সে, কিন্তু জানে দক্ষিণ আফ্রিকাও তার জন্যে নিরাপদ জায়গা নয়। ডমরুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঘোড়সওয়ার জানতে চাইলো, তার আর কোনো সাহায্য লাগবে কিনা। উত্তরে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে মাথা নাড়লো ডমরু, তারপর ঘোড়সওয়ারের দিকে আঙুল তাক করে ওপর–নিচে মাথা দোলালো, অর্থাৎ তার ধারণা ঘোড়সওয়ারের সাহায্য দরকার হবে। মৃদু হেসে মাথা নাড়লো ঘোড়সওয়ার, বিদায় জানিয়ে চড়ে বসলো নিজের ঘোড়ায়। ডমরু সম্পর্কে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি সে, জানতে চায়নি কে বা কারা তাকে গাছের সাথে বেঁধে রেখেছিল— যেচে পড়ে কিছু জানতে চাওয়া ভালো চোখে দেখে না আফ্রিকান উপজাতির লোকজন।

বনভূমির ভেতর দিয়ে মাইলখানেক আসার পর ঘোড়সওয়ার লক্ষ্য করলো, ডমরু তার পিছু পিছু আসছে। ঘোড়া থামিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করলো সে; কাছে আসতে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছো তুমি? বলো তো পৌঁছে দিই।'

মাথা হেঁট করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো ডমরু, নিজের অসহায় অবস্থা তাকে আড়ষ্ট করে তুলেছে। তারপর বিড়বিড় করে জানালো, 'আমার তো যাবার কোনো জায়গা নেই।'

কি যেন চিন্তা করলো ঘোড়সওয়ার। 'আমার সাথে যেতে চাও?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো ডমরু। তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলো ঘোড়সওয়ার।

সেই থেকে ঘোড়সওয়ারের সাথেই আছে ডমরু। হটেনটটদের গ্রামগুলোকে পাশ কাটিয়ে আসতে সাহায্য করেছে সে, ঘোড়ার যত্ন নিয়েছে, রাতের নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করেছে। 'হাড়ে মরচে ধরে যাবে,' এই অজুহাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে এক সময় নেমে পড়ে সে, তারপর আর অনেক সেধেও তাকে তুলতে পারেনি ঘোড়সওয়ার। তবে হাঁটেও লোকটা বাতাসের বেগে, ঘোড়ার সাথে তাল মেলাতে তার কোনো অসুবিধেই হয় না। ঘোড়সওয়ারও অবশ্য তার ঘোড়াটাকে দৌড় খাটায়নি একবারও।

নেংটির কোঁচড় থেকে ছোট্ট একটা টিনের কৌটো বের করে দু'আঙুলে সামান্য নস্যি নিলো ডমরু, আঙুল দুটো নাকের সামনে তুলে জোরে শ্বাস টানলো । হাঁচি দেয়ার পরও নাকের চারপাশে মাংস কুঁচকে থাকলো তার, তাকালো পাহাড়ের দিকে। বেলাশেষের রোদে চকচক করছে চূড়ার পাথর, আর খানিক পরেই ক্যাম্প ফেলতে হবে ওদেরকে।

কিন্তু না, সন্ধের পরও ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলো না ঘোড়সওয়ার। ঘাসঢাকা জমিন অকস্মাৎ ভাঁজ খেয়ে আরো এক ধাপ উঁচু হয়েছে, কিনারা ধরে চলে গেছে রাস্তাটা, নিচের উপত্যকায় আলো দেখতে পেলো ওরা।

বড় শহরগুলোকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে ঘোড়সওয়ার, নিরাপত্তার অভাববোধটা এখন আর আগের মতো বিরক্ত করছে না তাকে। তার চারদিক এখন পাঁচ-সাতশো মাইল পর্যন্ত শুধু গভীর অরণ্য, ফাঁকা মাঠ, পাহাড় ও খুদে আদিবাসীর গ্রাম। লুকিয়ে না বেড়িয়ে এবার কোথাও থামতে পারলে মন্দ হয় না। ঢাল বেয়ে আলোটার দিকে নামতে শুরু

করলো সে।

নেমে আসছে ওরা, বাতাস থেকে গন্ধ পেয়ে ঘোড়সওয়ার বুঝলো আশপাশে কোথাও কয়লার খনি আছে। তারমানে আদিবাসীদের গ্রাম নয়, ছোটোখাটো একটা শহর দেখতে পাবে ওরা। দক্ষিণ আফ্রিকায় এখনও শ্বেতাঙ্গ সরকার ক্ষমতায়, সমস্ত কল-কারখানা, খনি ও ব্যবসা-বাণিজ্য বেশিরভাগই তাদের কব্জায়। ছোট্ট শহরটার প্রধান রাস্তায় উঠে এসে যা আশঙ্কা করেছিল তাই দেখতে পেলো ঘোড়সওয়ার। নিগ্রোরাও আছে বটে, তাদের চেহারা ও বেশভূষা মলিন, খনি শ্রমিকদের যেমন হয়ে থাকে। শ্বেতাঙ্গরা হাসিখুশি, চেহারায় রগচটা ভাব, আচার-আচরণে রাজকীয় দম্ভ।

সিদ্ধান্ত পাল্টালো ঘোড়সওয়ার। এখানে থামবে না সে। শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নির্জন কোথাও ক্যাম্প ফেলবে। কিন্তু হোটেলটার কাছে এসে ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল তার মধ্যে। হোটেল মানে গোসল করার পানি, চার দেয়ালের ভেতর নরম বিছানা, গরম খাবারদাবার। হঠাৎ নিজেকে খুব ক্লান্ত লাগলো ঘোড়সওয়ারের। কিন্তু না, হোটেলে রাত কাটাবার চিন্তাটা বাতিল করে দিলো সে। তবে, বার-এ একবার বসা যেতে পারে, ভাবলো সে। 'ডমরু, ঘোড়া নিয়ে শহরের বাইরে চলে যাও। আগুন জ্বেলো, তা না হলে অন্ধকারে ক্যাম্পটা আমি চিনতে পারবো না।'

ঘোড়া থেকে নেমে বার-এ ঢুকলো ঘোড়সওয়ার। কামরাটা লোকজনের ভিড়ে উপচে পড়ছে। বেশিরভাগই মাইনার, চামড়ায় কালো ধুলো লেগে আছে। সবাই ওরা শ্বেতাঙ্গ, দেখে অবাকই হলো আগন্তুক। তবে বারম্যান কালো, মনে হলো ভারতীয়। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলো না সে—শ্বেতাঙ্গরা এখানে কালোদের ঢুকতে দেয় না, নাকি কালোরা ভয়ে ঢোকে না? কোনো গোলমালে জড়াবার ইচ্ছে নেই তার, ভাবলো বেরিয়ে যায়। কিন্তু তাকে দেখে এরই মধ্যে সমস্ত কথাবার্তা থেমে গেছে

মাইনারদের, এক কোণ থেকে কে যেন বিড়ালের মিউ মিউ ডাক অনুকরণ করলো। ব্যস, চারপাশ থেকে শুরু হয়ে গেল কুকুর, বিড়াল ও ছাগলের ডাক। এখনও সময় আছে, নিজেকে সাবধান করলো আগন্তুক, অপমানটা গায়ে না মেখে বেরিয়ে যেতে পারে সে। কিন্তু না, এখন আর বেরিয়ে যাওয়া যায় না। মানুষ হিসেবে নিজের মর্যাদাকে অনেক বড় করে দেখে আগন্তুক, এখন বেরিয়ে গেলে সেটা হবে পালিয়ে যাওয়া, নিজেকে অপমান করা। শান্তভাবে এগোলো সে, কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, বিস্মিত বারম্যানকে বললো, 'বিয়ার।'

বারম্যানের কালো চেহারায় উদ্বেগ, আগন্তুককে কি যেন বলতে গিয়েও বললো না। পিছন ফিরলো সে, একটা বিয়ারের ক্যান খুলে গ্লাসে ঢাললো, কয়েক টুকরো বরফ সহযোগে পরিবেশন করলো আগন্তুককে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'আপ কাঁহাসা আয়ে, সাব?' মাথা নিচু করে গ্লাসে চুমুক দিলো আগন্তুক, কথা বললো না।

কুকুর-বিড়ালের ডাক থেমে গেছে। বার-এর ভেতর পিন-পতন নিস্তব্ধতা। শ্বেতাঙ্গ মাইনাররা ভাবতেও পারেনি তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উপেক্ষা করবে আগন্তুক। এর আগেও দু'একজন কালো ঢুকে পড়েছে বার-এ, নিজেদের ভুল বুঝতে পারার সাথে সাথে পালাতে দিশে পায়নি তারা। কিন্তু এ লোকটা কোন্ সাহসে কাউন্টারে এসে দাঁড়ালো?

প্রথমে এগিয়ে এলো বেঁটেখাটো একজন মাইনার। বেঁটে, তবে ড্রাম-এর মতো গোল ও নিরেট, ওজন হবে কম করেও আড়াই মন। আগন্তুকের গলা জড়িয়ে ধরার জন্যে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিতে হলো তাকে। তার নিঃশ্বাস থেকে ভুর ভুর করে হুইস্কির গন্ধ বেরুচ্ছে। নেশায় চুর হয়ে আছে লোকটা। 'বিয়ার? ছো! ভান করবে তুমি একজন সত্যিকার পুরুষমানুষ অথচ বিয়ার খাবে, তা কি হয়? এসো, বীরপুরুষ, আমার সাথে

পাল্লা দিয়ে হুইস্কি খাও। যে জিতবে, সব খরচ তার।'

'না, ধন্যবাদ,' নরম সুরে বললো আগন্তুক।

'আরে ব্যাটা, আয়,' আদর করার ঢঙে আগন্তুকের কোমর জড়িয়ে ধরে টান দিলো মাতাল লোকটা। 'তোর চোদ্দ পুরুষ কখনো এ–সুযোগ পায়নি। একজন সাদাকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে হিরো বনে যাবি। আয়, আয়!' টানাটানিতে আগন্তুকের হাতে গ্লাসটা ঝাঁকি খেলো, ছলকে পড়লো খানিকটা বিয়ার।

'আমাকে বিরক্ত করো না।' গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলো আগন্তুক।

'আমার বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিযোগ আছে?' কোমরে হাত রেখে মারমুখো হলো শ্বেতাঙ্গ মাতাল।

'না। একা বিয়ার খেতেই ভালো লাগছে আমার।'

'ও বুঝেছি, আমার রঙ তোমার পছন্দ হয়নি। তুমি আমাকে ঘৃণা করো! আমার এই সাদা মুখ তোমার পছন্দ নয়!' চিবুকটা আগন্তুকের মুখের সামনে তুলে ঘষে দেয়ার চেষ্টা করলো মাতাল।

নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাখলো আগন্তুক। 'সরে যাও,' মৃদুকণ্ঠে বললো সে। 'আমার সাথে লাগতে এসো না।'

কাউন্টারের ওপর সজোরে চাপড় মারলো মাতাল। 'কৈরালা, লড়াকু ষাঁড়টাকে দুই আউন্স হুইস্কি দাও। না, চার আউন্স। ব্যাটা যদি না খায়, আমি ওর গলায় জোর করে ঢেলে দেবো।'

কৈরালার হাত কাঁপছে, তার বাড়িয়ে দেয়া গ্লাসটা নিঃশব্দে প্রত্যাখ্যান করলো আগন্তুক। নিজের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করলো সে, কাউন্টারের ওপর টাকা রাখলো, তারপর ঘুরে পা বাড়ালো দরজার দিকে। কৈরালার হাত থেকে গ্লাসটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো মাতাল গরিলা, হুইস্কিটুকু ছুঁড়ে

মারলো আগন্তুকের মুখে। চোখে লাগতেই জ্বালা করে উঠলো, পরমুহূর্তে মাতালের পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারলো আগন্তুক। মাতালের মাথা নিচু হচ্ছে, আবার তাকে আঘাত করলো সে, এবার মুখে। চরকির মতো এক পাক ঘুরে গেল মাতাল, তারপর ধপাস করে পড়লো পায়ের সামনে, থেঁতলানো নাক থেকে রক্ত বেরুচ্ছে।

'ওকে তুমি মারলে কেন?' আরেকজন মাইনার মাতালটাকে বসাবার চেষ্টা করছে।

'তোমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য, ও তোমাকে হুইস্কি খেতে সেধেছিল—মারলে কেন?' টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বিশাল-বপু আরেকজন।

'শালা গোলমাল পাকাতে চায়!'

'ধর ব্যাটাকে, মেরে তক্তা বানিয়ে দে!'

'আয় সবাই, ওর জিভ টেনে ছিঁড়ে আনি!'

'কালো কুত্তাটাকে দুর্বল মনে কোরো না, গায়ে জোর আছে। কিন্তু বেজন্মাটা জানে না বলবান কুত্তাদের সিধে করার জন্যেই আছি আমরা।'

কামরার ভেতর সবাই এখন আগন্তুকের পরম শত্রু। সবাইকে ওর বিরুদ্ধে জড়ো হতে দেখে অদ্ভুত একটা স্বস্তি বোধ করলো সে। মনের বিষণ্ন এবং কাতর ভাবটা এক নিমেষে উধাও হয়ে গেল। ঠিক যেন এই রকম একটা কিছুরই দরকার ছিল তার।

একজোট হয়ে ছয়জন এগিয়ে আসছে ওরা। সবারই নিরেট চেহারা, পেশীবহুল শরীর। একজনের হাতে একটা বোতল দেখলো আগন্তুক। গলা চড়িয়ে কথা বলছে লোকগুলো, নিজেদের উৎসাহ জোগাচ্ছে, অপেক্ষা করছে সঙ্গীদের কেউ একজন শুরু করবে ভেবে।

চোখের কোণ দিয়ে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখলো আগন্তুক। ঠিক সময়ে পিছন দিকে লাফ দিয়ে সরে এলো সে, হাত দুটো আক্রমণের

ভঙ্গিতে সামনে বাড়ালো, লড়াইয়ের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

'একটু সবুর করো,' বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় বলা হলো কথাটা। 'সামান্য অবদান রাখার প্রস্তাব দিচ্ছি আমি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তোমার শত্রুর সংখ্যা কম নয়—দু'একজন হাতছাড়া হলে কি তুমি অভিমান করবে?' আগন্তুকের পিছনের একটা টেবিল ছেড়ে সিধে হলো ইংরেজ যুবক। দীর্ঘদেহী সে, ঠোঁটে বাঁকা হাসি লেগে রয়েছে, পরনে বাদামি রঙের স্যুট।

'উঁহুঁ, সব ক'টাকে আমি চাই,' বললো আগন্তুক।

'খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তির নিদারুণ অভাব!' ইংরেজ যুবক মাথা নাড়লো। 'দরদামে পোষালে তোমার বাম দিকের তিনজনকে কিনতে চাই আমি। তুমি যদি পুরো মজাটা একা পেতে চাও, আমার হৃদয়ে সত্যিই চোট লাগবে।'

'দু'জনকে উপহার হিসেবে পেতে পারো, তার বেশি একটাও নয়।' ইংরেজ যুবকের দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসলো আগন্তুক, উত্তরে অপরজনও হাসলো। এভাবে পরিচয় হবার আনন্দে দুজনেই ওরা বার-এর উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কথা যেন ভুলেই গেছে। প্রতিপক্ষের লোকজনও কেমন যেন থতমত খেয়ে গেছে। কেউ তারা নড়ছে না, ওদের কথাবার্তা শুনছে।

'ভেরি ডিসেন্ট অভ ইউ। এবার তাহলে নিজের পরিচয়টা দিতে হয়—চার্লি উডকক। শুধু চার্লি বা কক—ও বলতে পারো।' হাতের ছড়িটা পিছন থেকে সামনে আনলো সে, ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিলো সেটা, তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো আগন্তুকের দিকে।

'মাসুদ রানা,' করমর্দন করলো আগন্তুক। 'মোরগের মতো কক—কক করতে পারবো না, তোমাকে আমি চার্লি বলে ডাকবো।'

'এই যে, তোমরা সত্যি সত্যি লড়বে কিনা বলো।' ধৈর্য হারিয়ে জানতে চাইলো একজন মাইনার। টেবিলে বসে আছে সে, দর্শকের আসনে।

'লড়বো না মানে? দুই সদস্যের এই বাহিনী তাহলে গড়ে তুললাম কেন?' নাচের ভঙ্গিতে এগোলো চার্লি উডকক। রূপোর পাত দিয়ে মোড়া ছড়িটা মাথার ওপর ঘোরালো বার কয়েক। পিছিয়ে গেল সামনের ছ'জনের দলটা। দলের সর্বডানে রয়েছে একজন হোঁৎকা চেহারার মাইনার, ছড়ি দিয়ে তাকে মারার ভঙ্গি করলো চার্লি, কিন্তু মারলো মাঝখানের লোকটার মাথায়। খটাস করে বাড়ি পড়লো খুলিতে। পরমুহূর্তে ছড়িটাকে তলোয়ারের মতো ব্যবহার করলো সে, সবেগে বাড়িয়ে দিলো ডানপ্রান্তের লোকটার গলা লক্ষ্য করে। মাঝখানের লোকটা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ছে দেখে চিৎকার করলো চার্লি, 'রইলো বাকি পাঁচ!' পড়ে গেল দ্বিতীয় লোকটাও, দু'হাতে গলা চেপে ধরে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে সে। 'রইলো বাকি চার! বাকিগুলো তোমার, মিস্টার মাসুদ রানা,' তার গলায় খেদ।

নিচের দিকে ডাইভ দিলো রানা, দু'পাশে লম্বা করে দিলো হাত দুটো, একই সাথে চার জোড়া পা এক করার চেষ্টায়। হাড় ও মাংস স্তূপের ওপর চড়ে ইচ্ছেমতো ঘুসি আর লাথি চালালো।

'দোস্ত আমাদের সার্কাস দেখাচ্ছে,' হাততালি দিলো চার্লি উডকক। কাতর চিৎকার ও গোঙানির আওয়াজ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলো, সিধে হয়ে দাঁড়ালো রানা। ওর ঠোঁট থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, ছিঁড়ে গেছে জ্যাকেটের কলার। 'ড্রিঙ্ক?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'ব্র্যাণ্ডি, প্লীজ।' সুদর্শন চার্লির আপাদমস্তকে চোখ বুলালো রানা। 'একই দিনে দু'বার এ-ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

যার যার গ্লাস নিয়ে চার্লির টেবিলে চলে এলো ওরা। আসার পথে মেঝেতে পড়ে থাকা শরীরগুলোকে টপকাতে হলো। বার-এর ভেতর চাপা গুঞ্জন, আক্রোশে ভরপুর দু'একটা মন্তব্য শুনেও না শোনার ভান করলো ওরা।

'কালোদের পক্ষ নেয়, ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক!'

'আমি হাজার র‍্যাণ্ড বাজি রাখতে পারি, ওই কেলেভূতটার নিশ্চয়ই এক হালি সোমত্ত বোন আছে—ওই ব্যাটা ইংরেজ সব ক'টা টোপ গিলে বসে আছে!'

'সত্যি?' সকৌতুকে বললো একজন দর্শক। 'তাহলে আমিও গিলবো!'

'শালাদের চোখে থুথু মারো!'

বিপুল আগ্রহ নিয়ে পরস্পরকে দেখছে ওরা দু'জন। ওদের চারপাশে জঞ্জাল অপসারণ অভিযান শুরু হয়েছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। 'তুমি বেড়াতে বেরিয়েছো?' জানতে চাইলো চার্লি।

'হ্যাঁ। তুমি?'

'আমার ভাগ্যে বেড়ানো নেই। মাণ্ডি কোলিয়ারি লিমিটেডে চাকরি করি।'

'এখানে তুমি কাজ করো? বিস্মিত হলো রানা। ওর মনে হয়েছে, চার্লি উডকক প্লেবয় টাইপের যুবক, দিলখোলা ও হাসিখুশি, এখানকার পরিবেশে একবারেই তাকে মানায় না।'

'অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার।' মাথা ঝাঁকালো চার্লি। 'তবে বেশিদিন থাকছি না, কয়লার ধুলো আমার গলায় জমাট বেঁধে গেছে।'

'ধুয়ে ফেলার জন্যে কিছু অফার করতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো রানা, ওদের ব্র্যাণ্ডির গ্লাস ইতিমধ্যে খালি হয়ে গেছে।

'চমৎকার আইডিয়া,' সম্মতি জানালো চার্লি। 'হুইস্কি হলে ভালো হয়।'

উঠে গিয়ে কাউন্টার থেকে গ্লাস দুটো ভরে আনলো রানা।

'কোথায় যাচ্ছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'দক্ষিণ দিকে মুখ করে রওনা হই,' কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'সেদিকেই যাচ্ছিলাম।'

'কোত্থেকে রওনা হও?'

'উত্তর,' সংক্ষেপে বললো রানা।

'দুঃখিত, ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাইনি। এরপর আবার ব্র্যাণ্ডি, কেমন?'

কাউন্টারের পিছন থেকে ওদের দিকে এগিয়ে এলো বারম্যান।

'হ্যালো, কৈরালা,' বললো চার্লি। রানার দিকে ফিরলো সে। 'বিশ্বনাথ কৈরালা, নেপালী। ভাগ্য ফেরাবার ধান্দায় এসেছিল জিম্বাবুইয়ে, সেখান থেকে তাড়া খেয়ে চলে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এদিকে তুমি দুনিয়ার সব জায়গার লোককে দেখতে পাবে—হীরা বা সোনার খনিতে কাজ করে ভাগ্য ফেরাতে এসেছে। স্থানীয় নিগ্রোদের চেয়ে ভাগ্যবান ওরা।'

'কি রকম?'

'শ্বেতাঙ্গরা স্থানীয় নিগ্রোদের দু'চোখে দেখতে পারে না। যে কাজ নিজেরা করবে না সেগুলো বহিরাগতদের দিয়ে করাবে। কৈরালার কথাই ধরো। বারটা চালাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। সে-ই একমাত্র কালো চামড়ার লোক যে এই বারে ঢুকতে পারে।'

'না, আরো কয়েকজন আছে, মি. চার্লি। দু'জন ফিলিপাইনের লোক, তিনজন ভারতীয়, একজন পাকিস্তানী—সবাই তারা আমাদের হোটেলে

কাজ করে।'

বার-এর চারদিকে চোখ বুলালো রানা। এখনও ফিসফাস করছে শ্বেতাঙ্গরা, চোখে আক্রোশ নিয়ে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। 'হুঁম!' বললো রানা।

'তুমি চাও, এ-ব্যাপারে কিছু একটা করা হোক?' জানতে চাইলো চার্লি।

কোনো রকম বিবাদে জড়িয়ে পড়া ইচ্ছে নয় রানার। চুপ করে থাকলো ও।

গলা চড়ালো চার্লি, বললো, 'আজ থেকে নিয়মটা পাল্টে গেল—কালোরাও তাদের ইচ্ছেমতো এই বার ও হোটেলে ঢুকতে পারবে।'

শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ হাসলো, বুঝিয়ে দিলো এ-ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি নেই। দু'একজন টেবিল ছেড়ে উঠলো, আড়ষ্ট হয়ে আছে পিঠ, বেরিয়ে গেল বার ছেড়ে। বাকি কয়েকজন হিংস্র হায়েনার মতো তাকিয়ে থাকলো ওদের দিকে।

বিশ্বনাথ কৈরালার দিকে ফিরলো চার্লি। 'তোমার গ্লাস আর ফার্নিচার ভেঙেছি আমরা। কি রকম ক্ষতিপূরণ দিতে হবে?'

বৈরি শ্বেতাঙ্গরা কি ভাবলো কে জানে, সবাই একযোগে দরজার দিকে পা বাড়ালো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রায় খালি হয়ে গেল বার। 'আমি ক্ষতিপূরণ চাইতে আসিনি, মি. চার্লি,' বারম্যান বললো। 'ক্ষতি হয়েছে ওদের,' ইঙ্গিতে দরজার দিকটা দেখিয়ে দিলো সে। 'ওরাই এ-সব কিনে দিয়েছিল আমাকে। একটা অন্যায় আইন বাতিল করা গেছে, তাতেই আমি খুশি। আমি এসেছি...।'

তাকে বাধা দিয়ে রানা জানতে চাইলো, 'কিন্তু ওরা কি ব্যাপারটাকে সহজভাবে নেবে?'

'অর্থাৎ তুমি জানতে চাইছো ওরা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে কিনা?' বললো চার্লি। 'মনে হয় না। ওদের নিজেদের কোনো সংগঠন নেই, দলেও যে খুব ভারি তা-ও নয়, স্রেফ হুজুগ আর খেয়ালের বশে আইনটা চালু করেছিল। রাজধানী কেপটাউন ও প্রিটোরিয়ায় এ-ধরনের অন্যায় আইন অচল হয়ে পড়েছে, এখানে তা চলবে কেন? তাছাড়া, ওরা জানে যে আমি মাণ্ডি কোলিয়ারির লোক—ওখানে শ্রমিকরা সবাই কালো, আমার বস্ তাদেরকে অত্যন্ত পছন্দ করে। যদি লাগতে আসে, মার খেয়ে মরবে।' বিশ্বনাথ কৈরালার দিকে ফিরলো সে। 'কি যেন বলছিলে তুমি?'

'মি. চার্লি,' বললো কৈরালা। 'আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই আমি। আপনি তো মাইনিং-এর সাথে জড়িত, তাই।'

'এসো, দোস্ত। কৈরালা আমাদেরকে সম্ভবত বড় একটা হীরের টুকরো দেখাতে চায়। নাকি সুন্দরী কোনো মেয়ে?'

'দুটোর কোনোটাই নয়, স্যার,' বললো কৈরালা। পথ দেখিয়ে পিছনের একটা কামরায় নিয়ে এলো ওদেরকে। শেলফ থেকে পাথরের একটা টুকরো নামালো সে, বাড়িয়ে ধরলো চার্লির দিকে। 'দেখে কি মনে হয়, বলুন তো!'

পাথরটা হাতে নিয়ে ওজন অনুভব করলো চার্লি, বেশ কিছুক্ষণ খুটিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো। জিনিসটা ঘষা কাঁচের মতো, ছাই রঙা, গাঢ় লাল ও সাদা ফুটকি আছে গায়ে, মাঝখানে কালো চওড়া দাগ। 'এক ধরনের কংলোমেরেট,' বললো চার্লি। খুব একটা উৎসাহী হলো না। 'রহস্যটা কি?'

'পাহাড়ের ওদিক থেকে আমার এক বন্ধু নিয়ে এসেছে,' বললো বিশ্বনাথ কৈরালা। 'তার ধারণা, এটার মধ্যে সোনার সন্ধান আছে। ওদিকে নাকি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে লোকজন, গুজব রটেছে মাটি খুঁড়লেই

সোনার খনি পাওয়া যাবে। যদিও এ-সব গুজবে কান দেয়ার কোনো মানে হয় না। দু'বছর হলো এসেছি, এরকম কতো গুজবই তো শুনলাম— সোনার খনি, হীরের খনি!'

হেসে উঠে রুমালে মুখ মুছলো চার্লি।

'তবে আমার বন্ধু বলে গেল, যে যার ইচ্ছেমতো খুঁটি পুতে সরকারী ও বেসরকারী জায়গা দখল করে নিচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসকও নাকি ঘুষ খেয়ে মাইনিং লাইসেন্স দিচ্ছে। ভাবলাম, আপনাকে একবার দেখাই জিনিসটা।'

'এটা আমার কাছেই থাক, কৈরালা। এতে সোনা আছে কিনা দেখার জন্যে কাল সকালে ছাঁকবো। এই মুহূর্তে আমি আমার দোস্তের সাথে একটু নেশা করছি।'

দুই

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর চোখে-মুখে কড়া রোদ অনুভব করলো রানা, দেখলো বিছানার ওপর জানালাটা খোলা। ব্যস্ত হাতে সেটা বন্ধ করলো ও, স্মরণ করার চেষ্টা করলো কোথায় রয়েছে। মাথার ব্যথা, ও সেই সাথে একটা বিরক্তিকর শব্দ বাধা সৃষ্টি করলো ওর চিন্তায়।আওয়াজটা অত্যন্ত কর্কশ, যেন মুমূর্ষু কোনো রোগী গোঙাচ্ছে। মাথাটা ধীরে ধীরে ঘোরালো ও। কামরার আরেক প্রান্তে দ্বিতীয় বিছানায় কে যেন শুয়ে

রয়েছে। মেঝে হাতড়ে একটা বুট পেলো রানা, সেটাই ছুঁড়ে মারলো। থেমে গেল শব্দটা, চাদরের তলা থেকে মাথা বের করে ওর দিকে তাকালো চার্লি উডকক। এক সেকেণ্ডের জন্যে অস্তগামী লাল সূর্যের মতো চোখ মেলে রানাকে দেখলো সে, তারপর আবার চাদরের তলায় মুখ ঢাকলো।

'এভাবে নাক ডাকলে বিয়ের পর দু'দিনও টিকবে না সংসার,' বললো রানা। 'ডিভোর্স হয়ে যাবে।'

আরো অনেকক্ষণ পর একজন নিগ্রো চাকর কফি নিয়ে এলো।

'আমার অফিসে খবর পাঠাও, বলো আমি অসুস্থ,' নির্দেশ দিলো চার্লি।

'আপনাকে বলতে হবে না, স্যার,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসলো চাকরটা। 'আগেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।' মনিবকে বোঝে সে। 'আপনার বন্ধুর জন্যে বাইরে এক লোক অপেক্ষা করছে।' রানার দিকে তাকালো সে। 'খুব চিন্তিত মনে হলো।'

'ডমরু,' বললো রানা। 'দাঁড়াতে বলো।'

বিছানার কিনারায় বসে কফি খেলো ওরা।

'এখানে এলাম কিভাবে?' জানতে চাইলো রানা।

'তুমি যদি না জানো, দোস্ত, তাহলে কেউ জানে না।' বিছানা থেকে নামলো চার্লি, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, কাপড় পরার জন্যে কামরার এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালো। রানা লক্ষ্য করলো, একহারা হলেও, দেহটার পেশীগুলো সুগঠিত। 'ঈশ্বরই জানে কৈরালা আমার গ্লাসে কি মিশিয়েছিল! মাথার ভেতর কি সব কিলবিল করছে।' জ্যাকেট পরলো সে।

পকেট থেকে পাথরের টুকরোটা বের করলো চার্লি, কাঠের একটা বাক্স লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলো। ওটাকেই টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাপড় পরা শেষ করে কামরার আরেক কোণে চলে এলো সে, একগাদা

জঞ্জালের মাঝখান থেকে লোহার হামানদিস্তা ও কালো একটা তোবড়ানো গোল্ড প্যান তুলে নিলো।

'সকালবেলাই নিজেকে আমার বুড়ো লাগছে,' বললো সে। হামানদিস্তার সাহায্যে পাথরটাকে গুঁড়ো করলো। পাথরের মিহি গুঁড়ো প্যানে ঢাললো, প্যান নিয়ে এগোলো সদর দরজার দিকে। দরজার পাশেই পানির ট্যাংক, ট্যাপ খুলে প্যানটা ভরলো সে।

কামরা থেকে বেরিয়ে এলো রানাও, দু'জনে বসলো সিঁড়ির ধাপে। অভ্যস্ত হাতে প্যানটা ঘন ঘন নাড়লো চার্লি, প্যানের ভেতর ঘুরতে শুরু করলো পানি, ঘোরার সময় প্রতিবার প্যানের কিনারা থেকে খানিকটা করে পানি ছলকে পড়লো সিঁড়ির ধাপে। প্যানটা আবার ভরে নিলো সে।

রানা অনুভব করলো, হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল চার্লির পেশী। তার মুখের দিকে তাকালো ও। মদ্যপানজনিত আচ্ছন্ন ভাবটা দূর হয়ে গেছে চার্লির, পরস্পরের সাথে শক্তভাবে চেপে রয়েছে ঠোঁট জোড়া, রক্তলাল চোখ দুটো প্যানের ভেতর স্থির।

দেখাদেখি রানাও তাকালো। পানির নিচে চকচকে ভাব, লক্ষ্য করে অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলো ও, খুলির পিছনে খাড়া হয়ে গেল চুল। ব্যস্ত হাতে আবার প্যানে পরিষ্কার পানি ঢাললো চার্লি। তিন-চার বার এভাবে নতুন পানি ভরা হলো প্যানে। অনড় বসে থাকলো ওরা, মুখে কোনো কথা নেই, তাকিয়ে আছে প্যানের তলায় সদ্য তৈরি মাছের লেজের মতো সোনালি দাগটার দিকে।

'তোমার কাছে কি রকম টাকা আছে?' মুখ না তুলে জানতে চাইলো চার্লি।

'র‍্যাণ্ড খুব বেশি নেই, হাজার খানেক হবে,' বললো রানা। 'তবে মার্কিন ডলার আছে—তিন হাজার।'

'এতো! চমৎকার! আমি সম্ভবত হাজার তিনেক র‍্যাণ্ড যোগাড় করতে পারবো, তবে এর সাথে পুঁজি হিসেবে যোগ হবে আমার মাইনিং অভিজ্ঞতা। সমান অংশীদার, রাজি আছো তো, দোস্ত?'

'কিন্তু, কি ব্যাপার বলো তো?' ইতস্তত করছে রানা।

'আমাকে বিরাট ধনী হতে হবে, বুঝলে! আমাকে সাহায্য করছো তুমি। কোটি কোটি টাকা কামাতে না পারলে প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব হবে না।'

'প্রলাপ বকছো নাকি? কিসের প্রতিশোধ?'

'সে-সব পরে শুনো, দোস্ত। সমান অংশীদার—রাজি আছো কিনা বলো।'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'রাজি।'

'তাহলে এখানে আমরা বসে আছি কি করতে? শোনো, ব্যাংকে যাচ্ছি আমি। আধঘন্টার মধ্যে শহরের কিনারায় দেখা করো আমার সাথে।'

'কিন্তু তোমার চাকরি?'

'কয়লার গন্ধ আমি ঘৃণা করি—লাথি মারো চাকরিকে।'

'আর কৈরালা?'

'কৈরালার হাতে কিছু গুঁজে দিলেই হবে, এটা তো সে বিক্রি করতেই চায়। টাকা কোথায় তার যে অংশীদার হবে? তাছাড়া, লোকটা আমার গ্লাসে নিয়মিত বিষ মেশায়—তার কথাও ভুলে যাও।'

রাতে গিরিখাদের মুখে ক্যাম্প ফেললো ওরা, ওদের সামনে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। দুপুর থেকে বিরতিহীন ছুটেছে ওরা, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো।

ঝুলন্ত একটা লালচে পাথরের নিচে আগুন জ্বালা হয়েছে, আগুনের

পাশে বসে কফির কাপে চুমুক দিলো রানা ও চার্লি। খাওয়া-দাওয়ার পাট আগেই শেষ হয়েছে, আগুনের ধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে ডমরু, ভোর না হওয়া পর্যন্ত নড়বে না সে।

'আর কতোদূর?' জানতে চাইলো রানা।

'ঠিক জানা নেই,' জবাব দিলো চার্লি। 'গিরিখাদ পেরুবো কাল সকালে—পাহাড়ের ভেতর দিয়ে পঞ্চাশ বা ষাট মাইল—বেরুবো উঁচু উপত্যকায়। তারপর সম্ভবত এক হপ্তা ঘোড়া ছোটাতে হবে।'

'মরীচিকার পেছনে ছুটছি না তো?' মগ দুটোয় আরও খানিকটা কফি ঢাললো রানা।

'ওখানে পৌঁছে বলতে পারবো,' নিজের মগটা তুলে নিলো চার্লি। 'একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, নমুনাটায় প্রচুর সোনা রয়েছে। ওই পাথর যদি বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়, কেউ না কেউ নির্ঘাৎ বিরাট ধনী বনে যাবে।'

'সম্ভবত আমরা?'

'আগেও আমি সোনা নামের এই হরিণের পিছু ছুটেছি। এ এক অদ্ভুত নেশা, যে ছোটেনি তার পক্ষে এর ভয়ংকর ও রোমাঞ্চকর দিকগুলো উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। প্রথমে যারা পৌঁছুবে তাদেরই ঘুটি লাল। গিয়ে হয়তো দেখবো পঞ্চাশ-ষাট মাইল দখল হয়ে গেছে, খুঁটি পুঁতে রেখেছে লোকজন।' সশব্দে মগে চুমুক দিলো চার্লি। 'তবে, আমাদের তবু কিছু টাকা আছে। বেশিরভাগ লোকের তা নেই। সুবিধে কি জানো, এদিকে ধনী লোকদের সংখ্যা খুবই কম। খুঁটি পোতার একটু জায়গা পেলেই হয়, কাজ শুরু করার পুঁজি আছে আমাদের। আর জায়গা যদি না পাই, ব্রোকারদের কাছ থেকে ক্লেইম কেনার চেষ্টা করবো। তা-যদি সম্ভব না হয়,' কাঁধ ঝাঁকালো চার্লি। 'সোনা হাতাবার আরও রাস্তা খোলা আছে—আমরা

দোকান দিতে পারি। পরিবহন ব্যবসাতে ভালো লাভ। কিংবা একটা সেলুন খুললাম।'

'তোমার সত্যি অনেক টাকা দরকার?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলো রানা।

মগের অবশিষ্ট কফি মাটিতে ঢাললো চার্লি। 'পকেটে টাকা থাকলে, তবেই তুমি একজন মানুষ। টাকা না থাকলে, যে-কেউ তোমার মুখে লাথি মারতে পারে।' পকেট থেকে চুরুট বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলো সে, কিন্তু মাথা নাড়লো রানা। চুরুটের ডগা দাঁত দিয়ে কাটলো চার্লি, টুকরোটা ছুঁড়ে মারলো আগুনে। জ্বলন্ত একটা ডাল তুলে চুরুট ধরালো সে।

'মাইনিং তুমি শিখলে কোথায়?' জানতে চাইলো রানা।

'কানাডায়।' চুরুটে ঘন ঘন টান দিলো চার্লি, বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল নীল ধোঁয়া।

'তুমি কানাডায় ছিলে?'

'এক দোস্ত আরেক দোস্তের জখমগুলো দেখতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক,' বিষণ্ন হেসে বললো চার্লি। 'খুব ঠাণ্ডাও পড়েছে, ঘুম আসবে না—তোমাকে আমি গল্পটা শোনাতে পারি, অর্থাৎ জখমগুলো ব্যাখ্যা করতে পারি, তবে শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'তুমিও তোমার সব দুঃখ খুলে বলবে আমাকে।'

'ভাগ্যিস সব দুঃখের কথা বলেছো, সব ঘটনার কথা বলোনি। তুমিও স্বীকার করবে, কিছু কিছু ঘটনার কথা কখনোই বলা যায় না, দোস্তি বজায় রাখার স্বার্থেই।'

মাথা ঝাঁকালো চার্লি। 'মানলাম। যদিও গোপন করার মতো কোনো ঘটনা আমার অন্তত নেই। বেশ, তুমি শুধু তোমার দুঃখের কথাগুলোই

শোনাবে আমাকে। আমি তোমাকে আমার সব কথা শোনাবো। আমার গল্পটা ইন্টারেস্টিং উপন্যাসের মতো, তাই শোনাবার বিনিময়ে একশো র‍্যাণ্ড দাবি করছি। রাজি?'

'আগে শোনাও,' হেসে উঠে বললো রানা। 'দেখি একশো র‍্যাণ্ড দাম হয় কিনা।' গায়ে চাদরটা টেনে নিয়ে অপেক্ষায় থাকলো ও। বেশ ভালো ঠাণ্ডাই পড়েছে।

'বাকি দিয়ে তোমাকে বিশ্বাস করা যায়,' রাজি হলো চার্লি। শুরু করার আগে নাটকীয় ভঙ্গিতে বিরতি নিলো সে। 'একত্রিশ বছর আগে জন্ম হয় অধমের, ষোড়শ ব্যারন কল্পবির চতুর্থ সন্তান হিসেবে। চতুর্থ সন্তান বলছি, অর্থাৎ জন্মদাতার অবৈধ সন্তানগুলোকে গোণায় ধরছি না।'

'ব্লু ব্লাড,' বললো রানা।

'অবশ্যই, দেখছো না আমার নাকটা কেমন খাড়া। তবে প্লীজ, বাধা দিয়ো না। ষোড়শ ব্যারন মহোদয়, অর্থাৎ আমার জন্মদাতা, কারণে-অকারণে আমাদেরকে চাবকাতেন। তিনটে নেশা ছিলো তার। এক, শিশু নির্যাতন। দুই, ঘোড়ায় চড়া। তিন, মেয়েমানুষ। জীবনে কখনও কাছে ডেকে আদর করেছেন বলে মনে পড়ে না। তাঁর নির্যাতনের প্রধান লক্ষ্য ছিলো নিগ্রো শিশুরা। আমরাও রেহাই পাইনি। আমরা চার ভাইই তাকে দেখে লুকিয়ে পড়তাম। আমাদেরকে দেখতে না পেয়ে তিনিও যেন স্বস্তিবোধ করতেন। এক ধরনের সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল আমাদের মধ্যে—তাঁর সামনে না পড়লে তিনি কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করবেন না।

'প্রিয় পিতার সর্বশেষ শিকার ছিলো আমার পনেরো বছরের এক কাজিন। তাঁর বয়স তখন ষাট। কাজিনকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা যদিও সফল হয়নি তাঁর। রোজ তিনি তাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাতে নিয়ে যেতেন, শেখাবার ছলে হাত দিতেন যেখানে-সেখানে। কাজিনই এ-সব কথা ফাঁস

করে দেয়, আমার বড় দুই ভাইয়ের কাছে। আমার ওই দুই বড় ভাই ষোড়শ ব্যারনের সমস্ত গুণাবলী আয়ত্ত করার জন্যে তখন কঠোর সাধনা করছিল। পরে তাদের শিকারে পরিণত হয় কাজিনটি। তবে বলা কঠিন, কাজিন তাদের শিকার হয়, নাকি তারাই কাজিনের শিকার হয়।

'যাই হোক, ব্যারনের প্রিয় ঘোড়াটি, হোক অবলা জানোয়ার, তাঁর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করে সম্ভবত প্রচণ্ড ঈর্ষাবোধে জর্জরিত হয়েছিল। একদিন সুযোগ পেয়ে ঝেড়ে একটা লাথি মারে সে, সরাসরি ব্যারনের সবচেয়ে নাজুক জায়গায়। বেচারা ব্যারন সেই যে তাঁর স্বাভাবিক ক্ষমতা হারালেন, আর তা ফিরে পাননি। এতোটাই বদলে গেলেন তিনি যে কিছু দিন পর সবাইকে স্বস্তির সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে শেষবারের মতো চোখ বুজলেন। সবচেয়ে বেশি খুশি হলো নিগ্রো চাকরবাকররা, এবং যাদের ঘরে যুবতী মেয়ে ছিলো।'

সামনের দিকে ঝুঁকে শুকনো একটা ডাল দিয়ে আগুনটা উস্কে দিলো চার্লি।

'আমি তখনও ছোটো। এরপর শুরু হলো বড় দুই ভাইয়ের কাছ থেকে আমার পালিয়ে বেড়ানো। কিছুদিন পর সেজো ভাইটিও যমদূত হয়ে উঠলো আমার জন্যে। মা ক্যানসারের রোগী, শয্যাশায়ী, তাঁর কাছে আশ্রয় নেয়ারও উপায় ছিলো না—কারণ, প্রায় সব সময়ই তিন ভাইয়ের যে-কোনো একজন ছোরা অথবা রিভলভার নিয়ে তাঁর কামরায় উপস্থিত থাকতো, চেক লিখিয়ে নেয়ার জন্যে অথবা জমির দলিল হাতাবার উদ্দেশ্যে। দোস্ত, তোমাকে বিরক্ত করছি না তো?'

'না, বলে যাও। পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড এরইমধ্যে তোমার পাওনা হয়ে গেছে।'

'ষোড়শ ব্যারনের তিরোধানে আমার কোনো লাভ হলো না। সপ্তদশ ব্যারন, ব্রাদার টমাস, লোককে জানালো আমার ভাগের কয়েক মিলিয়ন

পাউণ্ড শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেছে। কিছুদিন পর অবাক জানালো সে, শেয়ার বাজার পড়ে যাওয়ায় সব টাকা খুইয়েছি আমি এবং ফ্যামিলি ও পারিবারিক সূত্র থেকে আর একটি পয়সাও আমি পাবো না। তখন আমার বয়স হয়েছে উনিশ। মাসিক যে অ্যালাউন্স বরাদ্দ করা হলো আমার জন্যে তা উল্লেখ করার মতো নয়। তিন মাসের অগ্রিম চাইলাম আমি, উদ্দেশ্য লণ্ডনে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা। [illegible] ব্যারন [illegible] এক শর্তে তিন মাসের অ্যালাউন্স অগ্রিম দিতে রাজি হলো—আমি টাকার জন্যে কোনো চিঠি লিখতে পারবো না।'

'সবাই তখন কানাডায় যাচ্ছিলো, আমিও গেলাম। ভালোই টাকা রোজগার করলাম ওখানে, কিন্তু রাখতে পারলাম না। কিছু মেয়েবন্ধু জুটলো, কিন্তু তারাও এক সময় কেটে পড়লো। ভয়ানক টাকা ওড়ালাম, কাজে লাগলো না। কোথায় যাই ভাবছিলাম, হঠাৎ কানে এলো দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনা পাওয়া যাচ্ছে, সাধারণ পাবলিক ইচ্ছে করলে সোনার খনির মালিক হতে পারে—ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়। কাজেই চলে এলাম।' হাতের চুরুটটা নিভে গেছে, আবার সেটা ধরালো চার্লি।

'দুঃখজনক গল্প,' মন্তব্য করলো রানা।

'সবটা বলিনি, দু'একটা ঘটনা বাদ দিয়ে গেছি,' জানালো চার্লি। 'পরে এক সময় শুনো। এবার তোমার পালা, দোস্ত।'

মুখের হাসি ম্লান হয়ে এলো রানার। 'খুবই গরীব একটা দেশে জন্ম। একাত্তর সালে যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছি আমরা। ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী শোনাবার মতো আকর্ষণীয় কিছু নয়। জিম্বাবুইয়ে একটা [illegible] কাজ করেছিলাম। রেনামো ও ফ্রেলিমোদের যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে যাই আমরা, সাথে একটা আমেরিকান মেয়ে ছিলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে এসেছি, এখানে আমাকে একজন শরণার্থী বলতে পারো। সাথে জিম্বাবুইয়ের

পাসপোর্ট আছে।' ডিক ফিদারহোপের কথা মনে পড়লো রানার, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স—এর সিক্রেট এজেন্ট ভদ্রলোক। জিম্বাবুই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে আসতে রানা এবং ওর ছোট্ট দলটাকে সাহায্য করেছেন তিনি। একটা পুমা হেলিকপ্টার নিয়ে ডিক ফিদারহোপ নিজেই সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসেন জিম্বাবুইয়ে। রানাকে তিনি জানান, ওর দলের পেনডুলা, মনিকা বা অন্যান্যদের জন্যে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া কোনো সমস্যা নয়; সমস্যা দেখা দিতে পারে রানাকে নিয়ে। তার পরামর্শ ছিলো, দক্ষিণ আফ্রিকার গভীর অরণ্যে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকুক রানা, তারপর সময় ও সুযোগ বুঝে কেপটাউনে এসে তার সাথে দেখা করলে তিনি ওকে শরণার্থী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে নেয়ার ব্যবস্থা করবেন। লিমপোপো নদীর কিনারায়, বনভূমিতে নামিয়ে দেয়া হলো রানাকে, ওখানে আগেই এক লোককে ঘোড়া রাইফেল ও নগদ কিছু টাকা সহ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিলেন ডিক ফিদারহোপ। তার কাছ থেকেই জানতে পারে রানা, মেজর জেনারেল রাহাত খান ওকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য গা-ঢাকা দিয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

'মেয়েটাকে হারিয়েছো?' জানতে চাইলো চার্লি।

'হ্যাঁ, তবে আমার জন্যে কোথাও না কোথাও অপেক্ষা করে আছে সে, অপেক্ষা করে থাকবে। তবে মুশকিল হলো, বলা কঠিন আবার কবে তার সাথে দেখা হবে আমার—রাজনৈতিক কিছু অসুবিধে আছে। তোমাকে এটুকু বলতে পারি, জটিল একটা বিপদের মধ্যে আছি আমি।'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো চার্লি, তারপর বললো, 'যে-কোনও বিপদে আমাকে তুমি পাশে পাবে, দোস্ত। চেহারা দেখে মানুষ চিনতে পারি বলে একটা অহংকার আছে আমার। তুমি কোনো অন্যায় কাজে থাকতে পারো বলে বিশ্বাস করি না আমি।'

'না, অন্যায় কোনো কাজে আমি নেই,' বললো রানা। 'কিন্তু চার্লি, হঠাৎ কোটি কোটি টাকার দরকার তোমার, কেন দরকার তা তো বললে না।'

'দুটো কারণে দরকার। সপ্তদশ ব্যারন টমাসকে একটা শিক্ষা দিতে চাই আমি। তার সাথে লাগতে হলে প্রথমে তার সমান ধনী হতে হবে আমাকে। আরেকটা কারণ হলো, কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে আমাদের এলাকার নিগ্রোদের আমি কথা দিয়েছিলাম আমার ভাগের টাকা দিয়ে আমি তাদের জন্যে ভালো কিছু একটা করবো। ওরা খুবই দুঃসহ জীবনযাপন করছে, প্রায় ক্রীতদাসের মতো।'

'তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু ধনী হবার সহজ কোনো পথ তো নেই, চার্লি!'

'আছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে,' বললো চার্লি। 'দরকার শুধু ইন্টেলেকচুয়াল ব্রেন। সেটা আমি তোমার কাছ থেকে ধার করবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

হেসে উঠলো রানা। 'আমার ওপর এতোটা আস্থা রাখলে তোমাকে ঠকতে হতে পারে!'

রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি চার্লি, বললো, 'আর দরকার খানিকটা কুবুদ্ধি। সেটা আমার আছে, পৈতৃকসূত্রে খুব কম পাইনি।'

পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে গিরিখাদ, খাদের দু'পাশে পর্বতশ্রেণীর খাড়া ও কালো। সারাটা দিন ছায়ার ভেতর দিয়ে এগোলো ওরা, দুপুরের দিকে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে রোদ দেখা গেল। তারপর ক্রমশ নিচু হলো পর্বতশ্রেণী, খোলা প্রান্তরে বেরিয়ে এলো ঘোড়সওয়াররা।

ধু-ধু মাঠ, দূর প্রান্তের স্নান দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, শুধু ঘাস ছাড়া আর সবুজ—

কিছু চোখে পড়ে না। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এলো ওরা, যতই এগোলো ততোই শুকিয়ে গেল চার্লির মুখ। কারণটা জিজ্ঞেস করার দরকার হলো না, ঘাস ও ধুলোর ওপর চাকার তাজা দাগ দেখে যা বোঝার নিজেই বুঝে নিলো রানা। ওদের আগেই প্রচুর লোকজন পৌঁছে গেছে সামনে।

দিগন্তের ওপর আবার নিচু পাহাড়ের মাথা দেখতে পেলো ওরা। চব্বিশ ঘন্টা পর পাহাড়ের মাথা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো গাড়িগুলোকে। নিচে চার মাইল চওড়া খোলা মাঠ, দু'দিকে নিচু পাহাড়। নিচের উপত্যকায় চোখ পড়তেই গুঙিয়ে উঠলো চার্লি। 'সর্বনাশ!' উপত্যকা জুড়ে শুধু তাঁবু আর গরুর গাড়ি, কয়েক শো-র কম নয়। ঘাসবনের ভেতর ক্ষতচিহ্নের মতো ট্রেঞ্চ দেখা গেল, উপত্যকার মাঝখানের রেখা বরাবর। 'অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা। এমন কোনো জায়গা বাকি নেই যেখানে খুঁটি পোঁতা হয়নি।'

'চলো, নিচে নেমে দেখি,' বললো রানা। 'এখনও হয়তো কিছু জায়গা পড়ে আছে।'

'অসম্ভব, ওদের তুমি চেনো না,' বললো চার্লি। 'চলো, তোমাকে দেখাচ্ছি—এক ইঞ্চি জায়গাও খালি পাবে না।' বুট দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতো মারলো সে, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ওরা। 'ঝর্ণার দিকটায় তাকাও, কি দেখছো? ওরা সময় নষ্ট করছে না। এরইমধ্যে মিল চালু করে দিয়েছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওটা একটা ফোর-স্ট্যাম্প রিগ।'

ঘোড়া ছুটিয়ে বড়সড় একটা ক্যাম্পের ভেতর চলে এলো ওরা। চারদিকে অনেকগুলো তাঁবু ও গরুর গাড়ি। আগুনের ধারে মেয়েরা কাজ করছে। খাবারের গন্ধে জিভে জল এসে গেল রানার। পুরুষরা গাড়ির আশপাশে অপেক্ষা করছে বৈকালিক নাস্তার জন্যে। 'ওদের জিজ্ঞেস করে দেখি কি ঘটছে এদিকে,' বললো রানা। ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা

ডমরুর দিকে ছুঁড়ে দিলো ও। এক লোকের কাছ থেকে আরেক লোকের দিকে হেঁটে গেল রানা, ঘোড়ার পিঠে বসে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো চার্লি, ক্লান্ত চেহারায় বিষণ্ন হাসি। এক এক করে চারজনের সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলো রানা। প্রতিবারই ওর প্রতিপক্ষ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকালো, যেন ওদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে ফিরে এলো রানা ঘোড়াগুলোর কাছে। 'কি ব্যাপার বলো তো?' চার্লিকে জিজ্ঞেস করলো। 'আমি কালো বলেই কি...?'

'সেটা একটা কারণ হলেও হতে পারে,' বললো চার্লি। 'তবে আসল কারণ, ওরা গোল্ড সিকনেস-এ ভুগছে। তুমি একজন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরতে বসেছো তুমি, কেউ ওরা তোমার ওপর থুথুও ছিটাবে না, কারণ তাতে যদি হামাগুড়ি দেয়ার শক্তি ফিরে পেয়ে ওদের চোখে পড়েনি এমন কোথাও খুঁটি পুঁতে ফেলো তুমি।'

অবাক হয়ে চার্লির দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। পরিস্থিতিটা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে ও।

'শুধু শুধু সময় নষ্ট করার মানে হয় না,' বললো চার্লি। 'সন্ধে হতে এখনও এক ঘন্টা বাকি আছে, চলো নিজেরাই ঘুরেফিরে দেখি।'

গর্ত ও ক্ষত-বিক্ষত মাটিকে পাশ কাটিয়ে এগোলো ওদের ঘোড়া। শাবল ও কোদাল নিয়ে টেঞ্চে কাজ করছে লোকজন, বেশিরভাগই শ্বেতাঙ্গ, তবে সবার সাথেই আট-দশজন করে কালো শ্রমিক আছে। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে একহারা, পেশীবহুল, মোটাসোটা, সব ধরনের মানুষই আছে। দুর্বল ও ভঙ্গুর চেহারার কিছু লোককে দেখা গেল, বোঝাই যায় জীবনে কখনও কায়িক পরিশ্রম করেনি। দু'চারদিনেই রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে তাদের চেহারা, হাতের তালুতে ফোস্কা পড়েছে। কেউই তারা ওদেরকে ভালোভাবে গ্রহণ করলো না। কথা তো বললোই না, এমনভাবে তাকালো

যেন পরম শত্রু।

ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগোলো ওরা। প্রতিটি দল একশো বর্গগজ জায়গা দখল করেছে, নিজেদের জায়গা চিহ্নিত করে রেখেছে খুঁটি পুঁতে। কোথাও কোথাও খুঁটি নেই, সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে পাথরের স্তূপ দিয়ে। পাথরের গায়ে টিনের সাইনবোর্ডও দেখা গেল, মালিকের নাম ও লাইসেন্স নম্বর লেখা রয়েছে।

এমন অনেক ক্লেইম দেখা গেল যেখানে এখনও কাজ শুরু হয়নি। এ-ধরনের কয়েকটা জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে ঘাসের ভেতর থেকে পাথর তুলে পরীক্ষা করলো চার্লি। তার চেহারা থেকে হতাশ ভাবটা দূর হলো না। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আবার ঘোড়ায় চড়ে এগোলো ওরা। সন্ধ্যার পর খোলা রিজ-এ ক্যাম্প ফেলা হলো। আগুন জ্বেলে কফি বানালো ডমরু। নিজেদের মধ্যে কথা বললো রানা ও চার্লি।

'পৌঁছুতে দেরি করে ফেলেছি আমরা,' বললো রানা। তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে।

'আমাদের টাকা আছে, দোস্ত। শুধু এই কথাটা মনে রাখো। আশপাশে যাদের দেখলে, বেশিরভাগেরই পকেট খালি—বেঁচে আছে শুধু আশা নিয়ে—মাংস বা আলু বহুদিন চোখে দেখেনি। চেহারাগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এরইমধ্যে হতাশার কালো ছায়া পড়তে শুরু করেছে। মাটি খুঁড়ে সোনা বের করতে টাকা লাগে। মেশিনারি দরকার, দরকার শ্রমিকদের বেতন দেয়ার মতো পুঁজি। পানি আনার জন্যে পাইপ বসাতে হবে, গরুর গাড়ি দরকার হবে।'

'ক্লেইমই নেই যেখানে, টাকা দিয়ে কি হবে!'

'লেগে থাকো আমার সাথে, দেখো না কি করি,' রানাকে উৎসাহ দিলো চার্লি। 'লক্ষ্য করেছো কি, কতোগুলো ক্লেইমে এখনও কাজ শুরু

হয়নি? আমার ধারণা, ওগুলো বিক্রির জন্যে রাখা হয়েছে। কয়েক হপ্তার ভেতর আনাড়ি ও সর্বহারার দল অদৃশ্য হয়ে যাবে, তাদের জায়গা দখল করবে অভিজ্ঞ পুঁজিপতিরা…।'

হয় কোনো অভিযান নয়তো কোনো উত্তেজনাকর কাজের ভেতর জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিলো রানার, মনটা সেজন্যেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। 'যতো যাই বলো, ঠিক এ–ধরনের কিছু আশা করিনি আমি। বরং চলো, অন্য কোনদিকে চলে যাই।'

'আরে, বসো, এতো অধৈর্য হলে হয় নাকি! আসলে তুমি ক্লান্ত, আজ রাতটা ভালো করে ঘুমাও, কাল সকালে তোমাকে আমি আশাবাদী হয়ে উঠতে সাহায্য করবো। রীফটা কতোদূর গেছে, দেখতে হবে। তারপর নিজেদের প্ল্যান তৈরি করবো আমরা।'

একটা চুরুট ধরালো চার্লি, আগুনের আলোয় রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো লাগছে তাকে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলো ওরা, তারপর জানতে চাইলো রানা, 'কিসের শব্দ ওটা?' দূর থেকে ভেসে আসছে ড্রাম পেটানোর মতো আওয়াজটা।

'কিছুদিন থাকো এখানে, অভ্যস্ত হয়ে যাবে,' বললো চার্লি। 'উঁচু জমিন থেকে যে মিলটা দেখেছিলাম, সেখান থেকে আসছে, স্ট্যাম্প–এর শব্দ। আরও মাইলখানেক সামনে ওটা, কাল সকালে পাশ কাটাবো।'

সূর্য ওঠার আগেই রওনা হলো ওরা, ভোরের অনিশ্চিত আলোয় পৌঁছে গেল মিলটার কাছে। রিজ–এর মসৃণ বাঁকে কালো ও কুৎসিত লাগলো কাঠামোটা। ইস্পাতের চোয়াল কান–ফাটানো ধাতব শব্দে অনবরত পাথর চিবাচ্ছে, নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসছে বাষ্প।

'এতো বড় হবে বলে ধারণা করিনি,' বললো রানা।

'শুধু বড় নয়,' বললো চার্লি। 'দামীও। এ–ধরনের একটা মিলের

মালিক হওয়ার সামর্থ্য এখানকার খুব কম লোকেরই আছে।'

মিলের চারধারে ব্যস্তভাবে কাজ করছে লোকজন। মিলের খোরাক পাথর, বিরতিহীন যোগান দেয়া হচ্ছে। কপার টেবিলের ওপর জমা হচ্ছে সোনা মেশানো গুঁড়ো পাথর। একজন শ্বেতাঙ্গ, থমথমে চেহারা, ওদের দিকে এগিয়ে এলো। 'এটা প্রাইভেট গ্রাউণ্ড। আমরা চাই না বাইরের কোনো লোক আশপাশে ঘুর-ঘুর করুক। আপনারা চলে যান।'

লোকটা ছোটোখাটো, মুখটা গোল। কান দুটো হ্যাটে ঢাকা। গোঁফের পশমগুলো শক্ত, শজারুর কাঁটার মতো।

'শোনো, আঁন্দ্রে—তুমি একটা নর্দমার কেঁচো। আমার সাথে এভাবে কথা বললে, মাথা কামিয়ে টাকের ওপর গরম আলকাতরা ঢেলে দেবো,' ঠাণ্ডা সুরে বললো চার্লি। ছোটোখাটো লোকটার চেহারায় দ্বিধার ভাব ফুটলো, আরও কাছে এসে চার্লির দিকে ভালো করে তাকালো সে। চোখ মিটমিট করলো বার কয়েক। তারপর বাকি সবার দিকে তাকালো।

'কারা তোমরা? তোমাদের আমি চিনি?'

হ্যাটটা মাথার পিছনে ঠেলে দিলো চার্লি, লোকটা যাতে তার চেহারা দেখতে পায়।

'চার্লি!' আনন্দে নেচে উঠলো লোকটা। 'চার্লি, তুমি!' চার্লি ঘোড়া থেকে নামছে, তার দিকে ছুটে এলো করমর্দনের জন্যে। সকৌতুকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। করমর্দন, কুশলাদি বিনিময় ইত্যাদি শেষ হলে লোকটাকে নিয়ে রানার দিকে এগোলো চার্লি।

'দোস্ত, এ হলো আঁন্দ্রে জিদ। আমার বন্ধু, কিমবারলি ডায়মণ্ড ফিল্ডে কিছুদিন একসাথে কাজ করেছি আমরা। নামটা ফ্রেঞ্চ হলেও, তিন পুরুষ ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা ওরা।'

রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক করলো আঁন্দ্রে জিদ, এক সেকেণ্ড বিরতি

দেয়ার পর আবার নতুন করে আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করে বললো সে, 'ওহ্ গড, চার্লি, তুমি! আবার দেখা হওয়ায় কী যে ভালো লাগছে আমার!' নাচের ভঙ্গিতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দ্রুত সরে যাবার চার্লির প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তার পিঠে বার কয়েক কষে চাপড় মারলো সে। আবেগের লাগাম টেনে ধরে স্বাভাবিক হতে কয়েক মিনিট সময় লাগলো তার। তারপর বললো, 'শোনো, চার্লি। আমি অ্যামালগাম টেবিল পরিষ্কার করছি। তোমার দোস্তকে নিয়ে আমার তাঁবুতে চলে যাও। ঠিক আছে? আধ ঘন্টার ভেতর আসছি আমি। আমার চাকর ব্যাটাকে নাস্তা দিতে বলবে। যাচ্ছো তো?'

'তোমার পুরানো ভক্ত?' ওরা একা হতে জিজ্ঞেস করলো রানা।

হেসে উঠলো চার্লি। 'ডায়মণ্ড ফিল্ডে একসাথে কাজ করেছি। ওর একটা উপকার করার সুযোগ ঘটে একবার। পাথর ধসে চাপা পড়েছিল, সময় মতো পৌঁছে টেনে বের করেছিলাম বলেই বেঁচে যায়। ভালো লোক, সাদাসিধে। ওকে এখানে পাবার অর্থ হলো প্রার্থনায় সাড়া পাওয়া গেছে। এখানকার গোল্ড ফিল্ড সম্পর্কে ও যদি কিছু না জানে তাহলে আর কেউ কিছু জানে না।'

আধ ঘন্টার আগেই ঝড়ের বেগে তাঁবুর ভেতর ঢুকলো আঁন্দ্রে জিদ, সবেমাত্র নাস্তা সামনে নিয়ে বসেছে ওরা। চার্লি ও জিদের আলোচনায় রানার অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলো না। ওদের প্রতিটি প্রসঙ্গের সূত্রপাত ঘটলো এভাবে, 'তোমার মনে পড়ে—?' অথবা 'অমুকের খবর কি?'

তারপর, নাস্তা শেষে, কফি ভর্তি মগ হাতে নিয়ে, চার্লি জানতে চাইলো, 'তাহলে, জিদ? এখানে কি করছো তুমি? এটা কি তোমার নিজের আউটফিট?'

'আরে না! এখনও আমি কোম্পানীর সাথেই আছি।'

'সে-সে-সেই বা-বা-র্ক-লি ম-ম-য়-নি-হা-হানের সাথে?'
চার্লিকে হঠাৎ তোতলাতে দেখে বিস্মিত হলো রানা। কিন্তু আঁন্দ্রে জিদ কি এক যন্ত্রণায় যেন কুঁকড়ে গেল।

'অমন করো না, চার্লি!' বিড়বিড় করলো আঁন্দ্রে জিদ, নার্ভাস দেখালো তাকে। 'তুমি কি আমার চাকরিটা খাবে?'

ব্যাখ্যা করার জন্যে রানার দিকে ফিরলো চার্লি। 'বার্কলি ময়নিহান আর ঈশ্বর সমান শক্তিধর, তবে এদিকটায় ঈশ্বরই তার নির্দেশ মতো চলে।'

আঁতকে উঠলো আঁন্দ্রে জিদ। 'তুমি থামবে, চার্লি?'

'বার্কলি ময়নিহানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম দ্য সাউথ আফ্রিকান মাইনিং অ্যাণ্ড ল্যাণ্ডস কোম্পানী। শুধু কোম্পানী বললেই হয়, সবাই বুঝে নেবে কার কথা বলা হচ্ছে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর বেজন্মা, লোকটা তোতলায়।'

চার্লির প্রতিটি শব্দ যেন চাবুকের মতো আঘাত করলো আঁন্দ্রে জিদকে। সামনের দিকে ঝুঁকে চার্লির কনুই চেপে ধরলো সে, বললো, 'প্লীজ, ম্যান! আমার কাজের লোকগুলো ইংরেজি বোঝে! দোহাই লাগে, এবার থামো!'

'কোম্পানী তাহলে এদিকটাতেও খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছে, কেমন? বেশ, বেশ। তারমানে মাটির তলায় জিনিস আছে। বেশ অনেকটা জায়গা জুড়েই আছে।'

চার্লি প্রসঙ্গ পাল্টাতে আঁন্দ্রে জিদের চেহারায় স্বস্তি ফুটে উঠলো। 'জিনিস আছে মানে? প্রচুর, চার্লি, প্রচুর! ক'টা দিন অপেক্ষা করো, এটার তুলনায় ডায়মণ্ড ফিল্ডকে মনে হবে নস্যি।'

'সব কথা শোনাও দেখি আমাকে,' আহ্বান জানালো চার্লি, আয়েশ করে চুমুক দিলো কফির মগে।

'নাম দেয়া হয়েছে রটেন রীফ ওরফে বাস্কেট-রীফ ওরফে হাইডেল

বার্গ রীফ। কিন্তু আসলে রীফ একটা নয়, তিনটে। একটার নিচে আরেকটা লম্বা হয়ে আছে।'

'তিনটে থেকেই সোনা পাওয়া যাবে?' দ্রুত জানতে চাইলো চার্লি।

মাথা নাড়লো আঁন্দ্রে জিদ। তার চোখ জোড়া চকচক করছে। সোনা ও খনি নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে তার। 'না। আউটার রীফের কথা ভুলে যেতে পারো তুমি। ওখানেও সোনা আছে, তবে ছিটেফোঁটা মাত্র। তারপর মেইন রীফের কথা ধরো। এটা ভালো, তবে আহামরি কিছু নয়। কোথাও কোথাও ছ'ফুট পুরু, ও-সব জায়গায় ভালো সোনা পাওয়া যাবে। কিন্তু খুব কঠিন আর শক্ত।'

'বলে যাও,' তাগাদা দিলো চার্লি।

'সোনা আছে তলার রীফটায়, ওটাকে আমরা লিডার রীফ বলি। মাত্র কয়েক ইঞ্চি পর, কোথাও কোথাও একেবারে মিলিয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, অত্যন্ত রিচ। ওখানে সোনা আছে, ঠিক যেমন পিঠের ভেতর নারকেলের পুর থাকে, তেমনি। তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করছো না…।'

'বিশ্বাস করবো না কেন,' বললো চার্লি। 'তুমি কি আমাকে মিথ্যে বলবে? এবার বলো, আমার নিজের জন্যে খানিকটা লিডার রীফ পাবার উপায় কি।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল আঁন্দ্রে জিদের, নিভে গেল চোখের উজ্জ্বল আলোটুকু। 'আর তো নেই, চার্লি! সবই দখল হয়ে গেছে। অনেক দেরি করে ফেলেছো তুমি।'

'ও, আচ্ছা, না থাকলে আর কি করা,' বললো চার্লি। তাঁবুর ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। টুলের ওপর বসে উসখুস করছে আঁন্দ্রে জিদ, গোঁফের প্রান্ত মুখের ভেতর পুরে চুষছে, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মগের ভেতর। শান্তভাবে অপেক্ষা করছে রানা ও চার্লি, যেন কিছু একটা ঘটছে

বলে জানে ওরা। একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেল, নিজের সাথে যুদ্ধ করছে আঁন্দ্রে জিদ। পরস্পরের শত্রু দুই ব্যক্তির প্রতি—চার্লি উডকক ও বার্কলি ময়নিহানের প্রতি—সমান আনুগত্য অনুভব করছে সে, উভয়সংকটে পড়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। কিছু বলার জন্যে একবার মুখ খুললো, কোনো শব্দ বেরুবার আগে আবার বন্ধ হয়ে গেল সেটা। কফি ঠাণ্ডা করার জন্যে মগের ভেতর ফুঁ দিলো সে, গরম বাষ্প উঠলো ভেতর থেকে।

'তোমার কাছে টাকা আছে?' অকস্মাৎ প্রায় মারমুখো হয়ে জানতে চাইলো সে।

'আছে,' বললো চার্লি।

'মি. ময়নিহান টাকা আনার জন্যে কেপটাউনে গেছেন। ফিরে এসে একশো চল্লিশটা ক্লেইম কেনার প্ল্যান আছে তাঁর।' আঁন্দ্রের চেহারায় অপরাধী ভাব। 'এ-সব কথা বলছি, কারণ তোমার প্রতি আমি ঋণী।'

'হ্যাঁ, বুঝি আমি,' নরম সুরে বললো চার্লি।

বুক ভরে বাতাস টানলো আঁন্দ্রে জিদ। 'ওই একশো চল্লিশটা ছাড়াও আরও কিছু ক্লেইম আছে। সেগুলোর মালিক একজন মহিলা—মহিলা না বলে মেয়ে বলাই ভালো। ক্লেইমগুলো বিক্রি করবে সে। গোটা মাঠে তার জমিগুলোই সবচেয়ে সম্ভাবনাময়, আমার ধারণা।'

'বলে যাও,' উৎসাহ দিলো চার্লি।

'নদীর ধারে, এখান থেকে মাইল দুয়েক, একটা হোটেল চালায় মিসেস সোফিয়া পিপারকর্ন। ভালোই রাঁধে মেয়েটা। খেয়ে দেখলেই বুঝবে।'

'মিসেস?' ভুরু কোঁচকালো চার্লি। 'মিসেস আবার মেয়ে হয় কি করে?'

'মেয়েই, খুবই কম বয়েস—বোধহয় বিশও পেরোয়নি।'

'ও। ধন্যবাদ, জিদ।'

'সামান্য প্রতিদান,' গম্ভীরমুখে বললো আঁন্দ্রে জিদ। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চেহারা। 'মেয়েটাকে তোমার পছন্দ হবে, চার্লি। দেখতে খুবই সুন্দরী।'

রানাকে নিয়ে মিসেস সোফিয়ার হোটেলে খেতে এলো চার্লি। কাঠামোটা কাঠের, দেয়ালগুলো করোগেটেড টিনের। হোটেলের সামনে লাল ও সোনালি হরফে লেখা রয়েছেঃ 'সোফিয়া'স হোটেল। মুখরোচক খাবার পাওয়া যায়। বিনামূল্যে টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন। ঘোড়া ও মাতালদের ঢুকতে দেয়া হয় না। মালিকঃ মিসেস সোফিয়া পিপারকর্ন।'

বারান্দাতেই ওয়াশ বেসিন পাওয়া গেল। হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছলো ওরা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুণী চালালো। 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'লেডি কিলার,' বললো রানা। 'তবে গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। শেষ কবে গোসল করেছো?'

ডাইনিং রুমে ঢুকে দেখলো, প্রায় ভরে গেছে। পিছনের দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবিল খালি পাওয়া গেল। সিগারেট ও পাইপের ধোঁয়ায় গুমোট হয়ে আছে কামরার পরিবেশ। টেবিলে বসতে না বসতেই কালো একটা মেয়ে ছুটে এলো। 'ইয়েস?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো সে। চেহারা দেখে ভারতীয় বলেই মনে হলো রানার। পরনে স্কার্ট ও শার্ট, বগলের কাছে ঘামে ভিজে আছে শার্টটা।

'মেনুটা দেখতে পারি?'

মেয়েটার চোখে কৌতুক চিকচিক করে উঠলো। 'আজ আমরা স্টেক, আলু ভাজি আর পুডিং পরিবেশন করছি,' বললো সে।

'তাই দাও তাহলে,' অর্ডার দিলো চার্লি।
হন হন করে কিচেনের দিকে চলে গেল মেয়েটা।
রানার দিকে ফিরলো চার্লি। 'সার্ভিসের মান দেখে রীতিমতো উৎসাহবোধ করছি আমি। এখন শুধু খাবার ও হোটেলকর্ত্রীর মান একই রকম উঁচু হলেই হয়।'
মাংসটা নরম ও সুস্বাদু, কফিটাও যথেষ্ট কড়া ও মিষ্টি। চুমুক দেবে রানা, কিচেনের দিকে মুখ করে আছে ও, কাপটা মুখে তুলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল। হঠাৎ জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এলো কামরার ভেতর। বিড়বিড় করলো রানা, 'মেয়েটা আসছে।'
সোফিয়া পিপারকর্ন লম্বা একটা মেয়ে, এবং মেয়েই বটে। তার চুল কালো মখমল। রঙ দুধে-আলতা। চামড়ায় কোনো ভাঁজ বা দাগ নেই, রোদ লেগে কোনো ছাপও পড়েনি। লম্বা আর একহারা হলেও, তার ব্লাউজের সামনের দিক ও স্কার্টের পিছন দিক বেশ ভারি ও ভরাট হয়ে আছে। চোখ ও মুখের হাবভাব দেখেই বোঝা যায়, নিজের এ-সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন সে, জানে কামরার সবার দৃষ্টিই বিশেষ করে ওই দুই জায়গার ওপর নিবদ্ধ, অথচ তার আচরণে কোনো রকম জড়তা নেই। হাতে ছোট্ট একটা ছড়ি রয়েছে, স্কার্টের পিছন দিকটায় কেউ হাত দেয়ার চেষ্টা করলে বাড়ি খেতে হবে তাকে। হাত দেবে সে সাহস কারো নেই, তবে দু'একজন হাত দেয়ার ভঙ্গি করলো—ছড়ি দিয়ে মারলো না সোফিয়া, মারার ভান করলো শুধু। মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তার চেহারা। টেবিলগুলোর মাঝখান দিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে সে, এখানে-সেখানে থেমে খদ্দেরদের কুশলাদি জানতে চাইছে—বোঝা গেল, সবাই এখানে শুধু খাবার লোভেই আসে না। তৃপ্তির হাসি লেগে রয়েছে খদ্দেরদের মুখে, সোফিয়া কথা বললে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে

করছে। ওদের টেবিলের কাছে চলে এলো সে, রানা ও চার্লি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'সিট ডাউন, প্লীজ।' দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছে মেয়েটা। 'আপনারা এখানে নতুন বুঝি?' চোখে আগ্রহ, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'কাল এসেছি।' মিষ্টি করে হাসলো চার্লি। 'আপনার হাতের রান্না খেয়ে মনে হলো অনেকদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছি।'

'কোত্থেকে এসেছেন আপনারা?' রানাকেই জিজ্ঞেস করলো সোফিয়া। ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো সে, যেন মনে করার কারণ আছে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থই তার, একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।

'আমি এসেছি ইংল্যাণ্ড থেকে,' এবারও জবাব দিলো চার্লি। 'উনি মি. মাসুদ রানা, আরবের একজন শেখ। পুঁজি খাটাবার জন্যে নতুন ব্যবসা খুঁজছেন, ভাবছেন এদিকের গোল্ড ফিল্ডে তাঁর পুঁজির কিছুটা বিনিয়োগ করা যেতে পারে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ছিল রানার, শেষমুহূর্তে কোনো রকমে সামলে নিলো নিজেকে। চেহারায় ধনীসুলভ একটা ভাব আনার চেষ্টা করলো।

'আমার নাম চার্লি উডকক। আমি শেখ মাসুদের মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।'

'আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমি সোফিয়া পিপারকর্ন।' মেয়েটা প্রভাবিত হয়েছে।

'দু'এক মিনিট আমাদের সাথে বসবেন না, মিসেস পিপারকর্ন?' খালি একটা চেয়ার টেনে নিজেদের টেবিলে নিয়ে এলো চার্লি।

ইতস্তত করলো সোফিয়া। 'কিচেনে আমার কাজ পড়ে রয়েছে। সম্ভবত পরে এক সময়, কেমন?'

'তুমি কি সব সময় এমন অবলীলায় মিথ্যে বলতে পারো?' সোফিয়া

চলে যাবার পর জিজ্ঞেস করলো রানা।

'মিথ্যে বলছো কেন? বলো অর্ধসত্য।' আত্মপক্ষ সমর্থন করলো চার্লি।

'ও, আচ্ছা, অর্ধসত্য! কিন্তু এই ভূমিকায় আমি অভিনয় করবো কিভাবে?'

'প্রথম প্রথম হয়তো একটু কষ্ট হবে, তারপর অভ্যেস হয়ে যাবে, দেখো। কি করতে হবে বলে দিচ্ছি। চেহারায় এমন ভাব ফুটিয়ে রাখবে যেন তুমি খুব জ্ঞানী মানুষ, আর কথা বলবে খুব কম। ভালো কথা, মেয়েটাকে দেখে কি মনে হলো তোমার?'

'সুন্দর।'

'সুন্দর তো বটেই, বলো উপাদেয় কিনা?'

'মেয়েদেরকে ঠিক ওভাবে আমি বিচার করি না,' বললো রানা।

একটু যেন থতমত খেয়ে গেল চার্লি। 'না, আমি বলতে চাইছিলাম...।'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো রানা। 'দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি মিলতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, চার্লি।' অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও, নিজের নীতি ও রুচি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে সুন্দর একটা সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মানুষে মানুষে রুচির অমিল থাকবেই, থাকবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য; একটা পর্যায় পর্যন্ত সব কিছু মেনে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

খানিক পর আবার থেমে গেল সমস্ত গুঞ্জন, কামরা আলো করে ফিরে এলো সোফিয়া পিপারকর্ন। সরাসরি ওদের টেবিলে এসে বসলো সে। কিছুক্ষণ হালকা বিষয় নিয়ে আলাপ করলো চার্লি। তারপর একের পর এক তীক্ষ্ণ সব প্রশ্ন আসতে শুরু করলো, বুঝতে বাকি থাকলো না ওদের,

জিওলজি ও মাইনিং সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে মেয়েটা। এ-ব্যাপারে মন্তব্যও করলো চার্লি।

'হ্যাঁ, আমার স্বামী এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এ-সব আমি তাঁর কাছেই শিখেছি।' নীল ও সাদা ডোরাকাটা স্কার্টের পকেটে হাত ভরলো সোফিয়া, মুঠো ভর্তি পাথর বের করে টেবিলের ওপর রাখলো। 'এগুলোর নাম বলতে পারেন?' চার্লিকে জিজ্ঞেস করলো সে। এ একেবারে সরাসরি পরীক্ষা।

'কিম্বারলাইট সার্পেন্টাইন। ফেল্ডস্পার।' একটা করে পাথর ধরে টেবিলের ওপর গড়িয়ে দিলো চার্লি।

সোফিয়ার আড়ষ্ট পেশীতে ঢিল পড়লো। 'ঘটনা হলো, হাইডেলবার্গ রীফে আমার কিছু জমি আছে। মি. শেখ মাসুদ ইচ্ছে করলে ওগুলো একবার দেখতে পারেন। আসলে জমিগুলো নিয়ে সাউথ আফ্রিকান মাইনিং অ্যাণ্ড ল্যাণ্ডস কোম্পানীর সাথে কথাবার্তা চলছে আমার। ওঁদের তো খুবই আগ্রহ।'

একবারই মাত্র মুখ খুললো রানা, উচ্চারণ করলো মাত্র দু'চারটে শব্দ, তবে মন্তব্যটা মূল্যবান অবদান রাখলো ওদের আলোচনায়। 'আহ্ ইয়েস,' ওপর-নিচে মাথা দোলালো ও। 'গুড ওল্ড বার্কলি!'

রীতিমতো নাড়া খেলো সোফিয়া পিপারকর্ন। খুব কম মানুষই বার্কলি ময়নিহানকে শুধু বার্কলি বলে ডাকে। 'কাল সকালে আপনাদের সময় হবে কি?' জানতে চাইলো সে।

তিন

আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চায়, কিন্তু গাড়ি ভাড়া নেই, এমন এক লোকের কাছ থেকে একটা তাঁবু কিনলো চার্লি। বিকেলের দিকে হোটেলের কাছাকাছি আস্তানা গাড়লো ওরা, তারপর গোসল করে এলো নদী থেকে। রাতে নিজের ব্যাগ থেকে ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল বের করলো চার্লি, যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনা করে পান করলো ওরা। পরদিন সকালে সোফিয়া পিপারকর্ন ওদেরকে ক্লেইম দেখাতে নিয়ে গেল।

বাঙ্কেট বরাবর বিশটা ক্লেইম, প্রতিটির সীমানা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা আছে। পথ দেখিয়ে বিশেষ একটা জায়গায় ওদেরকে নিয়ে এলো সে, রীফের পাথর এখানটায় মাটি ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

'আপনাদের রেখে গেলাম,' বললো সোফিয়া। 'ঘুরেফিরে ভালো করে দেখুন। যদি পছন্দ হয়, পরে আলোচনা করা যাবে।'

'কিন্তু আপনি?' হতাশ ভাবটা গোপন করে জানতে চাইলো চার্লি।

'আমি এখানে সময় নষ্ট করলে ক্ষুধার্তদের মুখে অন্ন দেবে কে?'

সোফিয়ার সাথে ঘোড়ার দিকে এগোলো চার্লি, উঁচু-নিচু মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে সাহায্য করলো তাকে, সাহায্য করলো ঘোড়ায় চড়তে। তার

সাহায্য করার ভঙ্গি দেখে রানার মনে হলো, কায়দাটা নিশ্চয়ই ষোড়শ ব্যারনের কাছ থেকেই শিখেছে চার্লি। ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সোফিয়া, রানার কাছে ফিরে এলো সে।আনন্দে চকচক করছে মুখ। 'খুব সন্তর্পণে পা ফেলুন, শেখ সাহেব, কারণ আপনার পায়ের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের ঐশ্বর্য।'

গোটা মাঠ চষে বেড়ালো ওরা। কি খুঁজতে হবে বা কি দেখতে হবে, রানার কোনো ধারণাই নেই। জিওলজি বা মাইনিং সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সে। চার্লির সাথে সাথে ঘুরে বেড়ালো, তবে যাতে আনাড়ি বলে মনে না হয়, চেহারায় ধরে রাখলো কর্তৃত্বসুলভ গাম্ভীর্য। মাঝে মধ্যে মৃদু তিরস্কারের সুরে নির্দেশও দিলো চার্লিকে। 'বাম দিকটা বাদ পড়ে যাচ্ছে। আরও একটু দক্ষিণে যাই চলো।'

চার্লির আচরণ টাইগার শার্ক–এর মতো, গোটা মাঠ বৃত্তাকারে চক্কর দিলো বার কয়েক। ক্রেইম নোটিসগুলো পড়লো সে। লম্বা পা ফেলে সীমানা মাপলো। পকেটে ভরলো পাথরের নমুনা। তাঁবু থেকে প্যান ও হামানদিস্তা নিয়ে নদীর পারে চলে এলো ওরা, সারাটা বিকেল পাথর গুঁড়ো করে প্যানের ভেতর সোনার চকচকে ভাব খুঁজলো। শেষ নমুনাটা যাচাই করার পর সিদ্ধান্ত দিলো চার্লি।

'হ্যাঁ, সোনা আছে—ভালো সোনাই আছে। তবে কৈরালার নমুনা দেখে যেরকম মনে হয়েছিল, আমরা রাতারাতি ধনী হয়ে যাবো, এখানে সেরকম কিছু ঘটবে না। ওটা নিশ্চয়ই লিডার রীফের বাছাই করা একটা টুকরো ছিলো।' রানার দিকে গম্ভীর মুখে তাকালো চার্লি। 'আমার মনে হয়, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। নিচে যদি লিডার রীফ থাকে, আমরা সেটা পাবো। না থাকলে, মেইন রীফ থেকে যে–টুকু সোনা পাওয়া যাবে, তাতে লাভ খুব একটা বেশি না হলেও, লোকসান হবে না।'

একটা নুড়ি তুলে নিয়ে নদীর পানিতে ফেললো রানা। লোভ জিনিসটা কাকে বলে এই প্রথম উপলব্ধি করছে ও। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, রোমাঞ্চ ও গভীর হতাশা পালা করে আসে—এই তুমি বিদ্যুৎচমকের পিঠে চড়ছো, পরমুহূর্তে তলিয়ে যাচ্ছো অতল গহ্বরে। প্যানের তলায় লেজসদৃশ স্বর্ণ ভাবটাকে নিতান্তই পাতলা ও সরু বলে মনে হলো ওর, যেন অপুষ্টির শিকার।

'ধরো তোমার কথা ঠিক, আরও ধরা যাক কথার প্যাঁচে ফেলে সুফিয়াকে ক্লেইমগুলো বিক্রি করাতেও রাজি করা গেল, কিন্তু তারপর আমরা কাজ শুরু করবো কিভাবে? ফোর-স্ট্যাম্প মিল অত্যন্ত জটিল লাগলো আমার, নিশ্চয়ই খুব দামিও হবে, এক দেড়শো মাইলের মধ্যে ওরকম একটা মিল কিনতে পাওয়া যাবে বলেও তো মনে হয় না।'

'সুফিয়া নয়,' রানার ভুলটা সংশোধন করার জন্যে বললো চার্লি 'সোফিয়া।'

হাসলো রানা। 'সুফিয়াই, আমাদের দেশে এভাবেই আমরা উচ্চারণ করি।'

কাঁধ ঝাঁকালো চার্লি। 'মেয়েটা যদি আপত্তি না করে, আমি আপত্তি করার কে?'

'তুমি কি প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যেতে চাইছো?' জানতে চাইলো রানা।

রানার কাঁধে ঘুসি মারলো চার্লি, ঠোঁট বাঁকা করে হাসলো একটু। 'বন্ধুবর চার্লি থাকতে তোমার কোনো চিন্তা নেই।'

'ব্যাখ্যা করো,' আহ্বান জানালো রানা।

'সোফিয়া...সুফিয়া তার ক্লেইমগুলো অবশ্যই আমাদের কাছে বিক্রি করবে, ওটা কোনো সমস্যাই নয়। আমার ছোঁয়া পেয়ে তাকে আমি কাঁপতে দেখেছি। আর দু'একদিন পর আমার হাতে খেতে দেখবে ওকে তুমি।'

'আর মিল?'

'দক্ষিণ আফ্রিকায় পা দেয়ার পর কেপটাউনে এক ধনী চাষীর সাথে পরিচয় হয়েছিল আমার। তার সারাজীবনের স্বপ্ন নিজের একটা গোল্ড মাইন। লোকটা আঙুর ফলায়, খনি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। একটা রিজ দেখে মনে ধরে তার, সেটাকে খনি বানাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। আমাকে ভাড়া করে সে, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেট থেকে পুরানো একটা মিল কেনে, তারপর মানসিকভাবে প্রস্তুত হয় বাজারে সোনার বন্যা বইয়ে দেয়ার জন্যে। ছ'মাসের অমানুষিক পরিশ্রমে সোনা পাই আমরা—একটা ইঁদুরের কানের গর্ত ভরার মতোও যথেষ্ট নয়। প্রজেক্টটা বাতিল করা হয়, আমি চাকরিচ্যুত হই। ওখান থেকে আমি ডায়মণ্ড ফিল্ডে চলে যাই। তবে যতোদূর জানি, মিলটা এখনও সেখানেই পড়ে আছে—হাজার তিনেক ডলার পেলেই ছেড়ে দেবে চাষী ভায়া। ডলারের প্রতি তার খুব লোভ।' দাঁড়ালো চার্লি, অলস পায়ে তাঁবুর দিকে হাঁটা ধরলো ওরা। 'তবে আগের কাজ আগে। সুফিয়ার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাই আমি, তোমার আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি কিসের,' বললো রানা। আবার উৎসাহ বোধ করছে ও। 'কিন্তু ঠিক জানো কি, সুফিয়ার প্রতি তোমার আগ্রহ পুরোটাই ব্যবসায়িক কিনা?'

আহত দেখালো চার্লিকে। 'আমাদের যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখছি আমি, দোস্ত। ভুলেও ভেবো না পশুসুলভ খিদেটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলবো আমি।'

'আশা করি নিজেকে তুমি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে,' হাসি চেপে বললো রানা।

হেসে উঠলো চার্লি। 'প্রসঙ্গটা যখন উঠলোই, আলোচনাটা শেষ হওয়া দরকার। আমার মনে হয়, এখন যদি তোমার পেট ব্যথা করে বা পেট

ফাঁপে, সংশ্লিষ্ট সবার জন্যেই সেটা ভালো হবে। তুমি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছো। যতোদিন না সুফিয়ার সাথে একটা চুক্তিতে সই করছি, তোমার উচিত হবে নিজের রমণীমোহন চেহারাটা লুকিয়ে রাখা। সুফিয়া যদি দুটো নমুনাই পায় সে, নির্ঘাৎ উৎকৃষ্টটাই বেছে নেবে। ব্যবসার জন্যে সেটা শুভ হবে বলে মনে করি না। সুফিয়াকে আমি বলবো, তুমি আমাকে আলোচনা চালিয়ে যাবার অধিকার দিয়েছো।'

তাঁবুতে ফিরে চুল আঁচড়ালো চার্লি। ডমরুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ইস্ত্রি করা কাপড় পরলো। সুফিয়ার হোটেলের উদ্দেশে রওনা হবার আগে রানার দিকে ফিরে নিঃশব্দে চোখ মটকালো সে।

চার্লি চলে যাবার পর ডমরুর সাথে কিছুক্ষণ গল্প করলো রানা। ক্ষুদ্র লোকটার করুণ কাহিনী শুনে বুকটা টন টন করে উঠলো ওর। অনেকক্ষণ পর শুধু বললো, 'নিয়তির সাথে যুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই, ডমরু। তবে এ–ও সত্যি, দুনিয়ার বুকে দুর্বল মানুষের ঠাঁই নেই। যদি সুযোগ পাই, আত্মরক্ষার কিছু কৌশল তোমাকে আমি শিখিয়ে দেবো।'

তাঁবুতে ফিরে হ্যারিকেনের আলোয় চার্লির কয়েকটা বই নিয়ে বিছানায় শুলো রানা। কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারলো না। কিছুক্ষণ পর ক্যানভাসের দরজায় আঁচড়ের শব্দ পেলো ও। 'কে?'

সাড়া দিলো নারীকণ্ঠ, ভাষাটা হিন্দী। 'আমি অনুপমা।'

সুফিয়ার হোটেলের সেই ওয়েট্রেস মেয়েটা। বেণী দুলিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকলো সে, চকচকে কালো মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'কি ব্যাপার?' বিছানায় উঠে বসলো রানা।

'ম্যাডাম আপনার অসুস্থতার খবর শুনে অস্থির হয়েছেন,' বললো অনুপমা। 'এটা থেকে দু'চামচ খেতে বলেছেন আপনাকে।' ক্যাস্টর অয়েল–এর একটা শিশি রানার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

'তোমার ম্যাডামকে আমার ধন্যবাদ জানাবে।'

পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছিলো রানা, মেয়েটা বললো, 'ম্যাডাম বলে দিয়েছেন, আমি যেন দাঁড়িয়ে থেকে পুরো দু'চামচ খেতে দেখি আপনাকে। আপনি কতোটুকু খেয়েছেন দেখার জন্যে শিশিটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাকে।'

মোচড় দিয়ে উঠলো রানার পেট। অটল একটা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, নির্দেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চার্লির কথা মনে পড়লো ওর, সে-ও তো কঠিন সব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছে। আঠালো, ঘন, দুর্গন্ধময় তরল পদার্থটুকু চোখ বুজে গিলে ফেললো রানা। বমির ভাবটা দূর করার জন্যেই মেয়েটার সাথে আলাপ জুড়ে দিলো, 'তোমার দেশ কোথায়?'

'ভারত। আমি কেরালার মেয়ে।'

'কার সাথে, কবে এসেছো?'

'চাকরি দেবে, বিয়ে করবে, এ-কথা বলে এক আদমবেপারী নিয়ে আসে আমাকে, সাব। কিন্তু শালা আমাকে একা ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। ম্যাডাম আমাকে আশ্রয় না দিলে...।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

অনুপমা চলে যাবার পর ঘুমিয়ে পড়লো রানা। ওষুধের প্রভাবে রাত দুটোয় ঘুম ভাঙলো ওর, ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে বাইরে বেরুতে হলো ওকে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে। তাঁবুর দ্বিতীয় বিছানাটা খালিই পড়ে আছে, লক্ষ্য করলো ও। বাইরে, আগুনের ধারে, কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে ডমরু, সরে যাওয়া চাদরটা তার গায়ে টেনে দিলো রানা। জঙ্গলের দিক থেকে ভেসে এলো শিয়ালের ডাক, ওর নগ্ন নিতম্বে হুল ফোটালো ঝাঁক ঝাঁক মশা।

চার্লি ফিরলো ভোর রাতে। জেগেই রয়েছে রানা।

'কি ঘটলো?' জানতে চাইলো ও।

মুঠো করা হাত মুখের সামনে ধরে হাই তুললো চার্লি। 'একটা পর্যায়ে আমার সন্দেহ হতে শুরু করে কে কাকে নিয়ে খেলছে—আমি সুফিয়াকে, না সুফিয়া আমাকে। তবে, সংশ্লিষ্ট সবার জন্যে সন্তোষজনক একটা সমাধান পাওয়া গেছে। হ্যাঁ বাবা, মেয়ে বটে একটা!'

'তোমাকে ক্যাস্টর অয়েল খেতে দেয়নি?' তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ব্যাপারটার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।' রানার দিকে ফিরে সাহানুভূতি দেখিয়ে হাসলো চার্লি। 'ওকে আমি ক্ষান্ত করার কম চেষ্টা করিনি, বিশ্বাস করো। ওর ভেতর মাতৃসুলভ স্নেহ-মমতা খুব বেশি। তোমার পেট ফাঁপা নিয়ে ভয়ানক দুশ্চিন্তা করছিল। যেন আমি নই, তুমিই ওর প্রেমে পড়েছো!'

'তুমি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি। ক্লেইমগুলো কেনার কোনো ব্যবস্থা করতে পেরেছো?'

'ও, ওটা...।' বিছানায় শুয়ে চাদরে বুক ঢাকলো চার্লি। 'সাক্ষাতের প্রথম পর্বেই ঝামেলাটা সেরে ফেলি আমরা। প্রতিটি ক্লেইমের দাম ধরা হয়েছে দশ হাজার র‍্যাণ্ড—সব মিলিয়ে দু'লাখ র‍্যাণ্ড দিতে হবে ওকে।'

'দু'লাখ র‍্যাণ্ড? কিন্তু অতো টাকা কোথায় আমাদের?'

'নেই,' বললো চার্লি। 'হবে। টাকাটা শোধ করতে হবে দু'বছরের মধ্যে। প্রথমে ক্লেইম প্রতি একশো র‍্যাণ্ড নিতে রাজি করাই। ডিনারে বসে এই টাকাটাও বাকি রাখতে রাজি করিয়েছি। আপাতত ক্লেইম প্রতি দশ র‍্যাণ্ড করে দেবো আমরা।'

'সন্ধের দিকে আলোচনা শেষ করেছো, তারপর কি করলে? ফিরতে

এতো দেরি হলো কেন?'

'বাকি সময়টা কাটলো, চুক্তি সম্পাদনের আনন্দে হ্যাণ্ডশেক করে। আজ দুপুরের দিকে আমাকে নিয়ে কাছের ছোটো শহরটায় যাচ্ছো তুমি, একজন উকিলকে দিয়ে চুক্তিপত্রটা লেখাতে। আজই ওট্যা সুফিয়াকে দিয়ে সই করাতে হবে। এখন আমি ঘুমাবো, লাঞ্চের সময় তুলে দিয়ো। শুভরাত্রি, দোস্ত।'

লিখিত চুক্তিপত্র নিয়ে সন্ধ্যার দিকে শহর থেকে ফিরলো ওরা, ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিজের বেডরুমে নিয়ে এলো সুফিয়া। চেহারায় ব্যাকুল ভাব, অপেক্ষা করছে দু'জন, পরপর দু'বার চুক্তিপত্রটা পড়লো সে। অবশেষে মুখ তুলে তাকালো ওদের দিকে। 'মনে হচ্ছে ঠিকই আছে—শুধু একটা ব্যাপার...।' বুকটা ধ্বক করে উঠলো রানার, এমন কি চার্লির হাসিও আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এ-পর্যন্ত খুব সহজেই সব কিছু সারা গেছে।

ইতস্তত করছে সুফিয়া। তার চেহারা লালচে হয়ে উঠছে দেখে সামান্য বিস্মিত হলো রানা। মসৃণ, নিষ্কলুষ, ফর্সা চামড়া রাঙা হয়ে উঠতে দেখা আনন্দময় একটা অভিজ্ঞতা, ধীরে ধীরে উত্তেজনা কমতে শুরু করলো ওদের। 'আমি চাই,' বললো সুফিয়া। 'খনিটার নাম রাখা হোক আমার নামে।'

পরম স্বস্তিতে দু'জনেই প্রায় একযোগে চিৎকার করে উঠলো ওরা। 'চমৎকার আইডিয়া!'

তারপর চার্লি বললো, 'পিপারকর্ন রীফ মাইন রাখলে কেমন হয়?'

মাথা নাড়লো সুফিয়া। 'যে গেছে—গেছে । তাকে টানা-হ্যাঁচড়া করে লাভ কি, বিশেষ করে তাকে যখন আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করছি! না, এ-সবের সাথে তাকে আমরা জড়াবো না।'

'ঠিক আছে,' বললো চার্লি। 'সুফিয়া ডীপ কেমন? জানি, গাছে কাঁঠাল

দেখে গোঁফে তেল দেয়া হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে এখনও যখন আমরা গ্রাউণ্ড লেভেলেই রয়েছি—তবে এ-কথাও ঠিক যে হতাশা নামক পেত্নীটা কিছুই প্রসব করে না।'

'বাহ্, চমৎকার!' প্রস্তাবটা লুফে নিলো সুফিয়া। 'আবার সামান্য রাঙা হলো তার চেহারা, তবে এবার আনন্দে। চুক্তিপত্রের নিচের দিকে নিজের নাম লিখলো সে, ওদিকে বোতল খুলে গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালতে শুরু করেছে চার্লি।

তিনটে গ্লাস মুহূর্তের জন্যে এক হলো। চার্লি বললো, 'সুফিয়া এবং সুফিয়া ডীপ-এর শুভ কামনায় পান করছি আমরা—একজন প্রতিদিন আরও মিষ্টিমধুর হয়ে উঠুক, অপরটা হোক গভীর থেকে গভীরতর।'

'শ্রমিক লাগবে আমাদের, শুরুতে দশ-বারোজন হলেই চলবে। এটা তোমার সমস্যা,' রানাকে বললো চার্লি। পরদিন সকাল, তাঁবুর সামনে বসে নাস্তা খাচ্ছে ওরা।

মাথা ঝাঁকালো রানা, মুখ ভর্তি সেদ্ধ ডিম না গিলে জবাব দিলো না। 'ডমরুকে বললেই কয়েকজন জুলুকে ডেকে আনবে সে।'

'কেনাকাটা করতে আবার একবার শহরে যেতে হবে আমাদের। শাবল, কোদাল, ডিনামাইট, ছোটোখাটো এ-ধরনের জিনিসগুলো এখনই কিনে ফেলা দরকার।' মুখ মুছে কাপে কফি ঢাললো চার্লি। কিভাবে স্তূপ করতে হয় ওর (ORE), তোমাকে আমি দেখিয়ে দেবো। মিল-এর জন্যে একটা জায়গা বাছবো আমরা, তারপর তোমাকে কাজে নামিয়ে দিয়ে কেপটাউনে চলে যাবো আমি চাষী ভাইয়ের সাথে দেখা করতে। খোদা চাহে তো আমাদেরটাই দ্বিতীয় মিল হিসেবে চালু হবে এদিকের ফিল্ডে।'

গরুর গাড়িতে চড়ে শহর থেকে ফিরে এলো ওরা, ছোটোখাটো সব

জিনিসই কেনা হয়েছে। ডমরুও বসে থাকেনি, বারোজন জুলুকে ডেকে এনেছে সে। এক এক করে তাদের সাথে পরিচিত হলো রানা ও চার্লি। 'মালাবি,' তাদের নেতাকে বললো রানা, 'মাসে তিনশো র‍্যাণ্ড করে বেতন পাবে তোমরা, খাওয়াদাওয়া ফ্রি। রাজি তো?'

খুশিতে হেসে উঠলো সরল লোকগুলো।

তাঁবুটা মাইনের কাছে তুলে আনলো ওরা। প্রথম ট্রেঞ্চটা কিভাবে খুঁড়তে হবে, রানাকে বুঝিয়ে দিলো চার্লি। ডিনামাইট ফাটাবার অভিজ্ঞতা আছে রানার, শুনে একটুও অবাক হলো না সে, বললো, 'তোমার গুণের যে কোনো শেষ নেই, এ আমি আগেই সন্দেহ করেছি।' রোজ বারো ঘন্টা করে কঠোর পরিশ্রম করলো ওরা, রাতে খেতে গেল সুফিয়ার হোটেলে, ঘোড়ায় চড়ে তাঁবুতে একা ফিরে এলো রানা। যতোই পরিশ্রম হোক, হাসি ও কাজের উৎসাহে ভাটা পড়েনি চার্লির। সন্দেহ নেই, সুফিয়া আর তার বিছানা প্রেরণা যোগাচ্ছে তাকে।

সাতদিন পর চার্লি বললো, 'ইতিমধ্যে তুমি যা শিখেছো কাজ চালাতে অসুবিধে হবে না। এবার আমাকে চাষী ভাইয়ের সাথে আলাপ করতে যেতে হয়। যাবার সময় তোমার পাসপোর্টটা দেবে আমাকে।' নিজেদের তাঁবুর সামনে বসে কথা বলছে ওরা, উপত্যকার প্রায় পুরোটাই এখান থেকে দেখা যায়। এক হপ্তা আগে সুফিয়ার হোটেলের আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকতো মাত্র আট–দশটা গরুর গাড়ি, সংখ্যা বেড়ে এখন হয়েছে দুশোর ওপর। আগে এখান থেকে কোনো তাঁবু দেখা যেতো না, এখন পনেরো বিশটা দেখা যায়, কিছুক্ষণ পরপর শোনা যায় ডিনামাইট বিস্ফোরণের শব্দ। গরুর গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ সারা রাত শুনতে পায় ওরা। গোটা পরিবেশে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, সবার চোখে–মুখে প্রত্যাশার আলো।

'কাল ভোরে রওনা হবো আমি,' সিদ্ধান্ত নিলো চার্লি। 'ঘোড়ায় চড়ে

জোহেন্সবার্গে পৌঁছুতে লাগবে দশ দিন, রেল ও সড়ক পথে লাগবে আরও চারদিন। কিন্তু কেপটাউন থেকে ফিরতে হবে আমাকে গরুর গাড়িতে চড়ে। এদিকে রাস্তা-ঘাট নেই, ট্রাক আসবে না। ভাগ্য ভালো হলে মাস দেড়েকের মধ্যে ফিরে আসবো।' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো সে, তারপর সরাসরি রানার দিকে তাকালো। 'সুফিয়াকে সামান্য কিছু টাকা দিলেও, কেনাকাটার পর আমার কাছে প্রায় কিছুই নেই। কেপটাউনে পৌঁছে মিলটা কিনতে হবে, ভাড়া করতে হবে বিশ থেকে ত্রিশটা গরুর গাড়ি। তোমার ডলারগুলো সবই লাগবে আমার। ভাবছি তোমার কাছে শ পাঁচেক রেখে র‍্যাণ্ডগুলোও নিয়ে যাবো কিনা।'

চার্লির দিকে তাকালো রানা। মাত্র কয়েক হপ্তা আগে ওর সাথে পরিচয়। তিন হাজার ডলার রোজগার করতে কারো কারো তিন বছর লেগে যায়। আফ্রিকা বিরাট মহাদেশ, ইচ্ছে করলে যে-কোনো লোক সহজেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলো রানা। ডলারগুলো টেবিলে রাখলো। 'গুণে নাও,' বললো ও।

'ধন্যবাদ,' বললো চার্লি, যদিও টাকা প্রসঙ্গে নয়। এতো সরল ভঙ্গিতে বিশ্বাস করতে বলা হলো, এবং এতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়াও পাওয়া গেল যে ওদের বন্ধুত্বের সম্পর্কে ক্ষীণ যে আড়ষ্ট ভাবটুকু ছিলো তার আর কোনো অস্তিত্বই থাকলো না।

•

চার্লি চলে যাবার পর জুলু শ্রমিকদের নির্দয়ের মতো খাটালো রানা, সবার চেয়ে বেশি খাটলো নিজে। ঝোপ-ঝাড় মুড়িয়ে সুফিয়ার ক্রেইমগুলোকে ন্যাড়া করে ফেললো ওরা। তারপর শুরু হলো মাটি খুঁড়ে পাথর বের করার কাজ। পাথরগুলো মিলের জন্যে বাছাই করা জায়গার পাশে স্তূপ করা হলো। রোজ বারো ঘন্টা করে কাজ করছে ওরা, দেখতে দেখতে পাহাড়ের

মতো উঁচু হয়ে উঠলো স্তূপটা। এখনও যদিও লিডার রীফের দেখা পায়নি, তবু দুশ্চিন্তা করার মতো সময় খুব কমই পেলো রানা। সারা দিন কাজ করার পর মড়ার মতো ঘুমায় ও, ভোরে ঘুম ভাঙার পর আবার ডুবে যায় কাজে। শুধু রোববারে ঘোড়ায় চড়ে আঁন্দ্রে জিদের তাঁবুতে আসে ও, তার সাথে খনি ও ওষুধ নিয়ে আলোচনা করে। আঁন্দ্রে জিদের কাছে ওষুধের বিরাট একটা ভাণ্ডার আছে, আর আছে একটা ডাক্তারী বই। স্বাস্থ্য-সচেতনতা তার একটা নেশার মতো, এবং একই সাথে নিজের তিনটে প্রধান রোগের চিকিৎসা করছে সে। তার তিনটে অসুখের মধ্যে অন্তত একটা যে কি হতে পারে, আন্দাজ করতে পারলো রানা। ডাক্তারী বইটার একটা পরিচ্ছেদে ডায়াবেটিস সম্পর্কে লেখা হয়েছে, বহুকাল ধরে ঘন ঘন হাত পড়ায় পাতাগুলো ক্ষয়ে পাতলা হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে কোথাও কোথাও। প্রশ্ন করায় জানা গেল, রোগের লক্ষণগুলো সবই মুখস্থ বলতে পারে আঁন্দ্রে জিদ, এবং প্রতিটি লক্ষণই তার ভেতর আছে। তার আরেকটা প্রিয় বিষয় হলো বোন টিবি। এই রোগটাও আছে তার। এটার বৈশিষ্ট্য হলো—দ্রুতগতি। জিদের নিতম্ব থেকে কব্জিতে উঠে আসতে ওটা নাকি মাত্র এক হপ্তা সময় নেয়। দিনে দিনে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলেও, খনি সংক্রান্ত বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে লোকটার, তার সেই জ্ঞানে নির্লজ্জের মতো ভাগ বসাচ্ছে রানা। ডায়াবেটিসের রোগী হলে কি হবে, ব্র্যাণ্ডির প্রতি নিজের দুর্বলতার কথা রানার কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি সে। তথ্য ও জ্ঞানের বিনিময়ে প্রতি রোববারে তাকে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি উপহার দেয় রানা।

সুফিয়ার হোটেল থেকে নিজেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখে রানা। মেয়েটা অসাধারণ সুন্দরী, ঘন ঘন দেখা হলে কি থেকে কি ঘটে যায়, তাই ওর এই সাবধানতা। কোনো আলোচনা ব্যতিরেকেই একরকম

ঠিক হয়ে গেছে, সুফিয়ার সাথে মন দেয়া–নেয়ার ভূমিকাটা চার্লিই পালন করবে। ওদের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়াবার কোনো ইচ্ছে রানার নেই, কোনো রকম ঈর্ষাবোধও ওকে পীড়িত করে না। মনিকার স্মৃতি এখনও অম্লান হয়ে আছে ওর মনে। বিচ্ছেদ ব্যথায় আগের মতো হয়তো কাতর নয়, তবে মেয়েটার কথা মনে পড়লেই নিজের অজান্তে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক চিরে।

রোববারে আরেকটা কাজ করে রানা, ডমরু ও জুলু শ্রমিকদের খালি হাতে আত্মরক্ষার কৌশলগুলো শেখায়।

দেখতে দেখতে এক মাস পার হয়ে গেল। শ্রমিকদের বেতন বাকি রাখা গেলেও, এতোগুলো লোকের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতেই হাতের টাকা শেষ হয়ে গেছে রানার। আর দু'দিন কোনোরকমে চলতে পারে, তারপর উপোস থাকা ছাড়া উপায় নেই। কি করা যায় ভাবছে ও। খেতে না পেলে শ্রমিকরা পালাবে। একবার ভাবলো, সুফিয়ার সাথে দেখা করে ওর সমস্যার কথা জানায়। পরমুহূর্তে চিন্তাটা বাতিল করে দিলো। চার্লি ফিরে এসে শুনলে রাগ করতে পারে, মেয়েটার কাছে ছোটো হতে ঘোর আপত্তি থাকার কথা তার।

পরদিন শহরে এলো রানা, পরিচিত এক দোকান থেকে বাকিতে কিছু কিনতে পাওয়া যায় কিনা দেখবে। দোকানটার সামনে পৌঁছুবার আগেই ওর পথরোধ করে দাঁড়ালো হোঁৎকা চেহারার এক লোক। 'এই যে হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা, শ্বেতাঙ্গ লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। চিনতে না পারলেও, লোকটাকে কোথায় দেখেছে আন্দাজ করতে পারলো ও। সেই বার-এ, যেখানে চার্লির সাথে পরিচয় হয়েছিল ওর। 'কি চাই?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইলো ও।

প্রকাণ্ড দেহী লোকটা হাসলো। 'না–না, আমাকে ওদের একজন মনে করো না। সেদিন বার–এ আমি স্রেফ একজন দর্শক ছিলাম। তবে তোমাদের মারামারিটা কিন্তু জমেনি। আমি জার্মান,' নিজের পরিচয় দিলো সে। 'বক্সিং ভালোবাসি, সুযোগ পেলে চর্চাও করি—ইচ্ছে হলে আমার সাথে কয়েক রাউণ্ড লড়তে পারো—বন্ধুর মতো।'

হাসলো রানা, কেন যেন অত্যন্ত লোভনীয় লাগলো প্রস্তাবটা। 'তা লড়তে চাইছো যে, দর্শক যোগাড় করতে পারবে? লড়ে লাভ হবে কিছু?'

'দর্শকের কোনো অভাব নেই, সারাদিন খাটা–খাটনির পর ক্যানটিনের সামনে জড়ো হয়েছে মাইনাররা,' বললো জার্মান বক্সার।

'সব আয়োজন তোমাকে করতে হবে,' বললো রানা। 'হারি বা জিতি, যা আয় হবে আধাআধি ভাগ করে নেবো। রাজি?'

'রাজি।'

সন্ধের খানিক আগে, খোলা মাঠে, লড়লো ওরা। প্রায় এক ঘন্টা লড়ার পর দর্শকরাই রায় দিলো, দু'জনেই ওরা সমান শক্তিধর, কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। লড়াই শেষ হলো, যদিও কেউ বিজয়ী হয়নি। নিজের ভাগের টাকা পকেট ভরে জার্মান বক্সারের কাছ থেকে বিদায় নিলো রানা। এমন দুর্দিনে ছ'শো পঁচিশ র‍্যাণ্ড অনেক টাকা!

পরের মাসে আবার হাত খালি। এতোদিনে রানার সন্দেহ হতে শুরু করেছে, ওর ডলারগুলো চার্লি সম্ভবত কেপটাউনের বার ও জুয়ার আসরে বসে শেষ করে ফেলেছে। আবার শহরে এলো ও, হয় বক্সিং লড়বে নয়তো দোকানদারের কাছে ধার চাইবে। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরতে হলো ওকে। জার্মান লোকটাকে পায়নি ও, দোকানদার প্রত্যাখ্যান করেছে।

পরদিন বিকেলে শ্রমিকদের সাথে ক্লেইমগুলোর উত্তর সীমানায় কাজ করছে রানা। লিডার রীফের দেখা পাবার আশায় পনেরো ফুট গভীর করা

হয়েছে গর্তটা। পরবর্তী ডিনামাইটগুলো কোথায় বসানো হবে, শ্রমিকদের দেখিয়ে দিচ্ছে ও। জুনুরা ওর চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে থুথু মেখে কোদাল ধরতে যাবে সবাই। এই সময় গর্তের মাথা থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'কি হচ্ছে কি এখানে, ট্রেড ইউনিয়নের মিটিং?'

ঢাল বেয়ে এক ছুটে উঠে এলো রানা, বুকে জড়িয়ে ধরলো চার্লিকে। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে সে, তার কোঁকড়ানো চুলে রাজ্যের ধুলো। তবে ঠোঁট–বাঁকা হাসিটা আগের মতোই আছে। ভাবাবেগে ভাটা পড়ার পর রানা জানতে চাইলো, 'আমার জন্যে যে উপহার আনতে গিয়েছিলে, সেটা কোথায় রেখে এসেছো?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলো চার্লি। 'উপহারই বটে, বয়ে আনতে চব্বিশটা গরুর গাড়ি লেগেছে। পিছনেই আছে, সন্ধের মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

'সত্যি তাহলে আনতে পেরেছো?' রানার উল্লাস যেন সগর্জনে বেরিয়ে এলো।

'কেন, তোমাকে বলিনি, কোনো কাজে হাত দিলে আমি ব্যর্থ হতে জানি না?' রানার হাত ধরে টানলো চার্লি। 'বিশ্বাস না হয় তো দেখবে এসো! শুধু কি তাই, পররাষ্ট্র দফতরে গিয়ে তোমার রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার ব্যবস্থাও করেছি।'

উপত্যকা বরাবর চার মাইল লম্বা কনভয় চার্লির, প্রতিটি গরুর গাড়ি ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণ বোঝা বহন করছে। সামনের একটা গাড়ি দেখালো চার্লি, মরচে ধরা প্রকাণ্ড সিলিণ্ডার বহন করছে সেটা। 'ওটা আমার সবচেয়ে প্রিয়, দুনিয়ার সবচেয়ে পাজি বয়লার। কিভাবে যে ওটাকে এতোদূর আনতে পেরেছি, লিখলে মহাকাব্য হয়ে যাবে। সতেরো বার উল্টে পড়েছে, তারমধ্যে একবার নদীর মাঝখানে।'

গরুর গাড়ির কনভয় বরাবর ঘোড়া ছোটালো ওরা। 'মাই গড! আমার

ধারণা ছিলো না মিল মানে এতো কিছু!' হঠাৎ রানার চেহারায় সন্দেহ ফুটলো। 'তুমি শিওর, এগুলো ঠিকমত জোড়া লাগাতে পারবে?'

'ও-সব তুমি বন্ধুবর চার্লির ওপর ছেড়ে দাও, দোস্ত। মিল চালু করতে খানিক সময় লাগবে, তা ঠিক। দু'বছর খোলা আকাশের নিচে পড়ে ছিল, মরচে ধরে গেছে। তবে গ্রিজ, রঙ, আর চার্লি উডককের ব্রেন ঢাললে সুফিয়া'স ডীপ প্ল্যান্ট এক মাসের মধ্যেই পাথর ভেঙে সোনা উদগীরণ করবে।' থামলো চার্লি, একজন ঘোড়সওয়ারকে ওদের দিকে ছুটে আসতে দেখে হাত নাড়লো। 'ইনি আমাদের পরিবহন ঠিকাদার, জব চার্লটন— শেখ মাসুদ রানা, আমার পার্টনার।'

রানার সাথে করমর্দন করলো লোকটা, বললো, 'এই দেড় মাস ঈশ্বর যেভাবে আমাকে খাটিয়ে নিলো, সারাজীবনের সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে। নরক যন্ত্রণা এর চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে বলে বিশ্বাস করি না আমি। মেশিনগুলো এখন শুধু ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচি!'

চার্লির হিসাবে ভুল ছিলো, মরচে ধরা মেশিনগুলো পরিষ্কার করতে এক মাসের বেশি সময় লেগে গেল। দৈনিক ষোলো ঘন্টা পরিশ্রম করলো ওরা। তারপর একদিন হঠাৎ করে যেন ভোজবাজির মতো শেষ হলো কাজটা। মিলের প্রতিটি মেশিন নতুন রঙ মেখে চকচক করছে, গায়ে ঘন হলুদ গ্রিজ, বাকি আছে শুধু জোড়া লাগাবার কাজ।

'ঠিক কতোদিন লাগলো বলো তো?' জানতে চাইলো চার্লি।

'মনে হয় একশো বছরের কম নয়।'

'একশো বছর! তাহলে ক'টা দিন ছুটি পাওনা হয়েছে আমাদের। চলো, দোস্ত, মন ভরে ফুর্তি করি।'

শুরু করলো ওরা সুফিয়ার হোটেল থেকে। কিন্তু তৃতীয় লড়াইয়ের পর

ওদেরকে তাড়িয়ে দিলো সুফিয়া। আরও দশ–বারোটা জায়গার কথা মনে পড়লো ওদের, সব ক'টাতেই একবার করে ঢুঁ মারলো। এলাকায় উপস্থিত প্রায় সবাই উৎসবে মেতে আছে, কারণ গতকাল এক ঘোষণার মাধ্যমে গোল্ডফিল্ডটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। ঘোষণায় বলা হয়েছে, এলাকার সমস্ত জমি অ্যাকোয়্যার করা হয়েছে। লীজ সিস্টেমে মাইনারদের নামে বরাদ্দ করা হবে ওগুলো। যে আগে আবেদন করবে তার নামে বরাদ্দ হবে। সাদা কাগজে, সরকারী সীল–ছাপ্পড় ছাড়াই লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল, সেগুলো বাতিল করা হয়েছে। নতুন লাইসেন্সের জন্যে ছাপানো ফর্ম সরবরাহ করা হবে। জমি হুকুম দখল করায় প্রচলিত হারে ক্ষতিপূরণ পাবে চাষীরা।

চাষীরা ছাড়া বাকি সবাই খুশি। ক্যানটিনগুলোয় উপচে পড়ছে মানুষ। তাদের সাথে মিশে গিয়ে হৈ–হল্লায় মেতে উঠলো চার্লি ও রানা। বক্সিং–এ উৎসাহ নেই কারো, কাজেই দলবেঁধে নাচানাচি করলো ওরা। উৎসবমুখর পরিবেশে ব্যবসায়ীরাও দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। ফেরিওয়ালারা রাস্তার ওপর বসে পড়েছে পসরা নিয়ে, পেইন কিলার ট্যাবলেট থেকে শুরু করে ডিনামাইট, সবই বিক্রি করছে তারা। খনি থেকে সরাসরি চলে এসেছে মাইনাররা, উদোম গায়ে, হাত–পায়ে ধুলো লেগে রয়েছে এখনও। চাষীরাও আছে, বিষণ্ন ও মলিন তাদের চেহারা।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে কেরালার মেয়ে অনুপমা রানা ও চার্লিকে খুঁজতে এলো। ড্যাফোডিল বার–এ এক বুড়ো মাইনারের সাথে নাচছে চার্লি, পঞ্চাশজন দর্শকের সাথে রানাও খালি বোতলে চামচ ঠুকে উৎসাহ দিচ্ছে ওদেরকে।

ভিড়ের ভেতর রানাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো অনুপমা। তাকে ধরার জন্যে লম্বা হলো কয়েকটা হাত, তীক্ষ্নস্বরে চিৎকার করলো সে, পিঠ

ধনুকের মতো বাঁকা করে নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করলো। হাঁপাতে হাঁপাতে রানার পাশে এসে দাঁড়ালো সে। 'ম্যাডাম খবর পাঠিয়েছেন, এই মুহূর্তে যেতে হবে আপনাদের—বিপদ খুব গুরুতর!' বলেই চরকির মতো ঘুরলো সে, আবার দরজার দিকে ছুটলো।

চার্লি নাচে মত্ত, অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই, তাকে প্রায় কাঁধে তুলে বের করে আনতে হলো রানার। রসভঙ্গ হওয়ায় প্রচণ্ড রেগে গেছে সে, মুঠো ও কনুই চালাচ্ছে রানার মাথায়। চিৎকার করলো রানা, 'সুফিয়া খবর পাঠিয়েছে, তার নাকি বিপদ।'

শান্ত হলো চার্লি। 'কি!' নেশা ছুটে গেছে তার।

সুফিয়াকে তার বেডরুমে পেলো ওরা। 'তোমাদের ছেলেমানুষি শেষ হয়েছে?' জানতে চাইলো মেয়েটা। পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা।

বিড় বিড় করলো চার্লি, রানাকে ছেড়ে দিয়ে কোটের সামনে থেকে ধুলো ঝাড়লো।

'আপনার চোখের ওপর ওটা কিসের দাগ?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো সুফিয়া। নরম আঙুল তুলে পরীক্ষা করলো ক্ষতটা। 'বোঝাই যাচ্ছে মারামারি করেছেন!' সামান্য গম্ভীর হলো সে, তারপর বললো, 'বিপদটাকে ছোটো করে দেখো না, চার্লি। তোমরা যদি খনির মালিক থাকতে চাও, তাহলে আজ রাতের মধ্যেই কিছু একটা করো!'

'কেন, কি হয়েছে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো চার্লি।

'দেরি করে আসায় যারা জমি পায়নি, তারা একজোট হয়ে একটা সিণ্ডিকেট গঠন করেছে। সরকারী ঘোষণা শুনে এখন তারা ক্লেইমগুলো দখল করতে আসছে। দখলে কোনো জমি নেই, কিন্তু লাইসেন্সের জন্যে এরই মধ্যে আবেদন জানিয়েছে ওরা।'

এগিয়ে এসে সুফিয়ার কপালে আলতোভাবে চুমো খেলো চার্লি, 'ধন্যবাদ, ডার্লিং!' ঘুরে আবার দরজার দিকে এগোলো সে।

'চার্লি, সাবধান!' ওদের পিছন থেকে বললো সুফিয়া। 'ওদের সাথে কিন্তু রাইফেল আছে!'

'রাইফেল বা বন্দুক চালাতে জানে, এমন কিছু লোক ভাড়া করা যায় না?' সুফিয়ার বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চাইলো রানা।

'গুড আইডিয়া! সুফিয়ার ডাইনিং রুমে দু'চারজনকে পাওয়া যেতে পারে, চলো দেখি।'

নিজেদের মাইনে ফেরার পথে আঁন্দ্রে জিদের তাঁবুর সামনে একবার থামলো ওরা। ইতিমধ্যে সন্ধে হয়ে গেছে। ইস্ত্রি করা নতুন শার্ট গায়ে চড়িয়ে কোথাও যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল আঁন্দ্রে জিদ। রানা ও চার্লির সাথে পাঁচজন সশস্ত্র লোককে দেখে ভুরু জোড়া কপালে উঠে গেল তার। 'তোমরা কি শিকারে বেরুচ্ছো?' জানতে চাইলো সে।

সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো চার্লি। ব্যাখ্যা শেষ হয়নি তখনও, রাগে ফুঁসতে লাগলো আঁন্দ্রে জিদ। 'শালারা পেয়েছে কি! ক্লেইম ছিনিয়ে নেবে!' চোখের পলকে তাঁবুর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে, বেরিয়ে এলো ডাবল-ব্যারেল শটগান নিয়ে। 'চলো তো দেখি, শালাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে দিই!'

'জিদ, শান্ত হও,' ধমকের সুরে বললো রানা। 'প্রথম কোথায় হামলা করবে ওরা, আমরা জানি না। তোমার লোকজনকে তৈরি থাকতে বলো। যদি আমাদের খনির দিক থেকে গুলির আওয়াজ পাও, সাহায্য করার জন্যে ছুটে যাবে তোমরা। তোমাদের ওপর হামলা হলে আমরাও ছুটে আসবো।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো! দারুণ আইডিয়া! শালারা পেয়েছে কি...!' নিজের লোকদের ডাকার জন্যে আরেকদিকে ছুটে গেল আঁন্দ্রে জিদ।

জুলুরা গোল হয়ে বসে আছে আগুনের ধারে, রাতের খাবার তৈরি করছে ডমরু। ঘোড়া থামিয়ে রানা বললো, 'বর্শাগুলো বের করো!' কেন, কি—কিছুই জিজ্ঞেস করলো না জুলুরা, এক ছুটে তাঁবুর ভেতর ঢুকে যে যার বর্শা নিয়ে বেরিয়ে এলো।

'হুজুর, কোথায় লড়াই হচ্ছে?' সমস্বরে জানতে চাইলো তারা।

'এসো, তোমাদের দেখাই।'

মিল মেশিনের আশপাশে পজিশন নিতে বলা হলো ভাড়াটে বন্দুকবাজদের, ওখান থেকে খনিতে আসার পথটা কাভার দিতে পারবে তারা। জুলুদের লুকিয়ে রাখা হলো একটা প্রসপেক্ট ট্রেঞ্চে। লড়াই যদি হাতাহাতি পর্যায়ে নেমে আসে, সিণ্ডিকেটের সদস্যরা বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে। ঢাল বেয়ে খানিকটা নিচে নেমে এলো রানা ও চার্লি, পরখ করে দেখলো দলের সবাই ভালোভাবে গা—ঢাকা দিয়ে আছে কিনা। 'কি পরিমাণ ডিনামাইট আছে আমাদের?' চিন্তিতভাবে জানতে চাইলো রানা।

এক সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো চার্লি, তারপর নিঃশব্দে হাসলো। 'প্রচুর!' রানার সাথে দো—চালায় এসে ঢুকলো সে। এটাকে ওরা ষ্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করছে।

পথের মাঝখানে, কয়েক শো ফুট নিচের ঢালে, পুরো এক কেস বিস্ফোরক মাটির তলায় পুঁতে রাখলো ওরা। জায়গাটা চিহ্নিত করার জন্যে পুরানো একটা টিনের ক্যান ফেলে রাখলো। দো—চালায় ফিরে এসে ঘন্টাখানেক ধরে গ্রেনেড বানালো ডিনামইট স্টিক দিয়ে। প্রতিটি গ্রেনেডের সাথে ডিটোনেটর ও খুদে ফিউজ থাকলো। তারপর ওরা ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি কোট গায়ে চড়িয়ে পজিশন নিলো। কোলের ওপর রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা করছে।

উপত্যকা জুড়ে অসংখ্য তাঁবু, তবু অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

কাছাকাছি ক্যানটিন থেকে গান ও হৈ-চৈ ভেসে আসছে অস্পষ্টভাবে। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত পথটা খালিই পড়ে থাকলো। নতুন রঙ করা বয়লারে পিঠ ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছে রানা ও চার্লি।

এক সময় রানা বললো, 'আচ্ছা, সবার আগে সুফিয়া কিভাবে জানলো খবরটা?'

'সব খবরই সবার আগে পেয়ে যায় ও। হোটেলটা গোল্ডফিল্ডের মাঝখানে তো। তাছাড়া, একা বলে অত্যন্ত সতর্ক থাকে, সব সময় খোলা রাখে কান দুটো।'

নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞেস করলো রানা, 'মেয়েটা সত্যি ভালো, কি বলো?'

'খুবই ভালো,' একমত হলো চার্লি।

'তুমি কি ওকে বিয়ে করছো, চার্লি?'

'গুড গড!' আঁতকে উঠলো চার্লি, শিরদাঁড়া এতো দ্রুত খাড়া করলো যেন কেউ তাকে ছোরা মেরেছে। 'তুমি কি পাগল হলে, দোস্ত?'

'কেন, তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস না?'

'ভালোবাসি, অবশ্যই ভালোবাসি। কিন্তু ভালোবাসা আর বিয়ে কি এক জিনিস হলো? ভালোবাসি বলেই তো ওকে আমি কোনোদিন ক্রীতদাসী বানাতে পারবো না, ওরও উচিত হবে না আমাকে ভেড়া বানাবার চেষ্টা করা। তাছাড়া, একই ভুল দু'বার করে বোকারা।'

অবাক হয়ে চার্লির দিকে তাকালো রানা। 'তোমার একবার বিয়ে হয়েছে?'

'আগুন ও বরফের সাথে। মেয়েটা হাফ নরওয়েজিয়ান হাফ স্প্যানিশ।'

'কি ঘটলো?'

'ফেলে পালিয়ে এলাম।'

'সেকি! কেন?'

'বললাম না, আগুন ও বরফ। যে ক'টা দিন একসাথে ছিলাম, প্রতিটি মুহূর্ত ঝগড়া আর হাতাহাতি হয়েছে তার সাথে আমার। হাতাহাতি মানে আমাকে মারতে এসেছে, আমি আত্মরক্ষা করেছি।'

'কেন, লাগতো কি নিয়ে?'

'সারাদিনে পাঁচশো বার তার পরীক্ষা করা চাই আমি তাকে ভালোবাসি কিনা, ভালোবাসলে কতোটুকু বাসি। তার শর্ত ছিলো সব সময় তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হবে, আঙুল নাড়লে লাফাতে হবে, রাস্তায় গাড়ি খারাপ হলে তাকে কাঁধে তুলে নিতে হবে।'

'অর্থাৎ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার,' বললো রানা। 'কিন্তু সব মেয়ে কি সমান?'

দু'হাতে কান ধরলো চার্লি। 'তওবা করেছি। ন্যাড়া দ্বিতীয়বার বেলতলায় যাবে না। আমার ভয় করছে, এসো বরং অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি। ক'টা বাজে?'

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রেখে রানা বললো, 'মাঝরাত পেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা বোধহয় আর আসবে না।'

'আসবে না মানে? এখানে সোনা রয়েছে না! আসবে, তবে প্রশ্ন হলো কখন আসবে।'

কিন্তু রাত ভোর হয়ে এলো, শত্রুর দেখা নেই। কিছুক্ষণ ঝিমিয়েছে ওরা, মাঝে মধ্যে গল্প করেছে, খানিক আগে রানাকে জেগে থাকার অনুরোধ করে বয়লারের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছে চার্লি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে দেখে দাঁড়ালো রানা, মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলো। হসপিটাল হিল-এর দিক থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠলো। তার

ডাকে সাড়া দিলো আরেকটা। হাই তুলে ফেরারি ক্যাম্প-এর দিকে তাকালো রানা, তাকাতেই দেখতে পেলো লোকগুলোকে। কালো একটা সচল রেখা, একদল ঘোড়সওয়ার। গোটা পথ জুড়ে ছুটে আসছে তারা, শিশির ভেজা পথ থেকে একটুও ধুলো উড়ছে না। অগভীর নদী পেরিয়ে এক জায়গায় জড়ো হলো শত্রুরা।

মোরগের মতো ডাক ছাড়লো রানা, 'কঁক-কঁক, কঁক-কঁক!'

'কি হলো?' চোখ মেলে তাকালো চার্লি।

'আমাদের টার্গেট পৌঁছে গেছে,' বললো রানা।

লাফ দিয়ে সিধে হলো চার্লি। 'কোথায়?' রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো সে, তারপর বললো, 'আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে গোল্ড ডাস্ট মাইনের দিকেও চলে যেতে পারে।'

'সেটা বোঝা যাবে পথের মোড়ে আসার পর। আমাদের তৈরি থাকা উচিত। ডমরু!' চিৎকার করলো রানা।

টেন্ট থেকে কালো একটা মুখ উঁকি দিলো। 'হুজুর?'

'তোমরা জেগে আছো তো? ওরা আসছে।'

সাদা হাসি দেখা গেল কালো মুখে। 'সত্যি তাহলে লড়াই হবে, হুজুর?'

'হবে বলেই তো মনে হচ্ছে। মুখ লুকাও, আমি না বলা পর্যন্ত বের করবে না।'

ভাড়াটে বন্দুকবাজরা ঘাসের ওপর পেট দিয়ে শুয়ে আছে, প্রত্যেকের কনুইয়ের কাছে পড়ে রয়েছে সদ্য প্যাকেট খোলা কার্তুজ। ত্রস্ত পায়ে চার্লির কাছে ফিরে এলো রানা, বয়লারের পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলো ওরা। 'টিনের ক্যানটা তো পরিষ্কারই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে, গুলি লাগাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'চোখ বুজে।'

টগবগিয়ে ছুটে আসছে একটা ঘোড়া, আওয়াজটা ওদের ডান পাশ থেকে এলো। 'হল্ট'! হুঁশিয়ার করলো চার্লি।

'আমি মেসেঞ্জার,' চিৎকার করলো লোকটা। 'ফ্যালন–হুবার্ট মাইন থেকে আসছি!'

রাইফেল নামিয়ে সিধে হলো চার্লি। 'কি ব্যাপার? নদী পেরুলে কিভাবে?'

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়া থেকে নামলো ফ্যালন–হুবার্ট মাইনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রিকি স্যামসন। 'সিণ্ডিকেটের ওরা আমাদের মাইনে হামলা চালিয়ে তিনজন শ্রমিককে গুরুতর আহত করেছে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তাঁবুতে। পাল্টা ধাওয়া করায় এদিকে সরে আসছে তারা! মি. ফ্যালন আপনাদেরকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে পাঠালেন আমাকে।'

'ধন্যবাদ, রিকি।' রানার দিকে ফিরলো চার্লি। 'পরিস্থিতি গুরুতর, রানা। আমি ভেবেছিলাম ডিনামাইটগুলো না ফাটালেও চলবে।'

'আমি যাই, খবরটা আরও কয়েক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।' ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল রিকি স্যামসন।

'হুঁ,' বললো রানা। 'বোঝা যাচ্ছে ওরা সিরিয়াস, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বে না।'

পথের মোড়ে পৌঁছুলো সিণ্ডিকেট বাহিনী, কোনো রকম ইতস্তত না করে সুফিয়া ডীপ–এর দিকে এগিয়ে আসছে তারা। রিজ–এর ওপর ওঠার সময় গতি বেড়ে গেল তাদের। বয়লারের ওপর রাইফেলের ব্যারেল ঠেকালো রানা, রূপালি একটা চকচকে ভাব–এর ওপর লক্ষ্যস্থির করলো। ওটা সম্ভবত ধাতব একটা বোতাম, চাঁদের আলো লেগে চকচক করছে।

'আইন কি বলে, চার্লি?' ঠোঁটের কোণ ফাঁক করে জানতে চাইলো

রানা। গত হপ্তায় কেপটাউন থেকে ওর নামে কিছু কাগজ-পত্র এসেছে ডাকযোগে। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে যে আবেদন-পত্র জমা দেয়া হয়েছিল, সেটা মঞ্জুর করা হয়েছে।

'আমাদের সীমানার ভেতর ঢুকে পড়েছে ওরা, কোর্টে আমরা এটাকে বেআইনী অনুপ্রবেশ বলে প্রমাণ করতে পারবো। এখানে আসার আগে নিরীহ লোককে আহত করেছে ওরা, আগুন দিয়েছে তাঁবুতে—আমরা আত্মরক্ষার জন্যে গুলি চালাচ্ছি।'

সামনের সারির একটা ঘোড়া টিন ক্যানটায় লাথি মারলো, এক সেকেণ্ড আগে ওটা যেখানে ছিলো ঠিক সেখানটায় গুলি করলো রানা। ভোরের নিস্তব্ধতার ভেতর গুলির আওয়াজটা অস্বাভাবিক জোরালো শোনালো, সিণ্ডিকেট বাহিনীর সবাই ঝাঁকি খেয়ে রিজ-এর দিকে মুখ তুললো। পরমুহূর্তে তাদের পায়ের নিচের মাটি বাদামি ধুলোর পাহাড়ে পরিণত হয়ে লাফ দিলো আকাশ ছোঁয়ার জন্যে। ধুলো সরে যাবার পর ধরাশায়ী ঘোড়া ও লোকজনের একটা স্তূপ দেখা গেল ওখানটায়, এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছে, মোচড় খাচ্ছে অনবরত। রিজ-এর মাথা পর্যন্ত পরিষ্কার ভেসে এলো তাদের চিৎকার।

'মাই গড!' সশব্দে নিঃশ্বাস ফেললো রানা, ধ্বংসের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছে ও।

'স্যার,' ভাড়াটে বন্দুকবাজদের একজন জিজ্ঞেস করলো। 'শুরু করবো আমরা?'

'না,' দ্রুত বললো রানা। 'যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে ওদের। দেখা যাক এরপর কি করে ওরা।'

শুরু হলো পলায়ন পর্ব। প্রথমে ঝেড়ে দৌড় দিলো আরোহীহীন ঘোড়াগুলো। পিছনের সারির ঘোড়সওয়াররা তাদের ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো

উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়লো লোকজন, ছুটে পালাচ্ছে। ওরা ফেলে যাচ্ছে চার-পাঁচজন লোক ও তিন-চারটে ঘোড়া, দেখে স্বস্তিবোধ করলো রানা। 'বিনা পরিশ্রমেই দুশো র‍্যাণ্ড রোজগার করেছো তোমরা,' ভাড়াটে বন্দুকবাজদের বললো ও। 'যাও, যে-যার তাঁবুতে ফিরে নাস্তা খাও। দরকার হলে খবর পাঠাবো।'

'দাঁড়াও, রানা,' বলে পথের মোড়ের দিকে হাত তুলে দেখালো চার্লি। বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে যাওয়া লোকগুলোকে ওখানটায় আবার জড়ো করছে দু'জন ঘোড়সওয়ার। 'সম্ভবত ওরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে,' বললো সে। 'লোকগুলোকে প্ররোচিত করছে আবার হামলা চালাবার জন্যে। রেঞ্জের ভেতরই তো, দেবো নাকি খুলি উড়িয়ে?'

রানা রাজি হলো না। 'আমাদের সীমানার বাইরে রয়েছে ওরা। গলায় ফাঁস পরতে চাও নাকি?'

'ঠিক আছে, ফাঁকা গুলি করি।'

'তা করতে পারো,' সম্মতি জানালো রানা।

পর পর দুটো গুলি করলো চার্লি। সিণ্ডিকেটের কিছু সদস্য পিছন ফিরলো ওদের দিকে, ফিরতি পথ ধরলো। বাকি সবাই নিরেট ভিড় তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকলো মোড়ের মাথায়।

'সুযোগ পেয়েও হারিয়েছি আমরা,' বন্দুকবাজদের একজন অভিযোগ করলো। 'তখন যদি গুলি করে কয়েকজনকে ফেলে দিতে পারতাম, সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। এখন ওরা ফিরে আসবে আবার। দেখছেন না, ওই দুই ব্যাটা রাজনৈতিক নেতাদের মতো কেমন হাত নেড়ে লেকচার মারছে!'

ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে এগোলো ওরা, ছড়িয়ে পড়লো ঢালের ওপর, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উঠে আসছে। সুফিয়া ডীপ ক্লেইমের ঠিক নিচে

পৌঁছে ইতস্তত করলো লোকগুলো, তারপর সবাই একযোগে তীর বেগে ছুটে এলো, আমার পথে খুঁটি ও পাথরের স্তূপ ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

'সবাই একসাথে, বীরযোদ্ধারা!' নির্দেশ দিলো চার্লি, পরমুহূর্তে একসাথে গর্জে উঠলো সাতটা রাইফেল। এখনও অনেক দূরে লোকগুলো। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন লোক মাথা নিচু করে, পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ছুটে আসছে। প্রথমদিকে বুলেটগুলো কোনো কাজে এলো না। তারপর দূরত্ব কমে আসায় একজন দু'জন করে পড়তে শুরু করলো। ঢালের গায়ে সরু একটা নালা রয়েছে, ওটার কাছে পৌঁছে সিণ্ডিকেটের সদস্যরা লাফিয়ে নিচে নামলো, নালার কিনারায় রাইফেল তুলে পাল্টা গুলি করলো ওদের দিকে।

'হুজুর, অনুমতি দিন, সামনে বাড়ি আমরা!' আবেদন জানালো জুলুদের একজন।

আরেকজন বললো, 'চলো যাই, বর্শা গাঁথি শালাদের বুকে।'

'চুপ!' ধমক দিলো রানা। 'দশ পা-ও এগোতে পারবে না, গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

'রানা, কাভার দাও আমাকে,' ফিসফিস করলো চার্লি। 'চুপিসারে রিজ-এর পিছনে চলে যাচ্ছি আমি, পাশ থেকে নালার ভেতর ডিনামাইটের কয়েকটা স্টিক ফেলে দেখি কি হয়।'

খপ করে চার্লির বাহু খামচে ধরলো রানা, ব্যথায় নীল হয়ে গেল চার্লির মুখ। 'নড়লে আমি তোমার মাথায় রাইফেল ভাঙবো! গুলি করে ঠেকাবার চেষ্টা করো ওদের। চিন্তা করতে দাও আমাকে।' বয়লারের কিনারা দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করলো ও, সাথে সাথে মাথাটা আবার নামিয়ে নিলো, একটা বুলেট লাগালো বয়লারের গায়ে, ওর কানের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। নাকের সামনে নতুন রঙের দিকে তাকালো ও, কাঁধ ঠেকালো

ওখানটায়, সামান্য দুলে উঠলো বয়লার। মুখ তুলে দেখলো ওর দিকে তাকিয়ে আছে চার্লি। 'তোমার সাথে আমিও যাচ্ছি,' বললো রানা। 'আমিও ডিনামাইট ছুঁড়বো। ঘুরপথে নয়, ঢাল বেয়ে হেঁটে নামবো আমরা।'

'কি!' হতভম্ব হয়ে গেল চার্লি।

'ডমরু আর তার লোকেরা বয়লারটা আমাদের সামনে গড়িয়ে নিয়ে যাবে,' বললো রানা। 'বাকি পাঁচজন বন্দুকধারী কাভার দেবে আমাদের।' জুলুদের ডেকে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো ও। উল্লাসে রণহুঙ্কার ছাড়লো তারা, বয়লারের পিছনে দাঁড়াবার জায়গা পাবার জন্যে গুঁতোগুঁতি শুরু করলো পরস্পরের সাথে। নিজেদের শার্টের সামনেটা গ্রেনেড স্টিকে ভরে নিলো রানা ও চার্লি। দু'জনের হাতে দুটো রশি থাকলো, আলকাতরা মাখানো, নিচের প্রান্তে আগুন জ্বলছে।

ডমরুর উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালো রানা।

'হেইয়ো, হেইয়ো হো!' একযোগে কোরাস ধরলো জুলুরা, বয়লার-টাকে ঠেলছে।

একবার গড়ালো বয়লার, তারপর আর নড়তে চায় না। বয়লারের গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলা দিলো জুলুরা, বুক আর পেটের আড়ষ্ট পেশী কাঁপতে শুরু করলো থরথর করে। রণসঙ্গীত গাইছে তারা।

আরও একটা গড়ান দিলো বয়লার, তারপর আর কোনো সমস্যা হলো না। গড়াতে গড়াতে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ওটা, গতি যদিও মন্থর এখনও। নালার ভেতর থেকে গুলিবর্ষণের মাত্রা বেড়ে দ্বিগুণ হলো, ধাতব সিলিণ্ডারে লেগে তীক্ষ্ণ শব্দ করছে বুলেটগুলো। জুলুদের রণসঙ্গীতের সুরও সেই সাথে বদলে গেল। অদ্ভুত একটা ছন্দ আছে সুরটায়, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। জ্বলন্ত রশিতে গ্রেনেড ছোঁয়ালো ও, তারপর বয়লারের

ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলো নালার দিকে। নালার ওপর শূন্যে বিস্ফোরিত হলো সেটা। আরও একটা গ্রেনেড ছুঁড়লো ও। বুম, বুম! দেখাদেখি চার্লিও ছুঁড়ছে। নালার উঁচু কিনারায় বাড়ি খেয়ে থেমে গেল বয়লার, ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। ধোঁয়ার আড়াল পেয়ে বয়লারের পিছন থেকে বেরিয়ে এলো জুলুরা, হাতে উদ্যত বর্শা, মুখে রণসঙ্গীত। লাফ দিয়ে নালার ভেতর পড়লো তারা।

শ্বেতাঙ্গ শত্রুরা ছড়িয়ে পড়লো নালার ভেতর, ঢাল বেয়ে অপর পারে উঠে যাচ্ছে, পিছন থেকে তাদের পিঠে বর্শা গাঁথ্‌লো জুলুরা।

পঞ্চাশজন সশস্ত্র শ্রমিককে নিয়ে ঠিকই পৌঁছুলো আঁন্দ্রে জিদ, কিন্তু যুদ্ধটা ততোক্ষণে থেমে গেছে।

'তোমার লোকদের নিয়ে প্রতিটি তাঁবুতে তল্লাশি চালাও,' তাকে পরামর্শ দিলো রানা। 'আঁচড়ে বের করে আনো কালপ্রিটদের। যারা পালিয়েছে তাদের সবক'টাকে ধরা চাই।'

'ঠিক,' রানাকে সমর্থন করলো চার্লি। 'আমরা চাই গোল্ডফিল্ডে এবার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক।'

'হামলায় কারা অংশ নিয়েছে কি করে বুঝবো?' জিজ্ঞেস করলো আঁন্দ্রে জিদ।

'সাদা মুখ, গায়ের শার্ট ঘামে ভেজা, পায়ে ধুলো, এ-সব দেখলেই ধরে আনবে,' জবাব দিলো রানা। 'যারা আহত হয়েছে তাদেরকে তো দেখলেই চিনতে পারবে। সুফিয়ার হোটেলের সামনে জড়ো করো সবাইকে, আমরা আসছি।'

লোকজন নিয়ে চলে গেল আঁন্দ্রে জিদ, ঢাল থেকে জঞ্জাল সাফ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলো রানা ও চার্লি। পাথুরে ঢাল পিচ্ছিল ও নোংরা হয়ে আছে—দায়ী মূলত জুলুদের বর্শাগুলো। আহত ঘোড়াগুলোকে গুলি করে।

মেরে ফেললো ওরা। নালা ও তার নিচের ঢাল থেকে সাতটা লাশ সরানো হলো। ওগুলোর মধ্যে দুটো জুলুদের। আহতদের সংখ্যা আরও অনেক বেশি, সবাইকে তোলা হলো গরুর গাড়িতে।

সুফিয়ার হোটেলে পৌঁছুতে দুপুর হয়ে গেল। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে এগোলো ওদের গরুর গাড়ি, থামলো হোটেলের সামনে। মনে হলো এলাকার সমস্ত মানুষ জড়ো হয়েছে এখানে। হোটেলের সামনের খোলা ছোট্ট মাঠে তিল ধারণের জায়গা নেই। বন্দীদের নিয়ে আঁন্দ্রে জিদও পৌঁছে গেছে।

উত্তেজনায় প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে লোকটা। ভিড় সরাবার জন্যে হাতের শটগানটা মাথার চারদিকে বন বন করে ঘোরাচ্ছে সে, আবার পরমুহূর্তে জোড়া মাজল দিয়ে বন্দীদের পেটে গুঁতো মারতে যাচ্ছে। 'জোর যার মুল্লুক তার, অ্যাঁ? শালারা খেলা পেয়েছো, ক্লেইম দখল করবে! পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি নামিয়ে দেবো না!' হঠাৎ রানা ও চার্লির ওপর চোখ পড়লো তার। 'চার্লি, চার্লি! ব্যাটাদের ধরে এনেছি আমি! এক শালাও পালাতে পারেনি!' শটগানের বাড়ি খাওয়ার ভয়ে পিছিয়ে গেল লোকজন। শটগানটা সরাসরি রানার দিকে সিধে হলো একবার, নিজের অজান্তেই রানার শরীরটা শিউরে উঠলো একবার।

বন্দীদের গায়ে এমনভাবে রশি জড়ানো হয়েছে, মুখ বাদে গোটা শরীর ঢাকা পড়ে গেছে পুরোপুরি। অত্যন্ত শক্ত বাঁধন, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তাদের, মাংসের ভেতর ডেবে গেছে রশি। অতিরিক্ত সাবধানতা হিসেবে প্রতিটি বন্দীর সামনে একজন করে সশস্ত্র শ্রমিক দাঁড়িয়ে আছে। গরুর গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলো রানা। 'বাঁধন আরেকটু ঢিলে করলে হয় না?' আঁন্দ্রে জিদকে জিজ্ঞেস করলো ও।

'আর সেই সুযোগে পালিয়ে যাক ওরা!' প্রতিবাদ জানালো আঁন্দ্রে

জিদ।

'পালিয়ে খুব বেশি দূর যেতে পারবে কি?'

'না, তা হয়তো যেতে পারবে না...,' অপ্রতিভ দেখালো জিদকে।

'আর আধ ঘন্টা এভাবে থাকলে সারা শরীরে ঘা হয়ে যাবে, তারপর পচন ধরবে ঘায়ে।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাঁধন ঢিল করার নির্দেশ দিলো জিদ। ভিড় ঠেলে হোটেলের ধাপ বেয়ে বারান্দায় উঠলো চার্লি। ওখানে দাঁড়িয়ে হাত তুললো সে, সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিলো। সমস্ত শোরগোল থেমে গেল, মুখ তুলে চার্লির দিকে তাকালো সবাই।

'আজ বহুলোক মারা গেছে। আমরা কেউ চাই না এ-ধরনের ঘটনা আরও ঘটুক। এটা বন্ধ করার একমাত্র উপায়, দায়ী লোকদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়া।' সমর্থনসূচক ধ্বনি ও হাততালির শব্দ হলো, নেতৃত্ব দিচ্ছে আঁন্দ্রে জিদ।

'শাস্তির ব্যবস্থা আমরা নিয়ম অনুসারে করতে চাই। শুধু আজকের এই ঘটনা নয়, গোল্ডফিল্ডের যে-কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে একটা নির্বাচিত কমিটি। দশজনকে সদস্য করে একটা কমিটি গঠন করা যেতে পারে, একজন হবে চেয়ারম্যান।'

করতালি।

'কমিটির নাম রাখা হোক ডিগারস' কমিটি,' ভিড়ের মধ্যে থেকে চিৎকার করলো একজন।

'ঠিক আছে, কমিটির নাম রাখা হলো ডিগারস' কমিটি। এবার আমাদের একজন চেয়ারম্যান দরকার। কারো কোনো সাজেশন আছে?'

'মি. চার্লি উডকক,' প্রস্তাব রাখলো আঁন্দ্রে জিদ।

'হ্যাঁ, চার্লি—সে-ই উপযুক্ত।'

'চার্লি উডককে আমরা সমর্থন করি।'

'আর কোনো সাজেশন?'

'না,' একযোগে গর্জে উঠলো জনতা।

'ধন্যবাদ, জেন্টেলমেন।' ভিড়ের ওপর চোখ বুলিয়ে হাসলো চার্লি। 'আমাকে সম্মান দেখানোয় গর্ববোধ করছি। এবার, দশজন সদস্য।'

'রবার্ট রনসন ও হেলমুট ডোবার।'

'বার্ক কেমপার।'

'আঁন্দ্রে জিদ।'

"মাসুদ রানা।'

পঞ্চাশজনের নামে প্রস্তাব এলো। একটা করে নাম উচ্চারণ করলো চার্লি, ভোটারদের বললো সমর্থন করলে হাত তোলো। যারা নির্বাচিত হলো তাদের মধ্যে আঁন্দ্রে জিদ ও রানাও থাকলো। দশটা চেয়ার ও একটা টেবিল আনা হলো বারান্দায়, আসন গ্রহণ করলো চার্লি। হাতুড়ি হিসেবে পানির একটা জগ ব্যবহার করলো সে, টেবিলের ওপর সেটা বার কয়েক ঠুকে হৈ-চৈ থামালো, ঘোষণা করলো ডিগারস' কমিটির প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে। অধিবেশনের শুরুতেই ভিড়ের ভেতর দাঁড়ানো তিনজন বন্দুকধারীকে পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড করে জরিমানা করলো সে, অধিবেশন চলাকালে রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করার অপরাধে। সাথে সাথে জরিমানার টাকা আদায় করা হলো। পরিবেশটা হয়ে উঠলো থমথমে।

'অপরাধের ফিরিস্তি দেয়ার জন্যে মি. মাসুদ রানাকে আহ্বান জানাচ্ছি আমি।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো রানা, যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলো, তারপর বললো, 'আপনি ওখানে উপস্থিত ছিলেন, ইওর অনার, কাজেই কি ঘটেছে সবই আপনি জানেন।'

'হ্যাঁ, আমি ছিলাম,' বললো চার্লি। 'ধন্যবাদ, মি. রানা। আপনি

অত্যন্ত পরিষ্কার একটা ছবি তুলে ধরেছেন। এবার,' বন্দীদের দিকে তাকালো সে, 'তোমাদের হয়ে কে কথা বলবে?'

নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করলো বন্দীরা, তারপর একজনকে ঠেলে দিলো সামনের দিকে। মাথা নামিয়ে হ্যাটটা হাতে নিলো লোকটা, চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে। 'মহামান্য বিচারক,' শুরু করলো সে। তারপর কি বলবে খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল।

সবাই অপেক্ষা করছে।

'মহামান্য বিচারক।'

'আগেই একবার বলেছো।'

'ঠিক কোথা থেকে শুরু করতে হবে আমি জানি না, মি. চার্লি উডকক—মানে মহামান্য বিচারক, স্যার।'

আবার বন্দীদের দিকে তাকালো চার্লি। 'প্রতিনিধি হিসেবে তোমাদের বোধহয় নতুন কাউকে পাঠানো উচিত।'

প্রথম লোকটা মাথা নিচু করে ফিরে গেল, তার জায়গায় এসে দাঁড়ালো নতুন একজন। তার তেজ এখনও কমেনি। শুরু করলো এভাবে, 'বেজন্মা কুত্তাদের কোনো অধিকার নেই বিচারের নামে প্রহসন…।'

সাথে সাথে পঞ্চাশ র‍্যাণ্ড জরিমানা করলো চার্লি। আগের চেয়ে নরম হলো লোকটা।

'ইওর অনার, এভাবে আপনারা আমাদের বিচার করতে পারেন না। সরকারই ঘোষণা করেছে, আগে আসলে আগে পাওয়া যাবে। আমরা সবার আগে আবেদনপত্র জমা দিয়েছি, কাজেই জমির দখল পাবার অধিকার রয়েছে আমাদের। আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে জমি দখল করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমরা বেজন্মার দল…মানে আপনারা, ইওর অনার, ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমাদের বহু লোককে মেরে ফেলেছেন।

বিচার হওয়া উচিত খুনীদের...।'

'নিজেদের পক্ষ সমর্থনে চমৎকার বলেছো তুমি,' তার প্রশংসা করলো মালি। 'তোমার সঙ্গীরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে বলেই আমার ধারণা।' কমিটির সদস্যদের দিকে তাকালো সে। 'গিল্টি অর নট গিল্টি?'

'গিল্টি!' একযোগে চিৎকার করলো কমিটির সদস্যরা।

'এবার আমরা রায় বিবেচনা করবো।'

'শালাদের লটকে দাও!' ভিড় থেকে চিৎকার করলো একজন। মুহূর্তে বদলে গেল পরিস্থিতি। আক্রোশে যেন খেপে উঠলো লোকগুলো।

'আমি কাঠমিস্ত্রী, এক ঘন্টার মধ্যে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে দিতে পারি।'

'মূল্যবান কাঠ খরচ করে লাভ কি, শালাদের গাছের সাথে ঝোলাও!'

'এই, রশি আনো!'

'ফাঁসিতে ঝোলাও ব্যাটাদের!'

সামনে বাড়ছে উন্মত্ত জনতা। ছোঁ দিয়ে আঁন্দ্রে জিদের শটগানটা নিলো রানা, লাফ দিয়ে টেবিলের ওপর দাঁড়ালো। 'বন্দীদের কেউ ছুঁয়ে দেখো, আমি তার খুলি উড়িয়ে দেবো!' থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো লোকগুলো। 'এই রেঞ্জ থেকে আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হবে না। বিশ্বাস না হলে সামনে এগিয়ে দেখো।' ভিড়ের দিকে শটগান তুললো ও। পিছিয়ে গেল লোকগুলো। 'তোমরা বোধহয় ভুলে গেছো যে আজ যদি আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কাউকে ফাঁসিতে ঝোলাও, কাল সেই ফাঁস তোমাদের গলায় পরানো হবে।'

'আপনি ঠিক বলেছেন, মি. রানা,' বন্দীদের প্রতিনিধি সমর্থন করলো ওকে। 'আমরা এমন কোনো অপরাধ করিনি যে ফাঁসির মতো চরম শাস্তি পেতে হবে।'

'শাট আপ, ইউ ব্লাডি ফুল!' খেঁকিয়ে উঠলো চার্লি, ভিড় থেকে হেসে উঠলো কে যেন। হাসিটা সংক্রামিত হলো ভিড়ের ভেতর, নিঃশব্দে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো চার্লি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিলো।

'মাথা কামিয়ে খুলিতে গরম আলকাতরা ঢেলে দাও, মুখে চুন-কালি মাখিয়ে গোটা এলাকায় ঘোরানো হোক,' প্রস্তাব করলো একজন।

হাসলো চার্লি। 'এতোক্ষণে একটা কথার কথা বলেছো। বিক্রি করার মতো এক ব্যারেল আলকাতরা আছে কারো?' চারদিকে তাকালো সে। 'কি, নেই? সেক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমার কাছে দশ ড্রাম লাল রঙ আছে—প্রতিটি ড্রাম চারশো র‍্যাণ্ড,' বললো একজন ফেরিওয়ালা, চার্লি তাকে চেনে।

'মি. ক্রোঞ্জি রঙ মাখাবার প্রস্তাব দিচ্ছেন। কারো কিছু বলার আছে?'

'রঙ দিয়ে হবে না। ধুলেই উঠে যাবে।'

'না, রঙ দিয়ে হবে না।'

'গরুর গাড়ির চাকায় বেঁধে ঘোরাও ওদেরকে,' আরেকজন চিৎকার করলো, ভিড়ের ভেতর থেকে একাধিক লোক সমর্থন জানালো তাকে।

তারপর সবাই চিৎকার জুড়ে দিলো। কারো আপত্তি নেই।

মুখভর্তি দাড়ি নিয়ে এক বুড়ো মাইনার সুর করে গেয়ে উঠলো, 'রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড শী গোজ—হোয়্যার শী স্টপস নোবডি নোজ!' রাস্তার ওপারে একটা দোচালার মাথায় বসে আছে সে।

উত্তেজিত, উৎফুল্ল জনতা একযোগে গাইতে শুরু করলো, 'রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড শী গোজ—হোয়্যার শী স্টপস নোবডি নোজ!'

চার্লির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে রানা। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, পরিস্থিতিটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছে সে। আবার যদি জনতাকে বাধা দেয়া হয়, বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে তারা, তখন হয়তো শটগানকে ভয়

পারে না। সে-ধরনের কোনো ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। 'ঠিক আছে, আপনারা সবাই যখন চাইছেন।' বন্দীদের দিকে তাকালো চার্লি। 'রায় হলো, চাকার সাথে এক ঘন্টা ঘোরানো হবে তোমাদের। আহতদের রেহাই দেয়া হলো, এরইমধ্যে যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করেছে তারা। এক ঘন্টা পর তোমরা সবাই গোল্ডফিল্ড ছেড়ে চলে যাবে, আর কোনোদিন এদিকে ফিরে আসবে না। শাস্তির আয়োজন তদারক করবেন মি. আঁন্দ্রে জিদ।'

'আমরা রঙটাই বেছে নিতে চাই, মি. চার্লি উডকক,' অনুরোধ জানালো বন্দীদের প্রতিনিধি।

'তা তো চাইবেই,' নরম সুরে বললো চার্লি। কারো কিছু করার নেই আর, উত্তেজিত জনতা এরইমধ্যে বন্দীদের নিয়ে রওনা হয়ে গেছে।

টেবিল থেকে নামলো রানা, তার হাত ধরে চার্লি বললো, 'চলো, বার-এ গিয়ে বসি। গলাটা শুকিয়ে গেছে।'

'কেন, দেখতে যাবে না?' জানতে চাইলো রানা।

'অনেকবার দেখেছি, আর শখ নেই,' জানালো চার্লি।

'কি করে ওরা?'

'গিয়ে দেখে এসো। ড্যাফোডিল-এ তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো আমি। পুরো এক ঘন্টা ওখানে তুমি থাকতে পারবে বলে বিশ্বাস করি না।'

ভিড়ের ভেতর ঢুকে রানা দেখলো, এরইমধ্যে এক লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে গরুহীন গাড়িগুলোকে। প্রতিটি গাড়িকে ঘিরে রয়েছে লোকজন, দুই চাকার মধ্যবর্তী লোহার বার জ্যাক-এর সাহায্যে উঁচু করা হচ্ছে, চাকাগুলো যাতে মাটি থেকে শূন্যে উঠে আসে। এরপর বন্দীদের টেনে আনা হলো, প্রত্যেককে একটা করে চাকার দিকে। একাধিক ব্যগ্র হাত সাহায্য করলো, শূন্যে তুলে চাকার গায়ে চেপে ধরা হলো বন্দীদের। চাকার কিনারায় বাঁধা হলো তাদের হাত ও পা, শিরদাঁড়া ঠেকে থাকলো

চাকার মাঝখানে। চাকার গায়ে ইংরেজি এক্স হরফের আকৃতি পেলো প্রতিটি বন্দী। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে গেল গ্রাঁন্দে জিন, বন্দীদের হাত-পায়ের বাঁধন পরীক্ষা করলো, প্রতিটি চাকার সামনে দাঁড় করালো চারজন করে শ্রমিককে—প্রথম দু'জন ঘোরাতে শুরু করবে, তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে বাকি দু'জন হাত লাগাবে। শেষ প্রান্তে পৌঁছুলো সে, আবার ফিরে এলো মাঝখানে, পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখলো, তারপর বললো, 'নাও, শুরু করো!'

ঘুরতে শুরু করলো চাকা। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর গতি বাড়লো। এক সময় চাকার সাথে বাঁধা শরীর ঝাপসা লাগলো চোখে, দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠলো।

'রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড শী গোজ, রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড শী গোজ,' উৎফুল্ল দর্শকরা গাইতে শুরু করলো।

হাসি আর উল্লাসের হররা বয়ে গেল, বন্দীদের একজন বমি করছে। ব্যাধিটা সংক্রামক হয়ে উঠলো, প্রতিটি বন্দীর নাক-মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসছে বিভিন্ন রকম তরল পদার্থ। এরপর পাকস্থলী খালি হতে শুরু করলো। রুমালে নাক চেপে সরে এলো রানা, হন হন করে এগোলো ড্যাক্রোভিল অভিমুখে।

'কেমন লাগলো?' ওকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'আমার জন্যে ব্র্যাণ্ডি আনাও,' জবাব দিলো রানা।

চার

ডিগারস' কমিটি কঠিন শাস্তি দেয়ায় গোল্ডফিল্ডে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলো। দেশের দুর্গম প্রান্তে কি ঘটছে না ঘটছে সেদিকে বিশেষ খেয়াল দিলো না দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ধারণা মাস ছয়েকের মধ্যে আবার খালি হয়ে যাবে উপত্যকা। তাদের বিশ্বাস, ওখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সোনা পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এখন পর্যন্ত শুধু-গোল্ড ডাস্ট মাইন সোনা প্রসব করছে, কতোটুকু তা একমাত্র বার্কলি ময়নিহান ও আঁন্দ্রে জিদ জানে। টাকা যোগাড়ের ধান্দায় এখনও কেপটাউনে রয়েছে বার্কলি ময়নিহান, আর আঁন্দ্রে জিদ মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। এমন কি চার্লিকেও কিছু জানাতে রাজি নয় সে।

নিত্য নতুন গুজব তৈরি হচ্ছে, ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। একদিন শোনা গেল, সারফেস থেকে পঞ্চাশ ফুট নিচে রীফ-এর কোনো অস্তিত্বই নেই। পরদিন ক্যানটিনে উপস্থিত সবার মুখেই এক কথা, সুইটস মাইনের হেলমুট ব্রাদাররা একশো ফুট নিচে নামার পর পাথরের যে টুকরো পেয়েছে তাতে নাকি খালি চোখেই সোনা দেখা গেছে। আসল তথ্য কারুরই জানা নেই, তবে গুজবে কান দিতেও আপত্তি নেই কারো।

সুফিয়া ডীপ-এ হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করছে রানা ও চার্লি। অবশেষে

কংক্রীট প্ল্যাটফর্মে আকৃতি পেলো মিলটা, পাথরে কামড় বসানোর জন্যে হাঁ করে আছে মুখ। বিশজন জুলু ধরাধরি করে বয়লারটাকে ক্রেডলে বসিয়েছে। পারদ দিয়ে লেপার জন্যে তৈরি রাখা হয়েছে কপার টেবিলগুলো। ডিসেম্বরের দুই তারিখে মিল তার প্রথম খোরাক পেলো। বিপুল আগ্রহ নিয়ে অ্যামালগাম টেবিলে পাথরের মিহি গুঁড়ো জমা হতে দেখলো ওরা। রানার পেটে ঘুসি মারলো চার্লি, মাথার হ্যাট ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে উড়িয়ে দিলো বাতাসে। বিকেল হয়ে গেছে, নাস্তার সাথে এক গ্লাস করে ব্র্যাণ্ডি খেলো ওরা, এটা-সেটা নিয়ে হাসাহাসি করলো কিছুক্ষণ—ব্যস, ওই পর্যন্তই। দু'জনেই এতো ক্লান্ত যে উৎসবে মেতে ওঠার শক্তি নেই। এখন থেকে দু'জনের একজনকে সারাক্ষণ ধাতব দানবটার পাশে উপস্থিত থাকতে হবে। প্রথম রাতে ডিউটিতে থাকলো চার্লি। পরদিন সকালে মিলে এসে রানা দেখলো, চোখ-মুখ বসে গেছে চার্লির, হাঁটার সময় টলছে।

'আমার হিসেবে দশ টন পাথর পাউডার করা হয়েছে,' ক্লান্তস্বরে বললো চার্লি। 'টেবিল পরিষ্কার করে দেখা দরকার কতোটুকু সোনা পেলাম।'

'তুমি এখন তাঁবুতে ফিরে ঘুমাবে,' বললো রানা।

রানার কথায় কান দিলো না চার্লি। 'ডমরু, তোমার দু'জন লোককে নিয়ে এদিকে এসো, আমরা টেবিল বদলাবো।'

'শোনো, চার্লি, কাজটা দু'ঘন্টা পর করলেও চলবে। যাও, শুয়ে পড়ো…।'

'প্লীজ, থামো। তুমি আমাকে আমার ওয়াইফের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছো!'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'তাহলে দেখিয়ে দাও কিভাবে করতে হয়

কাজটা।'

দ্বিতীয় টেবিলটা তৈরি রাখা হয়েছিল, পলমাটির জায়গা দখল করলো সেটা, পাথরের মিহি গুঁড়ো এখন ওটাতেই পড়ছে। প্রথম টেবিলটার গা থেকে চওড়া একটা খুঁটির সাহায্যে চুঁইয়ে পারদ ফেলা হলো, চার্লির হাতে গোল একটা নারকেলের আকৃতি পেলো সেটা। 'সোনার মিহি কণাগুলোকে টেনে নেয় পারদ,' ব্যাখ্যা করলো সে। 'বাকি টেবিলের গা থেকে নিচে ঝরে পড়ে পাথর। সোনার প্রতিটি কণা অবশ্য পারদ ধরে রাখতে পারে না, কিছুটা তো নষ্ট হয়ই।'

'পারদ থেকে সোনা আলাদা করা হয় কি করে?'

'রিটর্ট-এ রেখে আগুনে ফোটাবো, বাষ্প হয়ে যাবে পারদ, নিচে পড়ে থাকবে সোনা।'

'খরচ খুব বেশি পড়ে, তাই না?'

'না,' বললো চার্লি। 'পারদ ঘন হলে বা জমাট বাঁধলে আবার ব্যবহার করা যায়। এসো, দেখাই তোমাকে।'

দোচালায় ঢুকলো ওরা। নারকেল আকৃতির বলটা রিটর্ট-এ রাখলো চার্লি তারপর ব্লো-ল্যাম্প জ্বাললো। আগুনের আঁচ পেয়ে গলে গেল বলটা, ফুটতে শুরু করলো। চুপচাপ তাকিয়ে থাকলো ওরা। রিটর্ট-এর ভেতর জিনিসটার লেভেল নিচে নামছে।

'সোনা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'চুপ করো তো!' ধৈর্য হারিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলো চার্লি, পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'দুঃখিত, দোস্ত—আজ সকাল থেকে মেজাজটা বশে রাখতে পারছি না।'

সবটুকু পারদই এক সময় বাষ্প হয়ে গেল, আটকে থাকলো রিটর্ট-এর সিলিঙে, নিচে পড়ে থাকলো উজ্জ্বল হলুদ রঙ। একফোঁটা সোনা, আকারে

মসুর ডালের চেয়ে বড় নয়। ব্লো-ল্যাম্প নিভিয়ে দিলো চার্লি, কিছুক্ষণ কারো মুখেই কথা ফুটলো না। তারপর জিজ্ঞেস করলো রানা, 'এইটুকু?'

'হ্যাঁ, দোস্ত, এইটুকুই,' ক্লান্তস্বরে বললো চার্লি।

'কি করবে ওটা দিয়ে—দাঁত বাঁধাবে?'

দরজার দিকে পা বাড়ালো চার্লি, সামনের দিকে ঝুঁকে আছে শরীরটা। 'মিল চালু রাখো—এখুনি আমি হতাশ হতে রাজি নই।'

ক্রিসমাস উপলক্ষে সব হোটেল ও ক্যানটিনই বিশেষ ডিনার দিচ্ছে। রানা ও চার্লি সিদ্ধান্ত নিলো, সুফিয়ার হোটেলেই যাবে ওরা। ওখানে বাকি পাওয়া যায়। চার্লিকে একটা সোনার সিগনেট রিঙ উপহার দিলো সুফিয়া, বিনিময়ে চার্লি তাকে চুমো খেলো। রানা উপহার পেলো এক বাক্স চুরুট ও বারোটা রুমাল। বিনিময়ে রানা সুফিয়াকে কিছু দিচ্ছে না লক্ষ্য করে ভুরু কোঁচকালো চার্লি, থাকতে না পেরে এক সময় বলেই বসলো, 'কি ব্যাপার, দোস্ত? গালে যদি লজ্জা লাগে তো কপালে বা অন্য কোথাও খাও—নাকি চুমো খেতেই লজ্জা?'

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা, যেন চার্লির কথা শুনতে পায়নি। 'আবার বলো, আর যেন ক'টাকা সম্বল আমাদের?'

'দেড় শো র‍্যাণ্ড।'

'দেনার পরিমাণ?' জানতে চাইলো রানা, থমথম করছে চেহারা। ডাইনিং রুমে সবাই হাসিখুশি, উৎসবমুখর পরিবেশে পানাহার চলছে পুরোদমে। শুধু এই একটা টেবিলে হাসি ও আনন্দের আকাল পড়েছে।

'কেপটাউনের চাষী ভাই পাবে দু'লাখ র‍্যাণ্ড, পরিবহণ ঠিকাদার পাবে পঞ্চাশ হাজার, মুদিদোকানদার পনেরো হাজার, সুফিয়া···সব মিলিয়ে এই ধরো না পাঁচ লাখ র‍্যাণ্ড।'

'আমার জন্যে এক বোতল ব্র্যান্ডি আনাও।' মাথার চুলে আঙুল চালালো রানা।

'আজকের দিনটায় এ-সব তোমরা ভুলে থাকতে পারো না?' তিরস্কার করলো সুফিয়া। তারপর চিৎকার করলো সে, 'ওই দেখো কে এসেছে— আঁন্দ্রে, এদিকে!'

ছোটোখাটো মানুষটা ধীর পায়ে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। 'হ্যাপি ক্রিসমাস। আমি তোমাদের হুইস্কি খাওয়াবো আজ।'

আঁন্দ্রে জিদের হাত ধরে নিজের পাশের খালি চেয়ারটায় বসালো সুফিয়া। 'কেমন আছো তুমি, জিদ? আজ তোমাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।'

মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল জিদের চেহারা। 'জানি না কথাটা কেন বললে তুমি। কাল রাত থেকেই ভারি দুশ্চিন্তায় আছি আমি।' বিষণ্ন মুখে এদিক ওদিক মাথা নাড়লো সে। 'আমার হার্ট, বুঝলে—জানতাম এ ঘটবেই, কখন ঘটে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম—হঠাৎ কাল রাতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলাম, কেউ যেন লোহার মতো শক্ত হাত দিয়ে হার্টটাকে খামচে ধরলো। শ্বাস নিতে পারছিলাম না···মানে, রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিলো। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরে গিয়ে বইটা খুললাম। তিরাশি নম্বর পৃষ্ঠায়। পরিচ্ছেদের নাম, ডিজিজ অভ হার্ট,' আবার মাথা নাড়লো সে। 'ভারি দুশ্চিন্তায় আছি। তোমরা তো জানো, এমনিতেই আমি সুস্থ মানুষ নই, এখন আবার এটা।'

'ওহ্ নো!' গুঙিয়ে উঠলো সুফিয়া। 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম···তুমিও?'

'দুঃখিত, আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?' হতভম্ব দেখালো আঁন্দ্রে জিদকে।

'অন্যায় কিছু বলোনি, তবে এই টেবিলের নিরানন্দ পরিবেশটাকে

বজায় রাখতে যথেষ্ট অবদান রেখেছো।' ইঙ্গিতে রানা ও চার্লিকে দেখালো সুফিয়া। 'ওদের হাসিখুশি চেহারার দিকে তাকাও। যদি কিছু মনে না করো, আমি একবার কিচেন থেকে ঘুরে আসি।' চলে গেল সে।

'কি ব্যাপার, চার্লি?' জানতে চাইলো আঁন্দ্রে জিদ।

রানার দিকে তাকিয়ে দেঁতো হাসি হাসলো চার্লি। 'ব্যাটা জানতে চায় কি ব্যাপার—বলো ওকে।'

'দেড় শো র‍্যাণ্ড,' আওড়ালো রানা।

জিদের চেহারায় এখনও হতভম্ব ভাব। 'বুঝলাম না।'

'রানা বলতে চাইছে আমরা দেউলিয়া হয়ে গেছি।'

'গড, শুনে দুঃখ পেলাম, চার্লি। আমি ভেবেছিলাম ভালোই আছো তোমরা। কানে এলো মিলটা পুরোদমে চলছে।'

'মিল চলছে বটে, তবে সোনা যা পাওয়া যাচ্ছে তা দিয়ে সুফিয়ার একটা নাকফুলও হবে না।'

'কিন্তু কেন, চার্লি? তোমরা তো লিডার রীফে কাজ করছো, তাই না?'

'আমার ধারণা তোমার লিডার রীফ আসলে গাঁজাখুরি গল্প।'

নিজের গ্লাসের ভেতর মনোযোগ দিয়ে তাকালো আঁন্দ্রে জিদ। 'কতোটা গভীরে পৌঁছেছ তোমরা?'

'আমাদের গর্ত ঢালু হয়ে নেমে গেছে, গভীরতা পঞ্চাশ ফুট।'

'তারপরও লিডারের কোনো দেখা নেই?'

মাথা নাড়লো চার্লি।

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো আঁন্দ্রে জিদ, তারপর বললো, 'জানো তো, তোমাদের সাথে প্রথমবার আলোচনার সময় যা বলেছিলাম তার বেশিরভাগই ছিলো অনুমান?'

মাথা ঝাঁকালো চার্লি।

'এখন আমি নিশ্চিতভাবে কিছু ব্যাপার জানি। এই মুহূর্তে যা বলবো, বাইরে প্রকাশ পেলে আমার চাকরি থাকবে না, বোঝো তো?'

আবার মাথা ঝাঁকালো চার্লি।

'এখন পর্যন্ত লিডার রীফ পাওয়া গেছে মাত্র দুটো জায়গায়। গোল্ড ডাস্ট মাইনে আমরা পেয়েছি, আর পেয়েছে হেলমুট ব্রাদাররা সুইটস মাইনে। তোমাদের আমি এঁকে দেখাই।' পকেট থেকে পেন্সিল বের করে টেবিলের ওপর ম্যাপ আঁকতে শুরু করলো জিদ। 'এই হলো মেইন রীফ, প্রায় সোজা এগিয়েছে। এখানে আমরা, এখানে সুইটস, আর আমাদের মাঝখানে রয়েছো তোমরা। আমরা দু'জনেই লিডার রীফ পেয়েছি, কিন্তু তোমরা পাওনি। আমার ধারণা, লিডার রীফ ওখানে আছে ঠিকই, কিন্তু কোথায় খুঁজতে হবে তা তোমরা জানো না।

'গোল্ড ডাস্ট ক্লেইমগুলোর শেষ মাথায় মেইন রীফ ও লিডার রীফ পাশাপাশি রয়েছে, মাঝখানে মাত্র দু'ফুটের মতো ব্যবধান। কিন্তু সুফিয়া ডীপ-এর সীমানার কাছে পৌঁছে ওগুলো পরস্পরের কাছ থেকে সত্তর ফুট দূরে সরে গেছে। সুইটস-এর সীমানার কাছে ও-দুটোর মাঝখানে ফাঁক রয়েছে পঞ্চাশ ফুট। আমার যেন মনে হয়, রীফ দুটো লম্বা একটা ধনুকের আকৃতি পেয়েছে, এরকম,' ধনুকটা আঁকলো সে। 'মেইন রীফ ছিলা, লিডার রীফ কাঠ। আমার পরামর্শ হলো, চার্লি, মেইন রীফ থেকে তুমি যদি ডান কোণ বরাবর খোঁড়ো, অবশ্যই লিডার রীফের দেখা পাবে—পেলে আমাকে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি কিনে দিয়ো।'

গভীর মনোযোগের সাথে জিদের কথা শুনছিল ওরা, সে থামতে চেয়ারে হেলান দিলো চার্লি। 'ইস, এ-সব যদি এক মাস আগে জানতাম! এখন আমরা ট্রেঞ্চ খোঁড়ার টাকা পাবো কোথায়? মিলটাই বা চালু রাখবো কিভাবে?'

'কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট আমরা বিক্রি করে দিতে পারি,' বললো রানা।

'সম্ভব নয়, প্রতিটি জিনিস দরকার আমাদের। তাছাড়া, শুধু একটা শাবল বিক্রি করে দেখো না, হিংস্র হায়েনার মতো ছুটে আসবে পাওনাদাররা।'

'আমার টাকা থাকলে তোমাদের ধার দিতে পারতাম, কিন্তু মি. ময়নিহান এতো কম বেতন দেন যে এক পয়সাও বাঁচাতে পারি না...।' কাঁধ ঝাঁকালো আঁদ্রে জিদ। 'কম করেও এক লাখ র‍্যাণ্ড লাগবে তোমাদের।'

টেবিলে ফিরে আসছে সুফিয়া, জিদের শেষ কথাটা তার কানে গেছে। 'কি নিয়ে আলাপ করছো তোমরা?' জানতে চাইলো সে।

'ওকে বলা যায়, জিদ?'

'যদি মনে করো তোমাদের কোনো উপকার হবে।'

সব কথা শুনলো সুফিয়া, কয়েক সেকেণ্ড চুপ থেকে কি যেন চিন্তা করলো সে, তারপর বললো, 'এই হপ্তায় কেপটাউনে দশটা প্লট কিনেছি আমি—সরকারী প্লট, আদর্শ আবাসিক এলাকায়। আমার হাত একেবারে খালি। বিপদ-আপদের কথা ভেবে পঞ্চাশ হাজার র‍্যাণ্ড আলাদা করা আছে, খুব দরকার মনে করলে ওই টাকাটা নিতে পারো তোমরা।'

'এর আগে কখনও কোনো ভদ্রমহিলার কাছ থেকে টাকা ধার করিনি আমি,' বললো চার্লি। 'একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা হবে। তোমাকে আমি ভালোবাসি, সুফিয়া।'

'কথাটা সত্যি হলে কি খুশিই না হই,' বললো সুফিয়া। কিন্তু চার্লি ভান করলো তার কথা শুনতে পায়নি সে।

তাড়াতাড়ি বললো, 'আরও পঞ্চাশ হাজার র‍্যাণ্ড দরকার আমাদের—

আর কার কি পরামর্শ আছে শোনা যাক।'

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না, তারপর হঠাৎ হাসতে শুরু করলো চার্লি।

'দাঁড়াও, বলো না, আমাকে আন্দাজ করতে দাও,' তাকে বাধা দিলো রানা। 'তুমি আমাকে পুঁজি হিসেবে খাটাতে চাও, তাই না?'

'প্রায় ঠিক ধরেছো, পুরোপুরি নয়। দোস্ত, কেমন বোধ করছো তুমি?'

'ধন্যবাদ, আমি ভালো আছি।'

'প্রাণচঞ্চল? সতেজ?'

'হ্যাঁ।'

'সাহসী?'

'ধুত্তোরি! কি বলবে বলে ফেলো, চার্লি। তোমার দৃষ্টি আমার ভালো ঠেকছে না।'

পকেট থেকে নোটবুক ও পেন্সিল বের করে খস খস করে লিখলো চার্লি। লেখা শেষ করে কাগজটা ছিঁড়ে ধরিয়ে দিলো রানার হাতে। 'এরকম একটা পোস্টার তৈরি করতে চাই, প্রতিটি ক্যানটিনের সামনে সাঁটা থাকবে।'

লেখাটা পড়লো রানাঃ

এলাকার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা শেখ মাসুদ রানা
নিউ ইয়ার'স ডে উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত
হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানকে চ্যালেঞ্জ করছেন।
প্রতিটি লড়াইয়ের জন্যে পাঁচ হাজার র‍্যাণ্ড ফি
চ্যালেঞ্জদাতা হেরে গেলে প্রতিপক্ষ পাবে বিশ হাজার
দর্শকদের ফি মাথাপিছু বিশ র‍্যাণ্ড। সবাই আমন্ত্রিত।

রানার কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে লেখাটা সুফিয়াও পড়লো। 'চমৎকার

আইডিয়া! ড্রিঙ্ক সার্ভ করার জন্যে দশ–বারো জন অতিরিক্ত ওয়েটার যোগাড় করতে হবে আমাকে। বুফে লাঞ্চেরও ব্যবস্থা রাখবো। হাত খালি, দু'পয়সা কামাবার এই সুযোগ আমি ছাড়ছি না!'

'পোস্টার লেখার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বললো আঁন্দ্রে জিদ। 'আমার লোকদের বললে ওরা একটা রিঙ–ও তৈরি করে দেবে।'

'নিউ ইয়ার পর্যন্ত মিল বন্ধ রাখবো আমরা—বিশ্রাম দরকার রানার। ওকে শুধু হালকা ট্রেনিং দেবো আমরা। মদ–টদ ছোঁয়া নিষেধ, প্রচুর ঘুমাতে হবে,' বললো চার্লি।

'এরমানে কি সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'মার খেয়ে ছাতু হওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার?'

'গোটা ব্যাপারটাই তো তোমার জন্যে, দোস্ত—যাতে তুমি ধনী ও বিখ্যাত হতে পারো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'কি ব্যাপার, লড়তে তোমার ভালো লাগে না?'

'যখন আমার মুড থাকে।'

'চিন্তা করো না, মাথা ঘামিয়ে খুব বাজে একটা গালি খুঁজে বের করবো আমি—তোমাকে খেপিয়ে তুলতে এক সেকেণ্ডও লাগবে না।'

'কেমন লাগছে তোমার?' সেদিন সকালে একই প্রশ্ন ছ'বার করলো চার্লি।

'পাঁচ মিনিট আগে যেমন লাগছিল,' তাকে আশ্বস্ত করলো রানা।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো চার্লি। 'বক্সাররা বারান্দায় বসে আছে, এক লাইনে। সুফিয়াকে বলেছি ওদেরকে যেন প্রচুর মদ পরিবেশন করা হয়, বিল আমরা দেবো। এখানে যতোক্ষণ দেরি করবো আমরা, ওদের

পেটে ততো বেশি অ্যালকোহল জমা হবে। একটা ক্যানভাসের থলেতে গেট মানি সংগ্রহ করছে জিদ—তুমি জিতলে প্রতিটি বাউটের টাকাও ওই থলেতে রাখা হবে। হোটেলের পাশে, গলির মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছি ডমরুকে। যদি দাঙ্গা বেধে যায়, আমাদের কেউ একজন প্রথম সুযোগেই থলেটা তার দিকে ছুঁড়ে দেবো, এক ছুটে ঘাসবনে গিয়ে ঢুকবে সে।'

মাথার পিছনে হাত রেখে সুফিয়ার বিছানায় শুয়ে আছে রানা। তিক্ত হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে। 'তোমার প্ল্যানে আমি কোনো খুঁত দেখতে পাচ্ছি না। শুধু দয়া করে একটু শান্ত হও এবার। তুমি আমাকে নার্ভাস করে তুলছো।'

বিস্ফোরণের মতো শব্দ হলো, দড়াম করে খুলে গেল দরজা। লাফ দিয়ে সিধে হলো চার্লি, উল্টে পড়ে গেল চেয়ারটা। দরজায় আঁন্দ্রে জিদকে দেখা গেল, একহাতে বুক চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। 'আমার হার্ট,' হাঁপালো সে। 'এতো ছুটাছুটি আর উত্তেজনার মধ্যে থাকলে ওটার আর দোষ কি!'

'বাইরে কি ঘটছে?' জানতে চাইলো চার্লি।

'আশাতীত! আশাতীত! দর্শক হয়েছে প্রায় বারোশো, বিশ্বাস হয়? থলেটা অর্ধেকের বেশি ভরে গেছে, একুশ হাজার র‍্যাণ্ড কি কম টাকা! ছাদে আর গাছের ডালে যারা বসে আছে তারা এখনও ফি দেয়নি, তারাও সংখ্যায় তিনশোর কম হবে না—কিন্তু ওদিকে পা বাড়ালেই আমার দিকে বোতল ছুঁড়ে মারছে।'

মাথাটা একদিকে কাত করে কান পাতলো চার্লি। 'ও কিসের শব্দ?'

হোটেলের টিনের দেয়াল ভেদ করে ভেসে আসছে শোরগোলের গম্ভীর আওয়াজ।

'দেরি হচ্ছে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে দর্শকরা,' বললো আঁন্দ্রে

জিদ। 'আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখা উচিত হবে না,' রানার দিকে তাকালো সে। 'ওরা তোমাকে খুঁজছে। এখানে এসে পড়লে বিপদ হবে। তার আগে তোমারই উচিত ওদের সামনে হাজির হওয়া।'

বিছানা ছেড়ে নামলো রানা। 'আমি তৈরি।'

ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল জিদের চেহারায়। 'চার্লি, হোসে হার্নান্দেজের কথা মনে আছে তোমার? কিমবার্লির সেই পর্তুগীজটা।'

আঁতকে উঠলো চার্লি। 'হোসে হার্নান্দেজ? মানে? কি বলতে চাও?'

বুকটা আরও জোরে খামচে ধরলো জিদ। 'আমি আসলে তোমাদেরকে ভয় পাওয়াতে চাইনি। পোস্টারটা আরও দেরি করে সাঁটা উচিত ছিলো আমাদের।'

'কি বলতে চাও তুমি, জিদ?' তেড়ে এলো চার্লি। তার মুখে ঘাম ফুটছে।

'এখানকার কিছু মাইনার কেপটাউনে টেলিগ্রাম করেছিল। এক্সপ্রেস কোচে চড়ে আধ ঘন্টা হলো এখানে পৌঁছেছে হোসে হার্নান্দেজ। আমি ভেবেছিলাম সময় মতো পৌঁছুতে পারবে না, কিন্তু...।' কাঁধ ঝাঁকালো আঁন্দ্রে জিদ।

রানার দিকে তাকালো চার্লি। 'কপাল মন্দ, দোস্ত।' তার চোখে বিষাদের ছায়া।

পরিস্থিতিটা হালকা করার চেষ্টা করলো জিদ। 'আমি তাকে বলেছি, সিরিয়াল ধরে লড়তে হবে। লাইনে ছ'জনের পর রয়েছে সে। তার সাথে লড়ার আগে ত্রিশ হাজার র‍্যাণ্ড কামিয়ে নেবে রানা। হোসের সাথে হারবে ও, বিশ হাজার র‍্যাণ্ড তাকে দিতে হলেও হাতে থাকবে দশ হাজার র‍্যাণ্ড, তার সাথে যোগ হবে গেট মানি।'

'আমি হারবো?' চার্লির দিকে ফিরলো রানা। 'কি বলে ও?'

'হারবে,' শান্তস্বরে বললো চার্লি। 'হোসে হার্নান্দেজ মানুষ নয়, দেত্য। প্রায় তিন মন সে। গত এক বছরে কারো সাথে একবারও হারেনি।'

'আরও একটা উপায় আছে,' বললো জিদ। 'ছ'জনের সাথে লড়ার পর আমরা বলবো, আজকের মতো যথেষ্ট লড়েছে রানা, প্রতিযোগিতার এখানেই সমাপ্তি।'

'তোমরা বলতে চাইছো লোকটা সত্যি ডেঞ্জারাস?' জানতে চাইলো রানা।

'ওর কথা মনে রেখেই খুব সম্ভব ডেঞ্জারাস শব্দটা তৈরি করা হয়েছিল,' বিড়বিড় করে বললো চার্লি।

'চলো তো দেখি লোকটা কেমন।'

রানার পিছু পিছু সুফিয়ার বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। প্যাসেজ ধরে হন হন করে এগোবার সময় আঁদ্রে জিদকে জিজ্ঞেস করলো চার্লি, 'ওদের ওজন নেয়ার জন্যে দাঁড়িপাল্লার ব্যবস্থা করছো?'

'না, সবচেয়ে বড় যেটা পেয়েছিলাম তাতে দেড়শো পাউণ্ড পর্যন্ত মাপা যায়। তবে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি ভিক্টর ল্যাম্বকে।'

'ভিক্টর ল্যাম্ব? সে আমাদের কি সাহায্য করবে?'

'ভিক্টর গরু-মোষের ব্যবসা করে—পায়ের ছাপ দেখেই বলে দিতে পারে কোনটার কতো ওজন। বক্সারদের সাইজ দেখে ওজন বলে দেবে সে, দু'চার পাউণ্ডের বেশি এদিক-ওদিক হবে না।'

'চলবে,' বললো চার্লি। 'আমরা তো আর বিশ্ব খেতাব দাবি করতে যাচ্ছি না।'

বারান্দায় বেরিয়ে এলো ওরা। রোদ লাগায় চোখ মিটমিট করলো সবাই। হোটেলের সামনে উপস্থিত বিপুল দর্শক হৈ-হৈ করে উঠলো।

'কোন লোকটা পর্তুগীজ?' ফিসফিস করলো রানা, যদিও জিজ্ঞেস করার দরকার ছিলো না। এক দল বানরের মাঝখানে সে যেন একটা গরিলা। ঘন কালো লোমে ঢাকা তার কাঁধ, লাভা স্রোতের মতো নেমে এসে বুক ও পিঠ ঢেকে রেখেছে, পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে স্তনের বোঁটা ও নাভী। বিশালদেহী বললে তার সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না, শুধু পাথুরে পাহাড়ের সাথে তুলনা চলে তার। লোমশ পেটটা নিরেট ড্রামের মতো লাগলো।

ভিড় ফাঁক হয়ে গেল, রানা ও চার্লি এগোলো রিঙ-এর দিকে। লম্বা হলো কয়েকটা হাত, পিঠ চাপড়ে দিলো রানার, কিন্তু শুভেচ্ছার শব্দগুলো বিপুল দর্শকদের গর্জনে চাপা পড়ে গেল। হেলমুট ডোবার রেফারি, রশি টপকাতে রানাকে সাহায্য করলো সে, ওর গায়ে হাত চাপড়ে তল্লাশি চালালো। 'স্রেফ নিয়ম রক্ষা করছি,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললো সে। 'রিঙের ভেতর আমরা কোনো ধারালো লোহা দেখতে চাই না।' এরপর দীর্ঘদেহী, রোদে পোড়া এক শ্বেতাঙ্গকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো সে। লোকটা অনবরত তামাক পাতা চিবাচ্ছে।

'ইনি ভিক্টর ল্যাম্ব—ওজন নেবেন। কি মনে হচ্ছে, ভিক্টর?'

'দুশো দশ পাউণ্ড,' রানার ওপর চোখ রেখে বললো ভিক্টর ল্যাম্ব, ঠোঁটের কোণ থেকে পাঁচ-সাত ফোঁটা কালচে থুথু ফেললো সে।

'ধন্যবাদ।' হেলমুট ডোবার একটা হাত উঁচু করলো, কয়েক মুহূর্ত পর খানিকটা শান্ত হলো পরিবেশ। 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন...।'

'তোমার লেকচার শোনার জন্যে এখানে আমরা আসিনি।'

'আমাদের সৌভাগ্য যে আজ আমরা মি. মাসুদ রানাকে নিজেদের মধ্যে পেয়েছি...।'

'আরে শালা বলে কি! রানা তো কয়েক মাস ধরে আমাদের সাথে রয়েছে!'

'উনি দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত মুষ্টিযোদ্ধাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন…।'

'বল্ দুনিয়ার সমস্ত মুষ্টিযোদ্ধাকে…।'

'উনি ছ'টা বাউট লড়বেন…।'

'যদি ততোক্ষণে টিকে থাকতে পারে।'

'…নিজের খেতাব রক্ষার জন্যে, এবং প্রতিটি বাউটের জন্যে পাঁচ-হাজার র‍্যাণ্ড পাবার আশায়…।'

হৈ-হল্লা স্তিমিত হয়ে এলো।

'তাঁর চ্যালেঞ্জ প্রথম গ্রহণ করেছেন মি. অ্যান্থনি পার্কার—দুশো পঁচিশ পাউণ্ড ওজন…।'

'থামো!' চিৎকার করলো রানা। 'কে বললো পার্কার প্রথম?'

থতমত খেয়ে গেল হেলমুট ডোবার। ফিসফিস করে বললো, 'তালিকাটা আমাকে আঁদ্রে জিদ দিয়েছে, রানা।'

'লড়বো আমি, কাজেই কার সাথে লড়বো সেটা আমিই ঠিক করবো—পর্তুগীজ…।'

ঝট করে রানার মুখে হাত চাপা দিলো চার্লি, ব্যাকুলস্বরে ফিসফিস করলো সে, 'দোস্ত, তোমার কি মাথা খারাপ হলো? শুরুতেই মার খেয়ে জ্ঞান হারাতে চাও? আগে দুর্বলগুলোর সাথে লড়ো। মাথা খাটাও, দোস্ত! এখানে আমরা ফূর্তি করার জন্যে আসিনি, মাইন চালাবার টাকা যোগাড় করতে এসেছি!'

ঝাপটা দিয়ে চার্লির হাতটা সরিয়ে দিলো রানা। 'আমি পর্তুগীজটাকে চাই!' চিৎকার করলো ও।

'ও ঠাট্টা করছে,' আড়ষ্ট হেসে দর্শকদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো চার্লি, তারপর রানার দিকে মারমুখো হয়ে তাকালো। 'সত্যি পাগল হয়ে গেছো? হোসে একটা নরখাদক, শুরু করার আগেই বিশ হাজার র‍্যাণ্ড

হয়েছে চাও?'

'আমি পর্তুগীজটাকে চাই,' জেদ ধরলো রানা। খেলনার দোকানে ঢুকে ছোট্ট বাচ্চাটি যেমন সবচেয়ে দামি খেলনার জন্যে জেদ ধরে।

'ওর দাবি পূরণ করা হোক!' হোটেলের ছাদ থেকে চেঁচামেচি শুরু করলো দর্শকরা। 'হোসে হার্নান্দেজ, রিঙে চলে এসো!' হেলমুট ডোবার তাদের দিকে নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকালো, তার ভয় হলো এবার হয়তো বোতলগুলো রিঙের দিকে ছোঁড়া হবে।

'ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেল সে। 'তার চ্যালেঞ্জে প্রথম সাড়া দিয়েছেন হোসে হার্নান্দেজ, ওজন…,' ভিক্টর ল্যাম্বের দিকে তাকালো হেলমুট ডোবার, ল্যাম্বের কথা পুনরাবৃত্তি করলো, '…দুশো আশি পাউণ্ড।'

প্যাঁচার ডাক, তীক্ষ্ণ শিস, গালাগালি ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ঝড় বয়ে গেল, এদিক–ওদিক দুলতে দুলতে বারান্দা থেকে রিঙ–এর দিকে এগোলো হোসে হার্নান্দেজ। সুফিয়াকে ডাইনিংরুমের জানালায় আগেই দেখেছে রানা, তার উদ্দেশে হাত নাড়লো ও। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে ওর উদ্দেশে একটা চুমো ছুঁড়ে দিলো সুফিয়া। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, টাইমকিপার হেলমুট ডোবার একটা বালতির গায়ে লাঠি ঠুকলো ঘন ঘন– ঘন্টা হিসেবে ওটাই ব্যবহার করা হচ্ছে। আঁতকে উঠে সাবধান করলো চার্লি, শুনতে পেলো রানা; বিপদটা সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় মাথা নিচু করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো ও। খুলির ভেতর যেন বিজলি চমকালো, পরমুহূর্তে দেখলো রিঙের বাইরে প্রথম সারি দর্শকদের পায়ের কাছে বসে রয়েছে ও।

মাথা ঝাঁকালো রানা, ঘাড়ের সাথে এখনও ওটা লেগে রয়েছে দেখে বিস্মিত হলো। কে যেন এক গ্লাস বিয়ার ঢাললো ওর মাথায়, দিশেহারা ভাব দূর হলো খানিকটা। অনুভব করলো রাগে গরম হয়ে উঠছে শরীর।

'সিক্স,' গুণলো হেলমুট ডোবার।

রশির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে পর্তুগীজ দৈত্য। 'আয়, কথা শোন, উঠে আয়। ঠিক আছে, অতো জোরে আর মারবো না। আয়, ভাই, আয়!'

'সেভেন, এইট।'

শরীরের নিচে পা দুটো টেনে নিলো রানা।

নিচের ঠোঁট দু'আঙুলে ধরে টান দিলো পর্তুগীজ যোদ্ধা। 'এই ঠোঁট দিয়ে তোকে চুমো খাবো, আয় না রে!'

দাঁড়ালো রানা, দর্শকরা ধরে উঁচু করলো ওকে, রশি টপকে রিঙে ফিরে এলো ও।

'এসেছিস, কিন্তু দেরি করলি কেন?' মারমুখো হয়ে কোমরে হাত দিলো হোসে হার্নান্দেজ।

রানার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মাঝখানের দূরত্বটা কখন পেরিয়ে এসেছে প্রতিপক্ষ, টেরই পেলো না পর্তুগীজ দৈত্য। ছুটে গিয়ে তার নাকে-মুখে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলো রানা, এবং তার একহাতের ধাক্কায় তাকে পাশ কাটিয়ে রশির ওপর ডিগবাজি খেয়ে নেমে গেল আবার রিঙের বাইরে, এবার দর্শকদের কোলের ওপর স্থান পেলো ও।

'রিঙেই থাকতে পারছো না, লড়বে কিভাবে?' দাঁড়ানো দর্শকদের একজন প্রতিবাদ করলো হাসিমুখে, হোসের পক্ষে বাজি ধরেছে সে।

'এভাবে!' দেখালো রানা। ধপাস করে বসে পড়লো লোকটা, কথা বলার শক্তি নেই। রশি ধরে রিঙে ফিরে এলো রানা, ইতিমধ্যে পাঁচ পর্যন্ত গুণে ফেলেছে হেলমুট ডোবার। উল্টোদিকের রশিতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে হোসে হার্নান্দেজ, মাত্র একটা ঘুসি খেয়েই মাথাটা ঝিম ঝিম করছে তার, এখনও দাঁড়াতে পারেনি সোজা হয়ে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগোলো রানা এবার, একেবারে কাছাকাছি এসে কি করলো ও-ই জানে,

দর্শকরা দেখলো ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো সিধে হলো দৈত্য, তার বুকের লম্বা ও ঘন লোমগুলোকে শার্টের কলার হিসেবে ব্যবহার করছে রানা। দৈত্যকে তার পায়ের ওপর স্থির করলো ও, তারপর আবার ঘুসি চালালো। রশি গলে দর্শকদের মাঝখানে গিয়ে পড়লো হোসে হার্নান্দেজ।

'ওয়ান, টু, থ্রি···,' তৃতীয়বার গুণছে হেলমুট ডোবার, এবার দশ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলো।

দর্শকদের মধ্যে থেকে বহুলোক একযোগে প্রতিবাদ জানালো, চিৎকার ও হৈ-চৈ ছাপিয়ে উঠলো হেলমুট ডোবারের গলা, 'তোমরা কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানাতে চাও?'

মনে হলো অনেকেই চায়।

'বেশ, দয়া করে তাহলে রিঙে উঠে এসো। আমি ছুঁড়ে দেয়া মন্তব্য গ্রহণ করতে পারি না।' হেলমুট ডোবারের আচরণ বোধগম্য, সিদ্ধান্ত পাল্টালে জরিমানা দিতে হবে তাকে। ওদিকে রশির কিনারা ধরে ক্ষুধার্ত সিংহের মতো পায়চারি করে বেড়াচ্ছে রানা। আগেই নিয়ম বেঁধে দেয়া হয়েছে, রেফারির সিদ্ধান্ত কেউ যদি মেনে নিতে না চায় তাহলে আলোচ্য বাউটে বিজয়ীর সাথে লড়তে হবে তাকে। যাতে শোভন দেখায়, কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর, রানার ডান হাতটা ধরে উঁচু করলো সে, বললো, 'বিজয়ী—পরবর্তী বাউট শুরু হবার আগে দশ মিনিট বিরতি। স্পনসররা কি দয়া করে আসবেন, তাদের সম্পত্তি সরিয়ে নেয়ার জন্যে?' ইঙ্গিতে পর্তুগীজ দৈত্যকে দেখিয়ে দিলো সে।

'দারুণ লড়েছো, দোস্ত,' রানার পিঠ চাপড়ে দিলো চার্লি। ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো বারান্দার দিকে।

'একে লড়া বলে?' তিক্তস্বরে অভিযোগ করলো রানা। 'এতো ফেলে দেয়ার প্রতিযোগিতা—ও আমাকে ফেলে দিলো, আমি ওকে ফেলে দিলাম।

আমার তৃপ্তি হয়নি।'

রানাকে একটা চেয়ারে বসালো চার্লি, ওর মুখের সামনে একটা গ্লাস ধরলো। 'এটা খেয়ে নাও, সুফিয়া পাঠিয়েছে।'

'কি এটা?'

'ফলের রস।'

'ফলের রস? কিন্তু আমার এই মুহূর্তে আরও উত্তেজক কিছু দরকার!'

'পরে, দোস্ত।'

স্পনসরদের কাছ থেকে পর্তুগীজের টাকা সংগ্রহ করে থলের ভেতর রাখলো চার্লি। চারজন লোক চ্যাংদোলা করে হোসে হার্নান্দেজকে তুলে আনলো বারান্দায়, এক কোণে ফেলা হলো তাকে, মুখে পানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পরবর্তী বাউট অ্যানথনি পার্কারের সাথে। মুখোমুখি সংঘর্ষে তার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। বারান্দা থেকে অত্যন্ত দ্রুতবেগেই হাঁটা ধরলো সে, কিন্তু উল্টোদিকে। দর্শকরা তাকে ধরে রিঙের দিকে ঠেলে দিলো। রিঙে উঠেও নিজের স্বভাবটা বজায় রাখলো পার্কার, রানার নাগাল থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকাই যেন তার একমাত্র সাধনা।

'এটা কি দৌড় প্রতিযোগিতা?' প্রতিবাদ করলো রানা।

'রানা, সাবধান, ও তোমাকে দৌড় খাটিয়ে মেরে ফেলবে!'

'লাস্ট ল্যাপ, পার্কার, আরেক চক্কর ঘুরলেই পাঁচ মাইল পুরো হবে তোমার।'

কৌশলে তাকে একবার কোণঠাসা করলো রানা, কিন্তু তারপরও পার্কার ওর নাগালের বাইরেই থেকে গেল। রিঙ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়লো সে। দর্শকরা আবার তাকে ছুঁড়ে দিলো রিঙের ভেতর। কাঠের মেঝেতে পড়লো পার্কার, পড়ে আর উঠলো না। ডান হাত উঁচু করে ধরে

রানাকে বিজয়ী ঘোষণা করলো হেলমুট ডোবার।

ইতিমধ্যে তৃতীয় যোদ্ধা তার বুকের ভিতর একটা তীব্র ব্যথার জন্ম দিয়েছে। 'এমন কষ্ট পাচ্ছি যে তুমি বিশ্বাস করবে না,' দাঁতে দাঁত চেপে ঘোষণা করলো সে।

'লক্ষণগুলো বলো দেখি,' ব্যস্তভাবে জানতে চাইলো আঁন্দ্রে জিদ। 'নিঃশ্বাস ফেলার সময় কি তোমার ফুসফুস থেকে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরোয়?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, এমন আওয়াজ হয় যে তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'প্লুরিসি,' রোগ নির্ণয় করলো আঁন্দ্রে জিদ, কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ ঈর্ষা।

'খুব কি খারাপ?' লোকটা ব্যাকুলস্বরে জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ, খারাপ। একশো ষোল নম্বর পৃষ্ঠা। চিকিৎসা হলো…।'

'সেক্ষেত্রে আমি লড়তে পারবো না। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে,' হাসিমুখে খেদোক্তি করলো রোগী।

'সত্যি দুর্ভাগ্যজনক,' সায় দিলো চার্লি। 'এর মানে হলো, পাঁচ হাজার র‍্যাণ্ড খোয়ালে তুমি।'

'কিন্তু তোমরা আমার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করবে না?'

'আবেদন জানিয়ে দেখো,' হাসিমুখে পরামর্শ দিলো চার্লি।

চতুর্থ প্রতিযোগী একজন জার্মান। লম্বা, মাথায় সোনালি চুল, চেহারায় সুখী সুখী ভাব। রিঙে আসার পথে তিন কি চার বার হোঁচট খেলো, রশিতে পা বেধে যাওয়ায় আছাড় খেলো একবার, নিজের কোণে পৌছুলো হামাগুড়ি দিয়ে। ওখানে পৌছে রিঙ পোস্টের সাহায্য নিয়ে দাঁড়াতে পারলো সে। তার কাছাকাছি এসে নিঃশ্বাসে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলো হেলমুট ডোবার, বাউলি কেটে বেরিয়ে আসার আগেই জার্মান প্রতিযোগীর কঠিন আলিঙ্গনের ভেতর আটকা পড়ে গেল সে। তাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করলো

রানার প্রতিদ্বন্দ্বী। দর্শকদের ভালো লাগলো ব্যাপারটা, কাজেই নাচের শেষে হেলমুট ডোবার টেকনিক্যাল নকআউট-এর যুক্তি দেখিয়ে রানাকে বিজয়ী ঘোষণা করায় কেউ কোনো আপত্তি জানালো না। কৃতিত্বটা আসলে পুরোপুরি সুফিয়ার পাওনা, কারণ সে-ই বিনা পয়সায় হুইস্কি সরবরাহ করেছে।

'তুমি চাইলে, দোস্ত, এখনই সার্কাসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারি আমরা,' রানাকে বললো চার্লি। 'সুফিয়া ডীপ মাস দুয়েক চালাবার মতো টাকা এরইমধ্যে জোগাড় হয়ে গেছে।'

'কিন্তু লড়লাম কোথায়?' প্রতিবাদ জানালো রানা। 'লড়ে যদি তৃপ্তিই না পেলাম...ওই লোকটাকে আমার পছন্দ,' হাত তুলে বারান্দায় বসা এক লোককে দেখালো ও। 'মনে হচ্ছে ওর সাথে জমবে। যথেষ্ট ব্যবসা হয়েছে, এবার আমি সত্যিই লড়তে চাই।'

লোকটা এলভিস পামার, নিগ্রো, আমেরিকান। 'ঠিক আছে, তোমার দাবি যুক্তিসঙ্গত,' রাজি হলো চার্লি।

'মি. এলভিস পামার, হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন অভ জর্জিয়া, ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা,' পরিচয় করিয়ে দিলো হেলমুট ডোবার।

ভিক্টর ল্যাম্প তার ওজন আন্দাজ করলো দুশো পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড। প্রতিযোগীর সাথে করমর্দন করলো রানা, ছোঁয়া পেয়েই বুঝতে পারলো ওর লড়ার সাধ অপূর্ণ থাকবে না।

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' মুঠো শক্ত, কিন্তু গলাটা তার ভারি নরম।

'অধমকে ক্ষমা করতে হবে,' বলেই বাতাসে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলো রানা, সিকি সেকেণ্ড আগে পামারের মাথাটা যেখানে ছিলো। ওপরে তোলা ডান হাতের নিচে, বুকের পাশটায়, কেউ যেন লোহার মুগুর দিয়ে বাড়ি

মেরেছে, টলতে টলতে পিছিয়ে এলো রানা। নতুন একটা গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল, নড়েচড়ে বসলো দর্শকরা, আগ্রহে চকচক করছে সবার চোখ। এই জিনিস দেখার জন্যেই পয়সা খরচ করে এসেছে তারা।

মার খেলো রানা, মার দিলোও; রণকৌশল লক্ষ্য করে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে গেল দুই প্রতিযোগীর। প্রথম রাউন্ড কোনো মীমাংসায় পৌঁছুনো গেল না। তিন মিনিট বিরতি নিয়ে আবার রিঙে ফিরে এলো ওরা। এলভিস পামার ঠাণ্ডা মাথার লোক, তাকে খেপিয়ে তুলতে ব্যর্থ হলো রানা, না খেপায় লড়াইয়ে কোনো ভুলও হলো না তার। তবে রানার চেয়ে ভারি সে, শরীরে মেদ বেশি, চতুর্থ রাউণ্ডে রানার চেয়ে বেশি হাঁপাতে দেখা গেল তাকে।

'ইয়া-য়া-য়া-হ!'

রিঙের চারপাশে পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে, তার মধ্যে আওয়াজটাকে বাঘের গর্জন বলে মনে হলো। পরস্পরকে ছেড়ে লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল রানা ও পামার, উপস্থিত সবার সাথে একযোগে ঘাড় ফেরালো বারান্দার দিকে।

জ্ঞান ফিরে এসেছে হোসে হার্নান্দেজের, দাঁড়িয়েছে সে, পাহাড়ের মতো চওড়া লোমশ বুকটা যেন গোটা বারান্দা আড়াল করে রেখেছে। সুফিয়ার সেরা টেবিলগুলোর একটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো সে, বুকের ওপর তুলে চাড় দিয়ে ভেঙে ফেললো পায়া দুটো, ও-দুটো যেন রোস্ট করা মুরগীর ডানা।

'জিদ, থলে!' চিৎকার করলো চার্লি। ছোঁ দিয়ে থলেটা তুললো আঁন্দ্রে জিদ, দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে দিলো। উড়ন্ত থলেটার দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ করলো রানা। থলেটা ডমরু লুফে নিলো দেখে স্বস্তির হিসহিস নিঃশ্বাস ছাড়লো ও। হোটেলের কোণ ঘুরে ঘাসবনের দিকে

খিঁচে দৌড় দিলো ডমরু।

'ইয়া-য়া-য়া-হু!' আবার হুঙ্কার ছাড়লো হার্নান্দেজ। দু'হাতে দুটো পায়া নিয়ে জনতাকে আক্রমণ করলো সে, তার আর রানার মাঝখানে ওরাই একমাত্র বাধা। হার্নান্দেজের সামনে দু'ফাঁক হয়ে গেল ভিড়টা।

'তুমি কিছু মনে করবে, লড়াইটা যদি অন্য আরেকদিন শেষ করি?' আমেরিকান প্রতিদ্বন্দ্বীকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'মোটেও না। আপনি যেদিন বলবেন। আমি নিজেই বিদায় নিতে চাচ্ছিলাম।'

রশির ফাঁক দিয়ে রানাকে ছুঁলো চার্লি। 'এক লোক তোমাকে খুঁজছে—খবরটা শুনেছো?'

'এটা হয়তো স্রেফ ওর বন্ধুত্ব প্রকাশের নিজস্ব ধরন।'

'আমি বাজি ধরতে রাজি নই—আসছো তুমি?'

ঝাঁকি খেয়ে থামলো হার্নান্দেজ, শক্ত করলো নিজেকে, তারপর ছুঁড়লো। সদ্য মাটি ছাড়া পায়রার মতো ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গিতে রানার মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে ছুটে গেল টেবিলের একটা পায়া, যাবার পথে বাতাসের ঝাপটা দিয়ে এলোমেলো করে দিলো মাথার চুল।

'পথ দেখাও, চার্লি!' নিজেকে বোঝালো রানা, এটাকে পালানো বলে না। একটা নিরস্ত্র দৈত্যের সাথে লড়া যায়, কিন্তু সশস্ত্র দানবের কাছ থেকে দূরে থাকাটা ফরজ। ওর দিকে আবার ধেয়ে আসছে লোকটা, একটা পায়া এখনও তার হাতে, দু'জনের মাঝখানে বাধা বলতে সরু কয়েকটা রশি। রানা ও চার্লি এতো জোরে দৌড়ালো, কার্ল লুইস উপস্থিত থাকলে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারতো না। হার্নান্দেজ, নিজেই একটা ভারি বোঝা, ওদের ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারলো না।

দুপুরবেলা সুফিয়া ডীপ-এ খবর নিয়ে এলো আঁদ্রে জিদ, তিনজন

স্পনসরকে পিটিয়ে অজ্ঞান করার পর একটা গরুর গাড়িতে চড়ে এলাকা ত্যাগ করেছে হোসে হার্নান্দেজ।

হাতের রাইফেলটা নামিয়ে রাখলো চার্লি। 'ধন্যবাদ, জিদ। ওর অপেক্ষায় লাঞ্চ খাওয়া হয়নি আমাদের।'

'টাকাগুলো গুণেছো তোমরা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো জিদ।

'গুণেছি, টেবিলের ওপর ঠোঙাটায় তোমার কমিশন আছে।'

'বেশ-বেশ। চলো, কোথাও গিয়ে ফুর্তি করি।'

'চলো,' দাঁড়িয়ে পড়লো চার্লি।

'চলো মানে?' বাধা দিলো রানা। 'মনে নেই, পঞ্চাশ ফুট গভীর আর তিনশো ফুট লম্বা একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়তে হবে?'

মাথা চুলকালো চার্লি। 'কাল সকাল থেকে শুরু করলে হয় না?'

'তোমার না ধনী হবার শখ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ, কিন্তু...।'

'সেক্ষেত্রে তর্ক করো না। চলো, কাজে হাত দিই,' জিদের দিকে তাকালো রানা। 'দুঃখিত, জিদ। পরে, কেমন?'

পাঁচ

চীনারা পটকা ফাটিয়ে ভূত-পেত্নীদের দূরে সরিয়ে রাখে। সেই একই পদ্ধতি ব্যবহার করলো রানা ও চার্লি—মিলটাকে চালু রাখলো ওরা।

পাওনাদারদের কানে যতোক্ষণ পাথর ভাঙার শব্দ পৌছুবে ততোক্ষণ কোনো অসুবিধে হবে না। সবাই বিশ্বাস করলো লাভজনক একটা রীফ–এ কাজ করছে ওরা, পাওনা টাকা মার যাবে না। কিন্তু আসলে কি ঘটছে সুফিয়া ডীপ–এ? মিলের সামনে যে পরিমাণ টাকা ঢাললো ওরা, পিছন থেকে হলুদ উজ্জ্বলতা নিয়ে যা বেরুলো তা বিক্রি করলে অর্ধেক টাকাও উঠবে না।

তবু কাজে কোনো আলস্য নেই ওদের, নতুন ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কাজ পুরোদমে চলছে। একের পর এক ডিনামাইট ফাটলো, আকাশ থেকে শেষ পাথরটা নেমে আসার সাথে সাথে ট্রেঞ্চের ভেতর আবার ঢুকলো ওরা, ধুলোর ভেতর সারাক্ষণ কাশতে কাশতে আলগা পাথর সরালো, নতুন ডিনামাইট বসানোর জন্যে। কোনো কোনো দিন সারা রাত কাজ করে ওরা, হারিকেন জ্বেলে ডিনামাইট বসায়।

একটানা বিশদিন কাজ করার পর দাড়ি কামালো চার্লি, শার্ট বদলালো, আবার ধার চাওয়ার জন্যে ধরনা দিলো সুফিয়ার কাছে। ঢাল বেয়ে তাকে পায়ে হেঁটে নেমে যেতে দেখলো রানা, গত হপ্তায় ঘোড়াগুলো বেচে দিয়েছে ওরা।

পরদিন সকালে ফিরে এলো চার্লি। ট্রেঞ্চের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখলো, নতুন ডিনামাইট বসাচ্ছে রানা। ওর খালি পিঠ ঘামে চকচক করছে, প্রতিটি পেশী জ্যান্ত প্রাণীর মতো নড়ছে। 'চালিয়ে যাও, দোস্ত, চালিয়ে যাও!' ওকে উৎসাহ দিলো সে।

মুখ তুলে তাকালো রানা। 'কতো?' জানতে চাইলো ও।

'আরও পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু এটাই শেষ—অন্তত সুফিয়া সেই হুমকিই দিলো।'

'ওটা কি?' চার্লির বগলের তলায় একটা প্যাকেট দেখে জিজ্ঞেস

করলো রানা। কাগজের প্যাকেট, তেলে ভিজে গেছে—জিভে পানি এসে গেল ওর।

'শুকনো রুটি ও পিঁয়াজ আর কতোদিন? আজ আমরা বীফ চপ খাবো,' নিঃশব্দে হাসলো চার্লি।

অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো রানার। 'ডমরু, মালাবি!' হাঁক-ডাক শুরু করে দিলো ও। 'উঠে এসো, সবাই উঠে এসো!' লক্ষ্যই করলো না যে ওর আচরণে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে চার্লি। ট্রেঞ্চের ওপর উঠে চার্লির কাছ থেকে প্যাকেটটা নিলো ও, ওখানেই ধুলোর ওপর বসে ডমরুকে নির্দেশ দিলো, 'যাও, রুটি আনো।'

অল্প মাংস, তা-ই সবাই ভাগাভাগি করে খেলো। চার্লি লক্ষ্য করলো, ভাগ করার সময় নিজের জন্যে প্রায় কিছুই রাখলো না রানা। নিজে যে কম নিয়েছে, এটা গোপন করার জন্যে পানি খাবার নাম করে তাড়াতাড়ি উঠে গেল ও।

খাওয়া শেষ হতে ডিনামাইট ফাটালো ওরা। এক ঘন্টা পর আবার নামলো ট্রেঞ্চের ভেতর।

পাশাপাশি হাঁটছে রানা ও চার্লি, ওদের পিছনে ভিড় করে এগোচ্ছে জুলুরা। শেষ মাথায় পৌছুলো ওরা, সদ্য ভাঙা পাথর ও মাটি স্তূপ হয়ে রয়েছে সামনে। রানা অনুভব করলো, ওর শরীরের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, বুকের ভেতর কিসের যেন একটা চাপ। পরমুহূর্তে ওর কাঁধের ভেতর ডেবে গেল চার্লির নখ, অনুভব করলো নখগুলো কাঁপছে।

জিনিসটা দেখতে সাপের মতো—যেন কালো একটা অজগর, ট্রেঞ্চের একদিকের দেয়াল বেয়ে নেমে এসেছে, সদ্য তৈরি আবর্জনার ভেতর অদৃশ্য হবার পর অপরপ্রান্তে বেরিয়ে এসেছে আবার।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, ওকে ছাড়িয়ে দ্রুত সামনে বাড়লো

চার্লি। ঝুঁকলো সে, রীফের একটা টুকরো তুলে নিলো হাতে। টুকরোটায় চুমো খেলো সে। 'এটা নিশ্চই ওই জিনিস, কি বলো, দোস্ত?' বিড়বিড় করলো, ব্যাকুলদৃষ্টিতে কি যেন খুঁজছে রানার মুখে। 'এ নিশ্চই লিড্ডার রীফ।'

'আঁন্দ্রে জিদকে ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো রানা।

সিধে হলো চার্লি, ডমরুর কাঁধে হাত রাখলো। 'শুকনো রুটির দিন শেষ…।'

ওদের হাসি আর আনন্দ দেখে কে! জুলুদের কোমর জড়িয়ে ধরে উন্মাদের মতো নাচতে শুরু করলো দু'জন। বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে জুলুরাও গান ধরলো। এই মুহূর্তে আড়াল থেকে কেউ ওদেরকে দেখে ফেললে পাগল ছাড়া কিছু ভাববে না।

'দাও, আরেকবার ওটা আমাকে ধরতে দাও!' বললো রানা।

জিনিসটা রানার হাতে তুলে দিলো চার্লি।

'আরে, সাংঘাতিক ভারি তো!'

'সাংঘাতিক,' একমত হলো চার্লি।

'পঞ্চাশ পাউণ্ডের কম হবে না, কি বলো?' বারটা দু'হাতে ধরে আছে রানা, আকারে একটা সিগার বক্স-এর মতো।

'বেশি!'

'মাত্র দুটো দিন কাজ করে যা পাচ্ছি তাতেই আমাদের সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে!'

'তারপরও কিছু বাঁচবে।'

ওদের মাঝখানের টেবিলে সোনার বারটা নামিয়ে রাখলো রানা। হারিকেনের আলোয় হলুদ হাসি ছড়াচ্ছে টুকরোটা। সামনে ঝুঁকে ওটার

গায়ে হাত বুলালো চার্লি। অমসৃণ ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসায় এখানে সেখানে ফুলে আছে গা। 'হাতটা আমি কোনোমতেই সরাতে পারছি না,' আড়ষ্ট হেসে স্বীকার করলো সে।

'আমিও,' বলে হাত বাড়ালো রানা।

'দু'এক হপ্তার ভেতর এটা বেচে সুফিয়ার পাওনা মিটিয়ে দেবো আমরা।'

মুখ তুললো রানা। 'কি বললে?'

'দেনা শোধ করতে হবে না?'

'অবশ্যই শোধ করতে হবে। তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ক্লেইমগুলোর দাম কতোদিনের মধ্যে শোধ করার কথা?'

'দু'বছরের মধ্যে।'

'ঠিক। এবার বলো, গোটা গোল্ডফিল্ডে কাদের কাছে নগদ টাকা আছে?'

হতভম্ব দেখালো চার্লিকে। 'এখন আমাদের হাতে আছে, আর...।'

'আর কারো কাছে নেই, যতোদিন না কেপটাউন থেকে বার্কলি ময়নিহান ফিরে আসে।'

'কেন, হেলমুট ব্রাদারদের কথা ভুলে যাচ্ছো? ওরাও তো লিডার রীফ পেয়েছে।'

'পেয়েছে, কিন্তু ইংল্যাণ্ড থেকে ওদের মেশিনারি না আসা পর্যন্ত কোনো লাভ হচ্ছে না।'

'বলে যাও!' চার্লি এখনও বুঝতে পারছে না ঠিক কোনদিকে যাচ্ছে রানা।

'সুফিয়াকে ক্লেইমের টাকা না দিয়ে এটাকে আমরা অন্য কাজে ব্যবহার করবো,' সোনার বার–এ হাত বুলালো রানা। 'দু'চার দিন পর

পর এরকম একটা করে টুকরো আসবে আমাদের হাতে। সব আমরা ব্যবহার করবো...।'

রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো চার্লি, 'কোন কাজে, দোস্ত?'

'গোল্ড ডাস্ট মাইন ও আমাদের মাইনের মাঝখানে টিমোথি ক্লার্কের ক্লেইম রয়েছে অনেকগুলো। ওগুলো আমরা কিনে ফেলবো। এরপর আমরা একটা টেন-স্ট্যাম্প মিল আনাবো ইংল্যাণ্ড থেকে।' চার্লিকে যেন স্বপ্ন দেখাচ্ছে রানা, স্বপ্নটার বৈশিষ্ট্য হলো উপাদান ও উপকরণগুলো অবাস্তব নয় মোটেও। 'টেন-স্ট্যাম্প মিল থেকে যে সোনা পাবো তা বেচে কি করবো আমরা? জমি কিনবো, ব্রিক-ফিল্ড তৈরি করবো, এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা খুলবো, গড়ে তুলবো ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানী। তালিকায় এরকম হাজারটা কাজ রয়েছে, চার্লি। তুমিই না বলেছিলে, সোনা হাতাবার আরও অনেক রাস্তা খোলা আছে? তুমি না বিরাট ধনী হতে চাও?'

চোখ দুটো চকচক করছে চার্লির, নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'ওপরে উঠতে কেমন লাগে তোমার, মানে মাটি থেকে অনেক ওপরে উঠতে? ভয় করে না তো?'

মাথা নাড়লো চার্লি।

'ভয় পেলে চলবে না, কারণ আমাদের আস্তানা হবে ঈগলরা যেখানে ওড়ে—পনেরো বা বিশ তলা বিল্ডিঙে। বুঝতে পারছো না, গোল্ডফিল্ডে আমরাই প্রথম সোনা পেয়েছি, এই সোনা দিয়েই আরও সোনা পাবার ব্যবস্থা করা যায়।'

রানার বাক্স থেকে কাঁপা হাতে একটা চুরুট বের করে ধরালো চার্লি। 'আর বলো না, আমি পাগল হয়ে যাবো! আমার হিসেবে তাহলে সত্যি ভুল হয়নি, তোমার ব্রেনটা যে ইনভেনটিভ তা আমি প্রথমেই ধরতে

পেরেছিলাম!'

পরদিন সকালে টিমোথি ক্লার্কের পঁচিশটা ক্রেইম কিনে নিলো ওরা। চুক্তিপত্রে সইয়ের কালি তখনও শুকোয়নি, উইলিয়াম ক্লিফোর্ডের সাথে দেখা করলো চার্লি, হেলমুট ব্রাদারদের অপরপ্রান্তের ক্রেইমগুলোর মালিক সে। সুফিয়া ডীপ-এ কাজ চালাচ্ছে একা রানা। বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের সাথে একের পর এক ক্রেইম কিনছে চার্লি। এক হপ্তার মধ্যে একশো ক্রেইম কিনলো সে, টাকা দিলো দামের মাত্র অর্ধেক, বাকিটা বাকি থাকলো। দেনার বহর দেখে রানাও মনে মনে খানিকটা উদ্বেগ বোধ করলো। কিন্তু ইতিমধ্যে খেপে গেছে যেন চার্লি, তাকে থামায় কে! তাকে এভাবে খেপিয়ে তোলার জন্যে নিজেকে দায়ী করলো রানা, উপলব্ধি করলো ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে চার্লি। একদিন এ-ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইলো রানা, কিন্তু চার্লি হেসে উঠে থামিয়ে দিলো ওকে, বললো, 'পিছু হটো, দোস্ত, জাদুকরের কাজ দেখো!'

'কিন্তু আমি আর এতো খাটতে পারবো না,' বললো রানা। 'রাতের ডিউটিটা অন্তত তোমাকে দিতে হবে।'

'আর একটা মাত্র রাত, দোস্ত,' বললো চার্লি। 'কাল আমি গোল্ড ডাস্ট মাইনের উল্টোদিকের চল্লিশটা ক্রেইম কিনতে যাচ্ছি। ও, ভালো কথা, আমি সেই আমেরিকান লোকটাকে চাকরি দিচ্ছি—এলভিস পামারকে। পরশু থেকে যোগ দেবে সে। দু'হাজার র‍্যাণ্ড বেতন। জুলুদের বেতন বাড়াবার কথা বলছিলে না তুমি? কতো বাড়াতে চাও?'

'ওদের পাঁচশো করে পাওয়া উচিত।'

'পাবে,' বললো চার্লি। 'ভালো কথা, কাল আমার সাথে যাচ্ছো তুমি, কিভাবে আমরা বড়লোক হচ্ছি নিজের চোখে দেখতে পাবে। ব্যাটা গ্রীক পম্পিডু প্রতিটি ক্রেইমের জন্যে এক লাখ করে চাইছে। কাল সুফিয়ার

আগামীকাল সকাল দশ'টায় আমার সাথে দর কষতে আসছে সে।'

'কিন্তু চার্লি, এখন যদি সাবধান না হও...।'

'তুমি কোনো চিন্তা কোরো না,' রানাকে আশ্বস্ত করলো চার্লি। 'দেখোই না কি করি।'

আগামীকাল সকাল দশ'টায় মনের আনন্দে বক বক করছে চার্লি, চেয়ারের বিমনাভাবে বসে আছে রানা। দশটা বাজলো, গ্রীক পম্পিডুর দেখা নেই। ক্রমশ পাল্টাচ্ছে চার্লির চেহারা, মনে মনে স্বস্তিবোধ করছে রানা। এগারোটার সময় হোটেলে ফিরে যেতে চাইলো ও।

'খোদা যা করেন ভালোই করেন, চার্লি। তিনি আমাদেরকে এখানে বসে থাকতে দেখে বুঝতে পেরেছেন আমরা মারাত্মক একটা ভুল করতে যাচ্ছি। তিনি ভাবলেন, না, এ-কাজ ওদেরকে করতে দেয়া যাবে না— তারচেয়ে গ্রীক লোকটার একটা পা ভেঙে দিই।'

জবাব না দিয়ে হাতঘড়ি দেখলো চার্লি। 'চলো, যাই!'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো রানা। 'এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা! লাঞ্চের আগেই টেবিলগুলো পরিষ্কার করতে পারবো আমরা।'

'হোটেলে নয়, আমরা পম্পিডুকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

'শোনো, চার্লি...।'

'পরে শুনবো, এখন চলো তো!'

ঘোড়া ছুটিয়ে ক্রোকোডিল-এর সামনে এসে থামলো ওরা, দু'জন পাশাপাশি ভেতরে ঢুকলো। রোদ থেকে এসেছে, ক্যানটিনের ভেতরটা অন্ধকার লাগলো, তা সত্ত্বেও একটা টেবিলে বসা ক'জন লোকের ওপর সাথে সাথে দৃষ্টি আটকে গেল ওদের। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছে পম্পিডু, তেল চকচকে কোঁকড়ানো চুলের মাঝখানে সিঁথিটা সাদা চক দিয়ে

আঁকা বলে মনে হলো। পম্পিডুর উল্টোদিকে বসা লোক দুটোর ওপর চোখ পড়লো রানার। ওদের চেহারার বর্ণনা আগেই চার্লির কাছ থেকে পেয়েছে ও, জানে দু'জনেই ইহুদি। তবে মিল বলতে ওইটুকুই। একজন যুবক, মসৃণ চামড়া চোয়ালের শক্ত হাড়ের ওপর টান টান হয়ে আছে, ঠোঁট জোড়া টকটকে লাল, কফি রঙা চোখ দুটো মেয়েদের মতো টানা টানা। তার পাশে বসা লোকটার কাঠামো যেন মোম দিয়ে তৈরি করার পর আগুনের গরম শিখার সামনে ধরা হয়েছিল। কাঁধ দুটো এমন অস্বাভাবিক গোল যে অঙ্গ-বিকৃতির পর্যায়ে পড়ে, নাশপাতি আকৃতির ধড়ের দু' পাশে ঝুলে আছে; অতি কষ্টে বহন করছে বিশাল গম্বুজ অর্থাৎ মাথাটাকে। দুই কানের কাছে চুল খুব ঘন। কিন্তু চোখ দুটোয়, হলুদ চোখ দুটোয় কৌতুককর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

'বার্কলি,' হিস হিস করলো চার্লি। তার মুড সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ঠোঁটে হাসি নিয়ে টেবিলটার দিকে এগোলো সে।

'হ্যালো, পম্পিডু—আমাদের না একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো?'

চেয়ারে বসা গ্রীক দ্রুত মোচড় খেলো। 'মি. চার্লি উডকক, আমি আটকা পড়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছি, এলাকায় ছিনতাইকারীদের আগমন ঘটেছে।' টেবিলটার পাশে থামলো চার্লি। এক নিমেষে টকটকে লাল হয়ে উঠলো বার্কলি ময়নিহানের মুখ, আড়চোখে লক্ষ্য করে সন্তুষ্টবোধ করলো সে। 'তোমার বেচার কাজ শেষ?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো পম্পিডু। 'আমি দুঃখিত, মি. চার্লি উডকক। আপনি তো দর কষছিলেন, কিন্তু মি. ময়নিহান আমার চাওয়া দামেই রাজি হয়ে গেলেন—তাও আবার নগদ টাকায়।'

এতোক্ষণে বার্কলি ময়নিহানের দিকে সরাসরি তাকালো চার্লি।

বিস্মিত হবার ভান করলো, যেন এই প্রথম দেখছে তাকে। 'আরে, আমাদের বার্কলি না? হ্যালো? তোমাদের বোন কেমন আছে, বার্কলি?'

আরেকবার লাল হলো বার্কলি ময়নিহানের চেহারা। মুখ খুললো সে, জিভ ও টাকরা সহযোগে দুটো শব্দ তৈরি হলো, তারপর বন্ধ হয়ে গেল ফাঁকটা।

মৃদু হাসলো চার্লি, যুবক ইহুদির দিকে তাকালো। 'ওর হয়ে জবাব দাও, ম্যাক।'

কফি রঙা চোখের দৃষ্টি টেবিলের ওপর স্থির হলো। 'মি. ময়নিহানের বোন ভালো আছেন।'

'আমার বিশ্বাস, কিম্বারলি থেকে আমাকে তাগিয়ে দেয়ার পরই জোর করে তার বিয়ে দেয়া হয়েছে, ঠিক কিনা?'

'মি. ময়নিহানের বোন বিয়ে করেছেন, হ্যাঁ।'

'আমাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কাজটা তুমি ভালো করোনি, বার্কলি,' বললো চার্লি। 'আরও বড় অন্যায় করেছো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিয়ে দিয়ে।'

কেউ কোনো কথা বললো না।

'পুরানো দিনের কথা আলোচনা করার জন্যে একদিন আমাদের বসতে হবে। আপাতত বি-বি-বিদা-বিদায়।'

ফেরার পথে রানা মন্তব্য করলো, 'ওর বোন যদি ওর মতোই দেখতে হয় তাহলে তো পালিয়ে এসে ভালোই করেছো।'

'শুধু সুন্দরী নয়, অত্যন্ত সহজ-সরল একটা মেয়ে,' বললো চার্লি। 'নিশ্চয়ই কোনো হাঙরের সাথে বিয়ে দিয়েছে, নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থের কথা ভেবে। এই ইহুদিগুলোকে তুমি চেনো না, টাকার জন্যে পারে না এমন কোনো কাজ নেই।'

'সেক্ষেত্রে বলতে হয় তোমার পিছু হটা উচিত হয়নি।'

'আফ্রিকায় তখন আমি নতুন, ওঅর্ক পারমিট পাইনি। ওরা আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তখন যদি তুমি পাশে থাকতে, সাহস পেতাম।'

'ম্যাকের ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইলো রানা।

'শুধু বার্কলির প্রতিধ্বনি নয়, তার হয়ে সমস্ত কাজ সে-ই করে— এমনকি, আমার সন্দেহ, বার্কলির দাম্পত্যজীবনের কর্তব্যগুলোও নিষ্ঠার সাথে পালন করে সে।'

হেসে উঠলো রানা।

'তাই বলে বার্কলি লোকটাকে ছোটো করে দেখো না। তোতলামিটাই তার একমাত্র দুর্বলতা, সেটাও কাটিয়ে ওঠার জন্যে ম্যাকের সাহায্য পায় সে। বিশাল ওই মাথার ভেতর গিলোটিনের মতো দয়ামায়াহীন একটা ব্রেন রয়েছে। গোল্ডফিল্ডে ফিরে এসেছে, এবার আমরা কিছু অ্যাকশন দেখতে পাবো। তার পাশে থাকতে হলে সারাক্ষণ ছুটতে হবে আমাদের।'

'অ্যাকশনের কথা যখন উঠলোই, চার্লি, হাতের টাকা আমরা নতুন মেশিন কেনার কাজে ব্যয় করি না কেন? ক্রেইমগুলো তো আর কিনতে পারছো না।'

নিঃশব্দে হাসলো চার্লি। 'গত হপ্তায় লণ্ডনে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি আমি। মাস শেষ হবার আগেই একজোড়া টেন-স্ট্যাম্প মিল পৌঁছে যাবে বন্দরে।'

'গুড গড, আমাকে জানাওনি কেন?'

'এমনিতেই দুশ্চিন্তায় ভুগছিলে, তোমাকে আরও কাহিল করতে চাইনি।'

চার্লিকে বিস্ফোরণের ধাক্কায় ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার জন্যে মুখ খুললো রানা, কোনো শব্দ করার আগেই ওর উদ্দেশ্যে একটা চোখ

হাসলো চার্লি, ঠোঁট জোড়া কাঁপতে থাকলো রানার। হাসির একটা উচ্ছ্বাস গলায় উঠে এসেছে, সেটাকে থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ও। হাসি ও নাটীবের কাঁপন থামার পর জানতে চাইলো, 'কতো দাম পড়বে?'

'ফের যদি এ প্রশ্ন করো, তোমাকে আমি ফাঁসিতে লটকাবো,' সহাস্যে বললো চার্লি। 'শুধু এটুকু জেনে রাখো, ব্যাংক ক্রেডিট–এর মাধ্যমে আমদানী করছি মেশিনগুলো। ব্যাংকের পাওনা মিটিয়ে দিলে ওগুলো আমরা হাতে পাবো। তারমানে মেশিন পৌঁছুবার আগে লিডার রীফের একটা বিরাট পাহাড় আমাদের ছোট্ট রিগটার ভেতর ঢোকাতে হবে।'

'কিন্তু নতুন যে ক্লেইম কিনেছো সেগুলোর বাকি টাকা শোধ করবে কিভাবে?'

'সেটা আমার ডিপার্টমেন্ট—যা করার আমি করবো, তোমাকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না।'

এভাবেই ওদের ব্যবসা ও বন্ধুত্ব একটা রূপ নিতে শুরু করলো। চার্লির কথা যেন কথা নয়, মন্ত্র—বশ করে রাখছে সবাইকে। ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে পাওনাদারদের সাথে টেবিলে বসে সে, নতুন নতুন প্ল্যান তৈরি করে, গোল্ডফিল্ড চষে বেড়ায় সম্ভাবনাময় ক্লেইমের খোঁজে। ইতিমধ্যে মিল চালাবার মতো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে রানা, যদিও চার্লির কাছ থেকে এখনও অনেক কিছু শেখার আছে ওর। চার্লির কোনো কোনো প্ল্যান চমক সৃষ্টি করলো, আবার কোনোটা ব্যর্থ হলো—ব্যর্থ হলে উৎসাহ হারিয়ে জড়পদার্থে পরিণত হয় সে, প্ল্যানটা সফল করার ও চার্লিকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব নিতে হয় তখন রানাকে। ওর সাথে পরিচিত হবার আগে চার্লির সাফল্য না আসার কারণটা উপলব্ধি করলো রানা, সেই সাথে এ–ও বুঝলো চার্লি না থাকলে মাইনিং ব্যবসায় সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়বে ও। অদ্ভুত একটা অনিশ্চয়তাবোধে ভোগে চার্লি, আত্মবিশ্বাসের অভাবে খাবি

খেতে থাকে, আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে আসে রানার কাছে। মুখ দেখে বা কথা শুনে তার মনের এই অবস্থা টের পাওয়া যায় না, শুধু রানার দিকে তাকালে তার চোখে ধরা পড়ে ব্যাপারটা। পাওনাদারদের ঠেকিয়ে রাখলো চার্লি, রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা মিলটাকে চালু রাখলো রানা। ব্যাংকের দেনা শোধ করে যেভাবেই হোক নতুন মেশিনগুলো ছাড়াতে হবে ওদের।

মিলের চারধারে দালান তুললো ওরা, মেল্টিং হাউস বানালো। নতুন বাড়িতে একাই থাকে রানা, চার্লি আবার হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে। ঢালের গায়ে তৈরি হলো জুলু শ্রমিকদের কোয়ার্টার। নদী থেকে পানি আনার জন্যে মটর ও পাইপ বসানো হলো। ইলেকট্রিসি পাবার কোনো উপায় নেই, বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হলো জেনারেটর দিয়ে।

দিনে দিনে গোটা উপত্যকার চেহারা বদলে গেল। বার্কলি ময়নিহানের নতুন মিল কাজ শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যে আরও অন্তত দশটা মিল চালু হবে। বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা এখন কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছে, তাদের বেশিরভাগই ভারতীয়। প্রতি হপ্তায় মিটিঙে বসে 'ডিগারস' কমিটি, এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তারা। প্রতিদিন রাস্তায় দু'বেলা পানি ঢালা হয়, ধুলো কমাবার জন্যে। রাইফেলধারী প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে, গোটা এলাকা টহল দিয়ে বেড়ায় তারা। চালু হয়েছে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা। এক ছুটির দিনে হোটেলের সব ক'জন খদ্দেরকে ভাড়া করলো সুফিয়া, কাঠ ও টিন খুলে গোটা হোটেলটাকে চাপিয়ে দিলো তারা গরুর গাড়িতে, মাইলখানেক দূরে এনে গোল্ডফিল্ডের মাঝখানে সুফিয়ার নিজের জায়গায় আবার খাড়া করা হলো সেটাকে। পরের হপ্তায় তাদের সম্মানে পার্টি দিলো সুফিয়া, পানাহারে মত্ত খদ্দেররা হোটেলটাকে দ্বিতীয়বার ভেঙে ফেলতে প্রায় সফল হতে যাচ্ছিলো। প্রতিদিনই দূরবর্তী শহর থেকে আরও বেশি করে গরুর গাড়ি আসে, মাল–সামান ও মানুষজনে

ভর্তি। নবাগতদের কাছ থেকে দশ র‍্যাণ্ড করে চাঁদা তোলে উপকার কমিটি, জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হবে।

এক সকালে হাতে একটা টেলিগ্রাম নিয়ে মাইনে চলে এলো চার্লি। কথা না বলে কাগজটা রানার হাতে গুঁজে দিলো সে। পড়লো রানা। ওদের নতুন মিল পৌঁছে গেছে। 'একি, এতো তাড়াতাড়ি এসে পড়লো?'

'হুঁ,' চিন্তিত দেখালো চার্লিকে।

'ব্যাংকের দেনা শোধ করার মতো টাকা আছে?'

'না।'

'তাহলে উপায়?'

'দেখি, ম্যানেজারের সাথে কথা বলবো।'

'কাজ হবে বলে মনে হয় না।'

'ভাবছি আমাদের ক্লেইমগুলো মর্টগেজ রাখবো।'

'তা কিভাবে সম্ভব? বেশিরভাগ ক্লেইমেরই তো টাকা শোধ করিনি আমরা, দলিলই পাইনি হাতে...'

'সেজন্যেই এ-সব ব্যাপার সামলানোর জন্যে একজন ফাইনান্শিয়াল জিনিয়াসকে দরকার তোমার,' হাসলো চার্লি, তার ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল। আমি শুধু তাকে বলবো, ওগুলো যে দামে কিনেছি, এখন বিক্রি করলে পাঁচগুণ বেশি দাম পাবো। পামারকে নিয়ে মিলটাকে চালু রাখো তুমি, আমি শহরে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসছি।'

'যদি সফল হও, তোমাকে আমি একমাসের ছুটি দেবো, সবেতন।'

দু'দিন পর হাতে একটা এনভেলাপ নিয়ে ফিরে এলো চার্লি, এনভেলাপের মুখটা লাল গালা দিয়ে সীল করা, এক কোণে লেখা রয়েছে 'লেটার অভ ক্রেডিট'। আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো ওরা।

হেলমুট ব্রাদারদের মেশিনও ওই একই জাহাজে পৌঁছেছে। একসাথেই

গেল ওরা, বন্দর থেকে একশোটা গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এলো সেগুলো। ফেরার পর, সুফিয়ার বারে বসে, হেলমুট ডোবারকে চ্যালেঞ্জ করলো চার্লি। 'এসো, বাজি ধরি—তোমাদের চেয়ে আগে চালু হবে আমাদের মিল।'

'রাজি। কতো টাকা?'

চার্লির পেটে কনুই দিয়ে খোঁচা মারলো রানা। 'সাবধান! হাত একেবারে খালি!'

'হাত খালি মানে? ব্যাংকের কাছ থেকে ধার নিয়ে ব্যাংকের টাকা শোধ করেছি, তারপরও পঞ্চাশ হাজার র‍্যাণ্ড রয়েছে না?'

'তাই নাকি? তাহলে টাকাটা দাও আমাকে, লোকটার পাওনা কিছুটা অন্তত শোধ করি।'

'লোকটার পাওনা? কোন্ লোকটার?'

'পরিবহন মালিকের।'

'কিসের পরিবহন?'

'আশ্চর্য, বন্দর থেকে মেশিনগুলো আনলে কিসে করে? ওগুলো আমি কিনে নিয়েছি।'

'কি!' হাঁ হয়ে গেল চার্লি। 'কিনে নিয়েছো—একশো গরুর গাড়ি?'

রানা হাসছে। 'পরিবহন ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক, লোভটা সামলাতে পারলাম না। আমাদের মেশিন নামিয়ে দিয়ে একদিন বিশ্রাম নেবে গাড়োয়ানরা, কালই রওনা হয়ে যাবে কেপটাউনের উদ্দেশ্যে, কয়লা নিয়ে। এরকম তিনবার আসা-যাওয়া করলেই দাম উঠে আসবে।'

নিঃশব্দে হাসলো চার্লি। 'ব্যাধিটা সংক্রামক, আমার সাথে থেকে তুমিও আক্রান্ত হয়েছো। ঠিক আছে, নিয়ে যাও টাকা—সেক্ষেত্রে বাজিটা আমাদের জিততেই হবে, এই আর কি!' হেলমুট ডোবারের দিকে ফিরলো

সে। 'পঞ্চাশ হাজার র‍্যাণ্ড, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকালো ডোবার।

একটা মিল সুফিয়া ডীপ–এ বসাচ্ছে ওরা, অপরটা বসাচ্ছে সুইটস মাইনের সামনের ক্লেইমে। প্রায় দুশো জুলু শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়েছে। একটা সুপারভাইজ করছে নিগ্রো মুষ্ঠিযোদ্ধা এলভিস পামার, অপরটা রানা—পালা করে দুটোর ওপর চোখ রাখছে চার্লি। দুটো খনিতে আসা-যাওয়ার পথে হেলমুট ব্রাদারদের ক্লেইমে একবার করে ঢুঁ মারে সে।

'ওরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, দোস্ত,' একদিন বললো চার্লি। 'বয়লারটা এরইমধ্যে বসিয়ে ফেলেছে ওরা।' খুবই মনমরা দেখালো তাকে।

কিন্তু পরদিন আবার তাকে হাসতে দেখা গেল। 'প্ল্যাটফর্মে যথেষ্ট সিমেন্ট মেশায়নি, ক্রাশার বসাতেই মেঝেতে ফাটল দেখা দিয়েছে। আবার নতুন করে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে ওদের। অন্তত তিন দিন পিছিয়ে পড়লো।'

কে জিতবে, তার ওপর বাজি ধরছে লোকজন। ক্যানটিন আর বারে এই একটা বিষয়েই কথা বলছে সবাই। এক শনিবার বিকেলে সুফিয়া ডীপ দেখতে এলো আঁন্দ্রে জিদ। ওদের কাজ দেখলো সে, দু'একটা পরামর্শ দিলো, তারপর মন্তব্য করলো, 'বেশিরভাগ লোক হেলমুটদের পক্ষে বাজি ধরছে—তাদের ধারণা, আগামী শনিবারে ওদের মিল চালু হয়ে যাবে।'

'যাও, আমাদের পক্ষে পাঁচ হাজার র‍্যাণ্ড বাজি ধরো তুমি, হারলে টাকাটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ো,' তাকে বুদ্ধি দিলো চার্লি। নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা।

আঁন্দ্রে জিদ চলে যাবার পর রানাকে আশ্বস্ত করলো চার্লি। 'চিন্তা করো না, দোস্ত—আমরা জিতছি। ওই ব্যাটা অ্যামেচার এঞ্জিনিয়ার, হেলমুট

সোবার, ক্রাশার–এর চোয়াল উল্টো করে জোড়া লাগিয়েছে। আজ সকালেই প্রথম লক্ষ্য করলাম। ক্রাশার চালু করার পর টের পাবে। সব আবার খুলে নতুন করে জোড়া লাগাতে হবে ওদের।'

চার্লির কথাই ফললো, হেলমুটদের মিল চালু হবার স্বস্তিকর পনেরো ঘন্টা আগেই চালু হলো ওদের মিল। চিবুক বুকে ঠেকিয়ে ওদের সাথে দেখা করতে এলো হেলমুট ডোবার, ঘোড়ায় বসে লোকটা যেন ঝিমাচ্ছে। বিড়বিড় করে বললো, 'কংগ্রাচুলেশন্স।'

'ধন্যবাদ, হেলমুট। তুমি কি চেকবইটা সাথে করে এনেছো?'

'সে–ব্যাপারে আলোচনা করতেই এসেছি আমি। আমাকে কিছুদিন সময় দেয়া যায় না?'

'ধার দিয়ে তোমাকে বিশ্বাস করা যায়,' বললো চার্লি। 'এসো, আমার সাথে বসে গলাটা ভেজাও। দেখি তোমাকে কিছু কেরোসিন বা ইঁট গছানো যায় কিনা।'

'হ্যাঁ, শুনলাম তোমাদের গাড়িগুলো আজ সকালে ফিরে এসেছে। টিন প্রতি কতো দাম চাইছো কেরোসিনের?'

'এক টিন চারশো র‍্যাণ্ড।'

আঁতকে উঠলো হেলমুট ডোবার। 'তোমরা দেখছি ডাকাতি শুরু করেছো! খুব বেশি হলে টিন প্রতি তোমাদের দাম পড়েছে দশ র‍্যাণ্ড!'

'আর সবাই বিক্রি করছে চারশো দশ র‍্যাণ্ড করে, জানোই তো,' বললো চার্লি। 'আমরা বরং কমে দিচ্ছি।'

চারদিকে যতো ব্যবসা আছে, সবগুলোর দিকে হাত বাড়ালো ওরা। সবার শীর্ষে থাকার ইচ্ছে ওদের, পুঁজি বলতে ঝুঁকি নেয়ার সাহস ও সুযোগের সদ্ব্যবহার। উঠলো ওরা ধাপে ধাপে, প্রথম দিকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হলো, সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকলো এই বুঝি সব তাসের

ঘরের মতো ভেঙে পড়লো। কিন্তু না, ব্যবসায়ী মহলে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার পর আর কোনো অসুবিধে হলো না, এক সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এলো ওরা'। টাকা যেন বাঁধ ভাঙা নদীর মতো ওদের দিকে ছুটে আসতে শুরু করেছে।

লিডার রীফ সুফিয়া দ্বীপে পাওয়া গেছে, তারচেয়েও বড় খবর হলো সুফিয়া দ্বীপে পৌঁছে রীফটার একটা শাখা বেরিয়েছে, সেটা আরও অনেক বেশি চওড়া এবং সমৃদ্ধ, বিস্তৃত হয়েছে ওদের কেনা পাশের ক্লেইমগুলোয়। এক সন্ধ্যায় অ্যামালগাম-এর বল রিটর্টে ফেলা হচ্ছে, রানা ও চার্লির সাথে উপস্থিত রয়েছে আঁন্দ্রে জিদ। বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে পারদ, সেই সাথে বিস্ফারিত হয়ে উঠছে জিদের চোখ। সোনার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলো সে, যেন তাকিয়ে আছে বিবস্ত্র কোনো তরুণীর দিকে। 'ঈশ্বর, এখন থেকে তোমাদের স্যার ও মিস্টার বলা উচিত আমার!'

'এরচেয়ে ভালো রীফ আর কোথাও দেখেছো, জিদ?' জানতে চাইলো চার্লি।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো আঁন্দ্রে জিদ। 'আমার একটা ধারণার কথা তুমিও জানো—পুরানো কোনো লেকের তলা ছিলো রীফটা। ধারণাটা যে সত্যি, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছো। শাখাটা আসলে কি বলো তো?'

'কি?'

'লেকের তলায় গভীর একটা ট্রেঞ্চ, প্রকৃতির তৈরি ফাঁদ—সোনার ভাণ্ডার। সব সোনা ওই ট্রেঞ্চে আটকা পড়ে আছে। শালার ভাগ্য বটে তোমাদের। গোল্ড ডাস্টে আমরা ট্রেঞ্চটা পাইনি, তাই তোমাদের তুলনায় অর্ধেকেরও কম সোনা পাচ্ছি আমরা।'

ওদের ব্যাংক ঋণের পরিমাণ দ্রুত কমতে শুরু করলো। ব্যবসায়ীরা ওদের দেখলে হাসিমুখে চেয়ার ছাড়ে। টিমোথি ক্লার্ককে একটা চেক লিখে

দিলো ওরা, একশো বছর তাকে আর খাওয়া–পরার চিন্তা করতে হবে না। সব দেনা শোধ করার পর ওদের দু'জনকে চুমো খেলো সুফিয়া, তাকে শতকরা সাত পার্সেন্ট ইন্টারেস্টও দেয়া হলো। আগেই পাকা হোটেল তৈরির কাজে হাত দিয়েছিল সুফিয়া, একতলার কাজ এরইমধ্যে শেষ হয়েছে, দোতলা ও তিনতলা বানাবার জন্যে ওদের কাছ থেকে দশ লাখ র‍্যাণ্ড ধার নিলো সে। ডাইনিং রুমের মাঝখানে অত্যন্ত সুন্দর একটা ঝাড়বাতি ঝোলানো হলো, সুফিয়াকে দেয়া রানার উপহার ওটা। তিনতলায় একটা বেডরুম স্যুইট তৈরি করা হলো, মেরুন ও সোনালি রঙের। সুফিয়া ঘোষণা করলো, বেডরুমটা চিরকাল খালি রাখা হবে রানার জন্যে। রানা যে ক্ষণিকের অতিথি, কিভাবে যেন আন্দাজ করে নিয়েছে সে। যে যাবার সে যাবেই, তাকে ধরে রাখার সাধ্য সুফিয়ার নেই, কিন্তু তবু চায় আবার যেন একদিন ফিরে আসে রানা। ওর মনের এই ইচ্ছেটা ভাষায় প্রকাশ না করে এভাবে প্রকাশ করলো সে। কামরাটা রানার জন্যে খালি রাখার ঘোষণা দিয়ে সুফিয়া যেন ওকে অনুরোধ করলো, আমাদেরকে ভুলে যেয়ো না।

আঁন্দ্রে জিদকে সুফিয়া ডীপ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হলো। না, তাকে ভাগিয়ে আনা হয়নি, গোল্ড ডাস্ট ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে এলো সে। নিজের জিনিস–পত্র নিয়ে স্টাফ কোয়ার্টারে উঠে এলো একদিন, চার্লিকে বললো, 'হয় আমাকে ভালো বেতনে একটা চাকরি দাও, তা না হলে কেপটাউনে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই—বেশিদিন তো আর নেই!'

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা শুনে রানা ও চার্লি খুব হাসাহাসি করলো। ইতিমধ্যে ওদের জানা হয়ে গেছে, আসলে আঁন্দ্রে জিদের কোনো অসুখ নেই, সবই তার কল্পনা। গোল্ডফিল্ডের নবাগত ডাক্তাররা সবাই পরীক্ষা করেছে তাকে, একবাক্যে জানিয়ে দিয়েছে আঁন্দ্রে জিদ সম্পূর্ণ সুস্থ

একজন মানুষ। খুব রেগে গেছে জিদ, তাদের সবাইকে হাতুড়ে বলে গাল দিয়েছে সে।

নতুন ক্রেইমে বসানো মিলের ম্যানেজার করা হয়েছে এলভিস পামারকে। ওটার নাম দেয়া হয়েছে শাপলা মাইন। শাপলা থেকে সুফিয়া দ্বীপের মতো অতো বেশি সোনা পাওয়া যায় না, কারণ এলভিস পামার নিয়মিত হাজিরা দেয় রিঙে।

একমাসও লাগলো না, ওদের সব দেনা শোধ হয়ে গেল। এখনও অনেক ক্রেইম খালি পড়ে রয়েছে, কাজ শুরু হয়নি। হাতে জমা হয়েছে বিপুল টাকা।

'গোল্ডফিল্ড এখন একটা শহর,' একদিন বললো রানা। 'এখানে আমাদের একটা অফিস থাকা দরকার। বেডরুম থেকে ব্যবসা চালানো যায় না।'

'ঠিক বলেছো,' সায় দিলো চার্লি। 'বিল্ডিংটা হবে মার্কেট স্কয়ারের কর্ণার প্লটে।' পরদিন থেকেই কাজ শুরু হলো। দোতলা বিল্ডিং, কামরা থাকবে বিশটা।

'জমির দাম একমাসে তিনগুণ বেড়েছে। আগামী মাসে আরও তিনগুণ বাড়বে।'

'ঠিক, এখনই কেনার সময়,' সমর্থন করলো রানা। 'ঠিক লাইনেই চিন্তা করছো তুমি।'

'আইডিয়াটা তোমার ছিলো,' মনে করিয়ে দিলো চার্লি।

'তাই নাকি?'

'মনে নেই, বলেছিলে, আমাদের আস্তানা হবে ঈগলরা যেখানে ওড়ে?'

'কিছুই কি তুমি ভোলো না?'

জমি কিনলো ওরা—অরেঞ্জ গ্রোভ-এ একহাজার একর, হসপিটাল হিল-এর কাছে আরও এক হাজার একর। ইতিমধ্যে ওদের গরুর গাড়ির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চারশোর মতো। নিজেদের ব্রিক ফিল্ডে রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা কাজ হচ্ছে, তারপরও কেপটাউন থেকে ইঁট কিনে আনতে হলো—প্ল্যান সংশোধন করে আরও বড় করা হচ্ছে অফিস।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত খেয়াল চাপলো চার্লির মাথায়। অপেরা হাউস বানাবে সে, কারণ গোল্ডফিল্ডে চিত্তবিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বড় শহরগুলোয় প্রচুর অপেরা হাউস আছে, রানা জানে ও-সব জায়গায় আসলে নির্মল চিত্তবিনোদনের নামে দেহ-ব্যবসাই চলে। শ্বেতাঙ্গ শাসিত সমাজে দেহ-ব্যবসা মানে কালো মেয়েদের ওপর সাদা পুরুষদের দৈহিক অনাচার। প্রায় এক হপ্তা ধরে বোঝাবার পর প্ল্যানটা বাতিল করতে রাজি হলো চার্লি, তবে ডিগারস' কমিটিকে দিয়ে একটা ক্লাব দাঁড় করালো সে, যেটার নাম দেয়া হলো অপেরা হাউস। প্রথম দিকে বড় শহরগুলো থেকে অপেরা পার্টি, গায়ক-গায়িকা, অভিনেত্রী ও কৌতুক শিল্পীদের ভাড়া করে আনা হলো। তাদের মধ্যে অনেকেই রয়ে গেল গোল্ডফিল্ডে।

অল্পদিনের মধ্যে গোল্ডফিল্ডে কোটিপতিদের সংখ্যা বেড়ে গেল। বার্কলি ময়নিহান, হেলমুট ব্রাদারস, ব্র্যাণ্ড টেলর, চার্লি উডকক, মাসুদ রানা ছাড়াও আরও বারো-তেরোজন লোক প্রায় রাতারাতি টাকার কুমীর বনে গেছে। এরা ক'জনই সদ্য গড়ে ওঠা শহরটার মালিক।

শহর মালিকদের হঠাৎ একদিন মিটিঙে ডাকলো বার্কলি ময়নিহান। সুফিয়ার নতুন হোটেলের প্রাইভেট লাউঞ্জে সবাইকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে সে।

'নিজেকে কি ভাবে ও,' প্রতিবাদ জানালো হেলমুট সোবার। 'আমরা

তার কেনা চাকর নাকি যে ডেকে পাঠাবে?'

'ব্যাটা ইহুদির নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে,' মন্তব্য করলো ব্র্যাণ্ড টেলর। জার্মান সে, আজও হিটলারের ভক্ত।

কিন্তু দাওয়াত কবুল করলো সবাই, যথাসময়ে উপস্থিত হলো সুফিয়ার হোটেলে। সবাই জানে, বার্কলি ময়নিহান যাতেই হাত দিক, টাকার গন্ধ তাতে না থেকেই পারে না।

রানা ও চার্লি সবার শেষে পৌছুলো। এরইমধ্যে হোটেলের প্রাইভেট লাউঞ্জ সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে গেছে, প্রত্যাশায় টান টান হয়ে আছে পরিবেশ। চামড়া মোড়া একটা চেয়ারে মাংসের স্তূপ, দেখেই বার্কলি ময়নিহানকে চেনা গেল। তার পাশে শান্তভাবে বসে আছে ম্যাক আব্রাহাম। লাউঞ্জে চার্লিকে ঢুকতে দেখে বার্কলি ময়নিহানের চোখের পাতা নড়লো শুধু, চেহারার ঠাণ্ডা ও নির্লিপ্ত ভাব একটুও বদলালো না।

রানা ও চার্লি খালি চেয়ার পেয়ে বসলো। ওরা বসতেই উঠে দাঁড়ালো ম্যাক আব্রাহাম। 'জেন্টেলমেন, মি. ময়নিহান আপনাদের ডেকেছেন একটা প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্যে।'

চেয়ারে বসা লোকগুলো সবাই সামনের দিকে একটু ঝুঁকলো। চোখগুলো চকচক করছে।

'বিপুল পরিমাণ টাকা ধনী লোকদেরই দরকার হয়, কারণ নতুন কোনো ব্যবসায় হাত দিতে হলে পুঁজির প্রয়োজন। সেজন্যে, অনেক সময়, ইতিমধ্যে আয় করা সমস্ত লাভ জড়ো করতে হয় এক জায়গায়। তারপরও দেখা যায়, প্রয়োজনীয় পুঁজি যোগাড় হলো না। অপরদিকে, আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন, যাঁদের বিপুল অলস টাকা রয়েছে, তাঁরাও বিনিয়োগ করার মতো ব্যবসার সন্ধানে আছেন।

'এ-ধরনের অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ করার জন্যে বসার

কোনো জায়গা নেই আমাদের। সবচেয়ে কাছের স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে কিমবারলিতে। এতো দূরে যে ওটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না। মি. ময়নিহান আপনাদের ডেকেছেন, নিজেদের একটা আলাদা স্টক এক্সচেঞ্জ গড়ে তোলার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখার জন্যে। বেশ কিছুদিন থেকে এ–ব্যাপারে চিন্তা–ভাবনা করছেন উনি, কিছু কিছু কাজ এরইমধ্যে সেরে ফেলেছেন—তার মধ্যে একটি হলো, সরকারী অনুমোদন। আপনারা যদি প্রস্তাবটা সমর্থন করেন, আজই তাহলে একজন চেয়ারম্যান ও গভর্নিং বডির জন্যে ইলেকশন হতে পারে।'

বক্তব্য শেষ করে বসে পড়লো ম্যাক আব্রাহাম। লাউঞ্জে পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো। প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা করছে সবাই, ভাবছে 'আমি কিভাবে উপকৃত হবো'?

'সন্দেহ নেই,' নিস্তব্ধতা ভাঙলো ব্র্যাণ্ড টেলর, 'আইডিয়াটা ভালো।'

'হ্যাঁ, একটা স্টক এক্সচেঞ্জ দরকার আমাদের।'

'প্রস্তাবটা আমি সমর্থন করি।'

শুরু হলো আলোচনা। কতো টাকা ফি ধরা হবে, নিয়ম–কানুন কি হবে, স্টক এক্সচেঞ্জ কাজ শুরু করবে কোথায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বলছে ওরা, ওদের চেহারা ও হাবভাব গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করছে রানা। এক একজনের চেহারা এক এক রকম, স্বভাব–চরিত্র মেলে না, ভাষা ও ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা রয়েছে, মিল আছে শুধু এক জায়গায়—লোভে চকচক করছে প্রত্যেকের চোখ। হঠাৎ করে উপলব্ধি করলো রানা, ও একজন বহিরাগত, এই লোকগুলোর মাঝখানে ওকে যেন একেবারেই মানায় না।

মিটিং শেষ হলো মাঝরাতে। রাত বারোটায় আবার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো ম্যাক আব্রাহাম। 'জেন্টেলমেন, মি. ময়নিহান চাইছেন আপনারা

বিদায় নেয়ার আগে, আমাদের নতুন স্টক এক্সচেঞ্জের দীর্ঘ আয়ু কামনা করে সবাই শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দেবেন।'

'এ একেবারেই অবিশ্বাস্য,' বিস্ময় প্রকাশ করলো চার্লি। 'শেষবার বার্কলি কাউকে পকেটের টাকা খরচ করে খাইয়েছে বিশ বছর আগে। আজ ওর হলোটা কি! এই, তাড়াতাড়ি ওয়েটারকে ডাকো, কে জানে আবার যদি মত পাল্টায়!'

চোখ ভরা ঘৃণা গোপন করার জন্যে মাথা নিচু করলো বার্কলি ময়নিহান।

ছয়

এরপর শহরটা আধুনিক হতে শুরু করলো। রাস্তা–ঘাট পাকা হলো, বসলো রেললাইন, এলো মোটর গাড়ি। ছোট্ট একটা পতিতালয় আগেই ছিলো, কয়লা খনির শ্রমিকদের জন্যে, শহরের আরেক প্রান্তে আরও একটা তৈরি হলো। বাকি থাকলো শুধু ইলেকট্রিসি, তা–ও ছ'মাসের মধ্যে এসে যাবে বলে ধারণা করা যায়। ইতিমধ্যে সরকারের টনক নড়েছে, ইনকাম ট্যাক্স অফিসাররা ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছে খনি মালিকদের। শহরে এখন তিনটে ব্যাংক কাজ শুরু করেছে। যে–কোনো দিন ঘোষণা করা হবে

শহরটা বড় হলো, তার সাথে বড় হলো চার্লি ও রানা। ওদের দৈনন্দিন জীবন দ্রুত বদলে গেছে, নিজেদের খনিতে হপ্তায় একবারের বেশি যায় না কেউ। দক্ষ লোকদের মোটা টাকা বেতন দিয়ে দলে টেনে নিয়েছে ওরা, সমস্ত কাজ-কর্ম তারাই দেখাশোনা করে। একটা রাস্তার নাম রাখা হয়েছে শেখ সাহিব রোড, ওদের অফিসটা ওই রোডেই। সোনা যেন ছুটন্ত লাভার মতো ধেয়ে আসছে অফিসটার দিকে।

দিগন্ত ছোটো হয়ে এলো ওদের, অফিস, হোটেল ও স্টক এক্সচেঞ্জ ছাড়া আর কোনো দিকে তাকাবার সময় নেই। তবু এই ছোট্ট জগৎটার ভেতর এতো বেশি রোমাঞ্চের সন্ধান পেলো রানা যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না ওর। প্রথম কিছুদিন অমানুষিক ব্যস্ততার মধ্যে জিনিসটা অনুভব করেনি ও, ভিত তৈরির কাজে এতটাই মগ্ন ছিলো যে অনুভব করার সময় ও শক্তি কোনোটাই পায়নি।

তারপর একদিন হঠাৎ করেই রোমাঞ্চের প্রথম স্বাদটা পেলো রানা। একটা জমির টাইটেল ডকুমেন্ট দরকার ওর, এক লোককে দিয়ে খবর পাঠালো ব্যাংকে, ধারণা করলো ব্যাংকের কোনো নিম্নমান কেরানী কোনও এক সময় দিয়ে যাবে। এক সময় নয়, প্রায় সাথে সাথে ব্যাংক থেকে লোকজন চলে এলো, লাইন দিয়ে রানার অফিস কামরায় ঢুকলো তারা— মোট তিনজন—অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, জুনিয়র অফিসার, কেরানী। বিস্ময়টা শারীরিক আঘাতের মতো নাড়া দিয়ে গেল রানাকে, নতুন একটা চেতনা সৃষ্টি হলো ওর মধ্যে। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় লোকজন ওর দিকে কিভাবে তাকায় লক্ষ্য করলো ও। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করলো বাইশ শো লোক খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্যে নির্ভর করে তার ওপর। বাপ্‌স্!

রোজ সকালে স্টক এক্সচেঞ্জে ঢোকা মাত্র ওদের সামনের পথ থেকে লোকজন সমীহের সাথে দ্রুত একপাশে সরে যায়, মেম্বারদের জন্যে

সংরক্ষিত লাউঞ্জে ঢোকা মাত্র বহু লোক নিজেদের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, ওদের সংরক্ষিত সিটে না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে তারা। ব্যবসা শুরু হবার আগে পরস্পরের দিকে ঝুঁকে ফিসফাস করে ওরা, তখন এমনকি গভীর জলের অন্যান্য মাছেরাও তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। চোখের পাতায় ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে লক্ষ্য করে বার্কলি ময়নিহান, তার চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, যেন ওদের মনের সমস্ত কথা পড়ে নিতে চায় সে। যেন চার্লি ও রানা কি নিয়ে আলাপ করছে জানার বিনিময়ে সবাই ওরা যে যার খনির একদিনের উৎপাদন খোয়াতেও পিছপা হবে না।

'কেনো!' রানা বা চার্লির এই নির্দেশ শোনার জন্যেই অপেক্ষা করে সবাই।

'কেনো। কেনো। কেনো!' ওদের দেখাদেখি শুরু হয় শেয়ার কেনা-বেচার তীব্র প্রতিযোগিতা। ওরা যে কোম্পানীর শেয়ার কিনবে, বাকি সবাইও সেটার দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তবে সিদ্ধান্তটা প্রথম যে নেবে, শেয়ারের সিংহভাগ তার কপালেই জুটবে। তারপরই হু হু করে চড়তে শুরু করবে দাম। অল্প দামে কেনো, চড়া দামে বিক্রি করো। কেনার পর চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নাও, তারপর বিক্রি করো। প্রতিদিন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমা হচ্ছে ব্যাংকে। নতুন নতুন ব্যবসাতে পুঁজি খাটাচ্ছে ওরা।

তারপর এক সকালে রোমাঞ্চের অনুভূতিটা এমন তীব্র হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে, তার সাথে শুধু চরম পুলকের তুলনা চলে। বার্কলি ময়নিহানের পাশ থেকে চেয়ার ছাড়লো ম্যাক আব্রাহাম, ধীর পায়ে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে লাউঞ্জে উপস্থিত সবাই চুপ হয়ে গেল, কেউ নড়লো না, শুধু দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করলো তাকে। ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো সে, নকশাদার কার্পেট থেকে বিষণ্ন চোখ দুটো তুললো, প্রায় ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিলো একগাদা কাগজ-পত্র।

'গুড মর্নিং, মি. মাসুদ রানা। গুড মর্নিং, মি. চার্লি উডকক। নতুন এই শেয়ার ইস্যুগুলো মি. ময়নিহান আপনাদেরকে দেখানোর জন্যে পাঠালেন। রিপোর্টগুলো পড়ার পর আপনারা হয়তো আগ্রহী হয়ে উঠবেন। ওগুলো গোপনীয়, বলাই বাহুল্য। মি. ময়নিহান মনে করেন আপনাদের সমর্থন পাবার সমস্ত গুণ এই শেয়ারগুলোর আছে।'

তোমার ক্ষমতা আছে, কাজেই তোমাকে ঘৃণা করে এমন লোককেও তুমি উপকার চাইতে বাধ্য করতে পারো। শুধু ওই একবারই নয়, এরকম আরও অনেকবার পারস্পরিক ব্যবসার স্বার্থে বার্কলি ময়নিহানের সাথে হাত মেলালো ওরা। ভাষা বা দৃষ্টি দিয়ে ওদের অস্তিত্ব অবশ্য কখনোই স্বীকার করলো না বার্কলি ময়নিহান। রোজ সকালে লাউঞ্জের এক প্রান্ত থেকে তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে চার্লি, 'হ্যালো, বাকপটু বার্কলি,' অথবা, 'আজ আমাদের একটা গান শোনাও না, বার্কলি।'

বার্কলির শুধু চোখের পাতা নড়ে, চেয়ারে আরও একটু ডেবে যায় শরীরটা, আর কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। তবে ব্যবসা শুরুর ঘন্টা পড়ার আগে তার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াবে ম্যাক আব্রাহাম, ধীর পায়ে এগিয়ে আসবে ওদের দিকে। বার্কলি ময়নিহান তখন ফায়ারপ্লেসের গন-গনে আগুনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে, যেন এই জগতেই নেই সে। ফিসফিস করে দু'চারটে কথা হবে রানা ও চার্লির সাথে, তারপর মনিবের পাশে ফিরে যাবে ম্যাক আব্রাহাম।

যেদিন ওরা একসাথে ব্যবসা করে, লাভের পরিমাণ হয়ে ওঠে অবিশ্বাস্য, বলা যায় ছোটোখাটো ঐশ্বর্য চলে আসে দুই পক্ষের হাতে। এক বিশেষ সকালে রেকর্ড তৈরি করলো ওরা, দু'ঘন্টার মধ্যে আয় হলো পঞ্চাশ লাখ র‍্যাণ্ড।

অনভিজ্ঞ বালক প্রথম যেদিন রাইফেল পায় হাতে, খেলনা হিসেবে

দেখে সেটাকে। টাকার যে কি ভীষণ ক্ষমতা, সে–সম্পর্কে খানিকটা যে ধারণা নেই রানার তা নয়, তবে নিজে কখনও মাঠে নেমে এতো টাকা কামায়নি ও, ফলে এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারছে টাকা আসলে রাইফেলের চেয়েও ভীতিকর একটা অস্ত্র, আরও অনেক বেশি মিষ্টি ও তৃপ্তিকর। প্রথম দিকে ব্যাপারটা হলো দাবা খেলার মতো; গোল্ডফিল্ড ছক, সোনা ও মানুষগুলো ঘুঁটি। মুখের একটা শব্দ বা চিরকুটে লেখা একটা বাক্যই যথেষ্ট, ঝন ঝন শব্দ করে জায়গা বদল করে সোনা, নাচতে শুরু করে মানুষ। পরিণতি বহু দূরে, কি হবে ভাবার অবকাশ নেই; আসল কথা ফলাফল—কালো কালিতে লেখা হয় ব্যাংক স্টেটমেন্টে। তারপর একদিন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে উপলব্ধি করলো ও, ছক থেকে ছিটকে পড়া মানুষকে ঘুঁটি রাখার বাক্সেও আর ফেরত নেয়া হয় না, কাঠের একটা নাইট যেটুকু সহানুভূতি পায় তা–ও তার কপালে জোটে না।

ব্র্যাণ্ড টেলর, হাসিখুশি মানুষটা, নিজেকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে তুললো। কেপটাউনের বিশাল এক আবাসিক প্রকল্পের জন্যে টাকা দরকার তার, স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রে সই করে টাকা ধার করলো সে, নিশ্চিতভাবে জানে প্রয়োজনে মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে পারবে। চুপিচুপি ধার করলো এমন সব লোকের কাছে, যাদেরকে বিশ্বাস করা যায় বলে তার ধারণা। নিজেকে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা রাখেনি, গন্ধ পেয়ে ছুটে এলো হাঙরের দল।

'ব্র্যাণ্ড টেলর টাকা পাচ্ছে কোথা থেকে?' জানতে চাইলো ম্যাক আব্রাহাম।

'তুমি জানো?' জিজ্ঞেস করলো চার্লি।

'না, তবে আন্দাজ করতে পারি।'

পরদিন আবার ওদের সাথে কথা বললো ম্যাক আব্রাহাম। 'আটজনের কাছ থেকে ধার করেছে টেলর। এই হলো তালিকা,' ম্লানমুখে ফিসফিস

করলো সে। 'কয়েকটা টিক চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো মি. ময়নিহান কিনবেন। বাকিগুলো কি আপনারা নেবেন?'

'নেবো,' বললো চার্লি।

পক্ষকাল মেয়াদী ঋণ, শেষ দিনে হামলা চালালো ওরা, ধারের টাকা ফেরত চাইলো; সময় দিলো চব্বিশ ঘন্টা। সব ক'টা ব্যাংকে পালা করে ধরনা দিলো ব্র্যাণ্ড টেলর।

'দুঃখিত, মি. টেলর—চলতি মাসে আমরা বাজেটের চেয়ে বেশি ঋণ দিয়ে ফেলেছি।'

'মি. ময়নিহানের হাতে গিয়ে পড়েছে আপনার ঋণপত্র, অত্যন্ত দুঃখিত।'

'সত্যি আমরা দুঃখিত, মি. টেলর, মি. চার্লি উডকক আমাদের একজন ডিরেক্টর।'

নতুন আনা গাড়িতে চড়ে এক্সচেঞ্জে ফিরে এলো ব্র্যাণ্ড টেলর। শেষবারের জন্যে লাউঞ্জে ঢুকলো সে। বিশাল কামরার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো, ঘামে ভেজা মুখ থমথম করছে, কথা বললো তিক্ত ও কর্কশ স্বরে। 'আমি প্রার্থনা করি, যখন তোমাদের পালা আসবে, যীশু যেন তোমাদের ওপর সদয় থাকেন! বন্ধুরা! হায়, আমার বন্ধুরা! রানা, কতোবার একসাথে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করেছি আমরা? আর চার্লি, কালই না তুমি আমার সাথে হ্যাণ্ডশেক করেছো?'

ঝট্ করে ওদের দিকে পিছন ফিরলো সে, হন হন করে হাঁটা ধরলো, বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। গ্রেট ব্লু নাইল হোটেলে তার স্যুইট এক্সচেঞ্জ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরেও নয়। মেম্বারস' লাউঞ্জ থেকে পিস্তলের আওয়াজটা পরিষ্কারই শুনতে পেলো ওরা।

সেদিন রাতে হোটেলে ফিরে প্রচুর মদ খেলো রানা। রীতিমতো অবাক

হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো চার্লি।

'কাজটা কেন করলো টেলর? আত্মহত্যা করতে গেল কেন?'

'মরেনি, পালিয়েছে,' জবাব দিলো চার্লি।

'যদি জানতাম এই কাণ্ড করতে যাচ্ছে সে…ওহ্ গড! শুধু যদি টের পেতাম…!'

'ড্যাম ইট, ম্যান—একটা সুযোগ নিতে চেয়েছিল, ফেঁসে গেছে—দোষটা আমাদের নয়। সে—ও এই একই আচরণ করতো আমাদের সাথে।'

'ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারছি না, চার্লি। এ অত্যন্ত নোংরা। চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। টাকা তো কম রোজগার করিনি, আর দরকার কি?'

'ধাক্কাধাক্কিতে আছাড় খেলো একজন, অমনি তুমি ভয় পেয়ে খেলাটাই বাদ দিতে চাও?'

'শুরুতে ব্যাপারটা এরকম ছিলো না, চার্লি। তুমি বুঝতে পারছো না, গোটা পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে?'

'বিষাক্ত, নোংরা, এই সব শব্দ ব্যবহার করছো তুমি, রানা।' চার্লির চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মুখটা থমথমে। 'তাহলে আমাকে বলো, শক্তিহীন একজন মানুষের জীবন যতোটুকু বিষাক্ত? তারচেয়ে বিষাক্ত আর কিছু আছে? গরীব একটা দেশে জন্ম তোমার, দারিদ্র্য কি জিনিস তোমাকে আমার শেখাতে হবে না—বলো তো, দারিদ্র্যের চেয়ে নোংরা ব্যাপার আর কিছু হতে পারে? কোথায় যাবে তুমি, রানা? কোথায় পালাতে চাও? যতো দূরেই যাও না কেন, সেখানেও দেখবে পরিবেশটা এখানের চেয়ে কম বিষাক্ত নয়। তারচেয়ে এসো আমরা যে অস্ত্রটা পেয়েছি সেটাকে ব্যবহার করি, অসহায়ত্ব আর দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে নিজেদের অন্তত বাঁচাই।

মানুষের জীবন একটা লড়াই বৈ কিছু নয়, দোস্ত। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।'

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, কিন্তু শুধু নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই কি? রানা তা বিশ্বাস করে না। ওর শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এটা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। দুনিয়ার বুকে আরও মানুষ আছে, তারা আছে বলেই তো ওর নিজের অস্তিত্ব এতো তাৎপর্যপূর্ণ ও মূল্যবান। কাজেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে সবার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে লড়তে হবে। সে-ধরনের একটা লড়াইকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে ও। পেশা নির্বাচনের সময় এই দর্শনটাই উৎসাহ যুগিয়েছে—দেশ ও দেশবাসীর অস্তিত্ব নিষ্কন্টক করতে চায় ও।

কিন্তু এসব কথা চার্লিকে বলা যায় না, বলে কোনো লাভ নেই। চার্লি তার নিজের অবস্থান থেকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করছে, ওর কথায় যুক্তিরও কোনো অভাব নেই, সেগুলো রানার যুক্তির সাথে মেলে না এই যা। বিচ্ছেদের একটা বেদনা চিনচিন করে বাজলো রানার বুকে। চার্লিকে ওর অসম্ভব ভালো লাগে, কিন্তু এই পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানো ওর পক্ষে দিনে দিনে কঠিন হয়ে উঠছে। নিজের হাতে গড়া এই সাম্রাজ্য, কঠিন পরিশ্রমে অর্জিত এই শ্রদ্ধা ও সম্মান, শীর্ষে থাকার রোমাঞ্চ ও তৃপ্তি, এ-সবই অত্যন্ত লোভনীয়, রানা উপভোগও করে। কিন্তু বিবেকের দংশন অস্থির করে তুলছে ওকে। এখানে আর বেশিদিন ওর থাকা উচিত হবে না। 'তুমি বলেছিলে, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে অনেক টাকা দরকার তোমার,' বললো ও। 'আর কতো টাকা চাই?'

'প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ?'

'ভুলে গেছো? সপ্তদশ ব্যারন টমাসকে একটা শিক্ষা দেয়ার কথা ছিলো না? তোমার এলাকার দুঃস্থ নিগ্রোদের জন্যে কিছু একটা করার কথাও তো ভাবতে এক সময়।'

'ও, হ্যাঁ—না, ভুলিনি, দোস্ত,' ঠোঁট বাঁকা করে হাসলো চার্লি। 'কিন্তু ও-সব পরে হবে। এখন আমি নিজেকে রাজা বা সম্রাট বানাবার কাজে ব্যস্ত।'

'তোমার ব্যস্ততা নিয়ে থাকো তুমি,' বিড়বিড় করলো রানা।

'কি বললে?' কি এক আশঙ্কায় নিমেষে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চার্লির চেহারা, ভাবলো শুনতে ভুল করেছে।

'আমার আর মন টিকছে না, চার্লি।'

কথা না বলে চেয়ার ছাড়লো চার্লি, যেন অসহ্য ব্যথায় হঠাৎ অস্থির হয়ে পড়েছে। রানার সামনে, কামরার মেঝেতে পায়চারি শুরু করলো সে। 'এখন যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও, আমার ওপর অন্যায় করা হবে। তুমি ছাড়া আমি অসহায়, এটা জানার পরও যদি ত্যাগ করো আমাকে, আমি তোমাকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবো না।' রানার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, ভিজে উঠেছে চোখ। 'আই লাভ ইউ, রানা!'

এই বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা, এটাকেই বা কিভাবে অস্বীকার করে রানা?

রানা কথা বলছে না দেখে ঘুরে দাঁড়ালো চার্লি, দরজার দিকে পা বাড়ালো।

'কোথায় যাচ্ছো?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলো রানা।

দাঁড়ালো চার্লি, কিন্তু রানার দিকে ফিরলো না। 'অপেরা হাউসে।'

'এতো রাতে···সুফিয়া কি বলবে?'

'সুফিয়া জানবে না।' কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল চার্লি।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা।

সকালে গোটা ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে উঠলো। অফিসে মেলা কাজ, নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া গেল না। একবার এক্সচেঞ্জে যেতে হলো

রানাকে, অপ্রত্যাশিত কয়েকটা সিদ্ধান্ত নেয়ায় উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠলো পরিবেশ। টাকার প্রভাব ও ক্ষমতা সারাক্ষণ পুলকিত করে রাখছে শরীর ও মন—দুপুরের আগে একবারই মাত্র ব্র্যাণ্ড টেলরের কথা মনে পড়লো ওর, কেন যেন মনে হলো ব্যাপারটা ততো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার কফিনে রাখার জন্যে বিরাট একটা ফুলের তোড়া পাঠালো ওরা।

বিকেলে রানার অফিসে খোলা জনালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে চার্লি, মুখে চুরুট। এক্সচেঞ্জে যাবে ওরা, ডমরুর অপেক্ষায় রয়েছে। মার্সিডিজ ও ক্যাডিলাক, দুটো গাড়ি ওদের, যদিও খুব কমই ব্যবহার করা হয়। চার ঘোড়ার একটা কোচ ওদেরকে আনা-নেয়া করে। ডেস্ক-এর পিছনে বসে কাগজ-পত্রে শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে রানা।

কমপ্লিট স্যুট পরেছে চার্লি, টাইয়ের পিনটা হীরের। তার বাম হাতে তিনটে আঙটি, তা-ও হীরে বসানো। সেগুলোর ওপর চোখ রেখে হাসলো নিজেই, বললো, 'মেয়েদের সান্নিধ্য আসলে ভালোই লাগে, এক সময় অভ্যেস হয়ে যায়। সুফিয়ার কথাই ধরো, বেশ অনেকদিনই তো হলো ওর সাথে মিশছি, কই, আমার তো একঘেয়ে লাগছে না!'

'সুফিয়া খুব ভালো মেয়ে,' ফাইলের নিচে খস খস করে সই করলো রানা, অন্যমনস্ক।

'বয়স তো কম হলো না,' বলে চলেছে চার্লি। 'যদি কখনও নিজের একটা পুত্রসন্তান চাই...।'

ফাইলটা বন্ধ করে মুখ তুললো রানা। হাসিটা ছড়িয়ে পড়ছে মুখে। 'আমার কানে যেন নতুন একটা সুর বাজছে?'

জানালার দিকে পিছন ফিরলো চার্লি। 'সময় মানুষকে বদলে দেয়, দোস্ত। আমার বয়স বাড়ছে না?'

'পুনরাবৃত্তি করছো,' অভিযোগ করলো রানা।

দুর্বল হাসি দেখা গেল চার্লির মুখে। 'তাহলে বলেই ফেলি…।'

বলা আর হলো না, বাইরের রাস্তা থেকে খটাখট-খটাখট খুরের আওয়াজ ভেসে এলো, কে যেন দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকেই আসছে। দু'জনেই ওরা জানালার দিকে এগোলো।

'পামার,' রুদ্ধশ্বাসে বললো চার্লি। 'নিশ্চই খারাপ কিছু ঘটেছে!'

একটু পরই সিঁড়িতে ছুটন্ত পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। নক না করেই ভেতরে ঢুকলো এলভিস পামার, ঘামে ভিজে আছে মুখ, হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। মাইনারদের ওভারঅল পরে আছে সে, পায়ে গামবুট। 'ন' নম্বর লেভেলে উথলে উঠেছে কাদা!'

'কতোটা খারাপ?' কর্কশ প্রশ্ন চার্লির।

'খুব খারাপ—আট নম্বর লেভেল পর্যন্ত ডুবে গেছে।'

'জেসাস, পরিষ্কার করতে কম করেও দু'মাস লেগে যাবে,' চার্লির চেহারায় উদ্বেগ। 'শহরের কেউ জানে, তুমি কাউকে বলেছো?'

'সোজা এখানে চলে এসেছি—ড্রেক গিবসন পাঁচজনকে নিয়ে ফেস-এ ছিলো বিস্ফোরণের সময়।'

'এখুনি ফিরে যাও,' নির্দেশ দিলো চার্লি। 'তবে শান্তভাবে। কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে। খনি থেকে বেরুতে দেবে না কাউকে। বিক্রি করার জন্যে সময় পেতে হবে আমাদের।'

'ইয়েস, মি. উডকক,' ইতস্তত করলো এলভিস পামার। 'কাদার বিস্ফোরণ ড্রেক গিবসন আর তার পাঁচজন সহকারীকে আঘাত করেছে। …আমি কি ওদের বাড়িতে খবর পাঠাবো?'

'কি আশ্চর্য, তুমি কি ইংরেজি বোঝো না?' ধমক দিলো চার্লি। 'আমি চাই না দশটার আগে কেউ কিছু জানতে পারুক। হাতে কিছুটা সময়

দরকার আমাদের।'

'কিন্তু মি. উডকক...,' হতভম্ব দেখালো এলভিস পামারকে। চার্লির দিকে তাকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো সে। ছ'জন লোক কাদায় ডুবে মারা গেছে, অপরাধবোধের একটা খোঁচা অনুভব করলো চার্লি।

'ওদের বাড়িতে আমি খবর দেবো,' বললো রানা। 'দশটার পর। তুমি যাও, পামার।'

এক্সচেঞ্জে ব্যবসা শুরু হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে শাপলা মাইনের শেয়ার বিক্রি করে দিলো ওরা, এক হপ্তা পর আবার ওগুলো কিনলো–অর্ধেক দামে। আরও দু'হপ্তা পরে পুরোদমে উৎপাদন শুরু করলো শাপলা মাইন।

অরেঞ্জ গ্রোভ–এর জমি ছোটো ছোটো প্লটে ভাগ করে বেচে দিলো ওরা, শুধু একশো একর নিজেদের জন্যে আলাদা করে রাখলো–ওখানে বাড়ি বানাবে।

বাড়ির নক্সা তেরির সময় নিজেদের কল্পনা ও মেধা খাটালো ওরা। চার্লির কথা হলো, বিশাল একটা কীর্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হবে ওদের বাড়িটাকে। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে কেপটাউন বোটানিক্যাল গার্ডেন–এর হরটিক্যালচারিস্টকে আনানো হলো গোল্ডফিল্ডে। জমিটা তাকে দেখালো ওরা।

'আমাকে একটা বাগান তৈরি করে দিন,' বললো চার্লি।

'পুরো একশো একরে?'

'হ্যাঁ।'

ঢোক গিললো হরটিক্যালচারিস্ট। 'ধরে নিচ্ছি আপনার তাহলে টাকশাল আছে।'

'মানি ইজ নো প্রবলেম,' তাকে আশ্বস্ত করলো চার্লি।

ইরাক ও ইরান থেকে এলো কার্পেট, কাঠ এলো জিম্বাবুই থেকে, ব্যবহার করা হলো ইটালির মার্বেল। প্রধান প্রবেশপথের গেটে সাদা মার্বেলের ওপরে সোনালি হরফে লেখা হলো—'দুই তরুণ যাযাবর এখানে কিছুদিন স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী ছিলো'। গার্ডেনার কিছু ভুল বলেনি, বাড়িটা তৈরি করতে টাকা যেন হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। রোজ বিকেলে, এক্সচেঞ্জ বন্ধ হবার পর, দুই বন্ধু গাড়ি নিয়ে চলে আসে মিস্ত্রিদের কাজ দেখতে। একদিন ওদের সাথে সুফিয়াও এলো, বাড়িটা তাকে ঘুরিয়ে দেখাবার সময় বাচ্চা ছেলেদের মতো আচরণ করলো ওরা।

'এটা হবে বলরুম,' সুফিয়ার সামনে মাথা নোয়ালো রানা। 'ম্যাডাম কি আমার সাথে একটু নাচবেন?'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।' পরমুহূর্তে রানার দুটো বাহু শূন্যে তুলে নিলো তাকে, বালি ও সিমেন্টের স্তূপ পার করে একগাদা শোয়ানো বাঁশের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলো।

'আর এটা হলো সিঁড়ি,' সুফিয়াকে বললো চার্লি। 'মার্বেল—কালো আর সাদা মার্বেল—আর মেইন ল্যাণ্ডিঙে, ওখানটায়, একটা কাঁচের মোড়কে থাকবে বার্কলির মুণ্ড, মুখের ভেতর থেকে অর্ধেক বেরিয়ে আছে একটা আপেল।'

হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে ধাপগুলো টপকে এলো সুফিয়া, দোতলায় উঠে অমসৃণ কংক্রিটের ওপর দাঁড়ালো।

'তুমি দাঁড়িয়ে আছো রানার বেডরুমে। বিছানাটা হবে ওক কাঠের,' বললো চার্লি। প্যাসেজ ধরে এগোলো ওরা, দু'জনের মাঝখানে সুফিয়া, তিন জোড়া হাত পরস্পরকে জড়িয়ে আছে।

'আর এটা হলো আমার কামরা। আমার ইচ্ছে ছিলো নিরেট সোনার

একটা বাথটাব বসাবো, কিন্তু ঠিকাদার বলছে অসম্ভব ভারি হয়ে যাবে, আর রানা বলছে ভালগার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও, গোটা উপত্যকা দেখতে পাবে। সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়েই এক্সচেঞ্জের প্রাইস পড়তে পারবো, টেলিস্কোপের সাহায্যে।'

'ভারি সুন্দর!' সুফিয়া যেন স্বপ্ন দেখছে। 'কতো বড় বাড়ি এটা?'

'বাগান ইত্যাদি মিলিয়ে একশো একর। সবটুকু দেখতে হলে দু'দিন লেগে যাবে। তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'অসম্ভব ভালো লাগছে আমার।'

'এটা কিন্তু তোমার কামরাও হতে পারে!'

চেহারা রাঙা হতে শুরু করলো সুফিয়ার, তারপর আড়ষ্ট হয়ে উঠলো পেশী। 'ও ঠিকই বলেছে—তুমি সত্যি ভালগার।' ওদের দিকে পিছন ফিরে দরজার দিকে পা বাড়ালো সুফিয়া, অপ্রতিভ ভাবটা গোপন করার জন্যে চুরুটের খোঁজে পকেট হাতড়াতে শুরু করলো রানা।

দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে সুফিয়াকে ধরে ফেললো চার্লি, দুই কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরালো তাকে। 'ইউ সুইট ইডিয়ট, ওটা একটা প্রস্তাব ছিলো।'

'যেতে দাও আমাকে!' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা সুফিয়ার, চার্লির হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করছে। 'কি ভাবো তুমি আমাকে!'

'সুফিয়া—আমি সিরিয়াস। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

চুরুটটা রানার মুখ থেকে খসে পড়লো, তবে মেঝেতে পড়ার আগেই ধরে ফেললো আবার।

স্থির হয়ে গেছে সুফিয়া, চার্লির মুখে বিঁধে আছে দৃষ্টিটা।

'হ্যাঁ কিংবা না—তুমি আমাকে বিয়ে করবে?' আবার জিজ্ঞেস করলো

প্রথমে একবার ধীরে ধীরে, তারপর দু'বার অত্যন্ত দ্রুত মাথা ঝাঁকালো সুফিয়া।

খুক করে কেশে ওদের দিকে পিছন ফিরলো রানা, বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

শহরে ফেরার পথে বাকশক্তি আবার ফিরে পেলো সুফিয়া, সুখী ও ছটফটে চড়ুই পাখির মতো কিচিরমিচির করছে সে, ঠোঁটে স্বভাবসুলভ বাঁকা হাসি নিয়ে তার হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে চার্লি। ক্যাডিলাকের পিছনে বসে আছে ওরা!

হঠাৎ জানতে চাইলো চার্লি, 'কি ব্যাপার, দোস্ত, তুমি কিছু বলছো না যে?'

ড্রাইভ করছে রানা, মুখে চুরুট। 'আমি ভাবছি।'

'কি ভাবছো, রানা?' সুফিয়ার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে হাসি চাপলো চার্লি, কৌতূহলে চকচক করছে চোখ। হঠাৎ কেন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল সুফিয়া।

'সুফিয়া, তুমি জানো তো, দান করা জিনিস ফিরিয়ে নেয়া যায় না?' জিজ্ঞেস করলো রানা। তারপর বললো, 'তোমার হোটেলের বেডরুম স্যুইটটা তুমি আমাকে দান করেছো, মনে আছে? ওটা কিন্তু ফিরিয়ে নিতে পারবে না।'

গাড়ির ভেতরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর চার্লি বললো, 'কি বলতে চাও?'

'তিনজন মানে ভিড়,' সংক্ষেপে জবাব দিলো রানা।

'না!' প্রায় আঁতকে উঠলো সুফিয়া।

'বাড়িটা তোমারও, দোস্ত!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো চার্লি।

'ওটা আমি তোমাকে দিলাম—বিয়ের উপহার।'

'থামো তো!' হাসিমুখে ধমক দিলো চার্লি। 'অতো বড় বাড়ি, আমাদের সবারই জায়গা হবে।'

পিছন থেকে রানার গলা জড়িয়ে ধরলো সুফিয়া। 'তোমার মতলব খুব খারাপ। কোনো মানুষ এতোটা স্বার্থপর হতে পারে বলে আমার ধারণা ছিলো না।'

থতমত হয়ে গেল রানা। 'মানে?'

'জানো তোমাকে আমরা ভালোবাসি, আর তাই তুমি এ শাস্তির কথা ভেবেছো।'

'শাস্তি?'

'তোমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাইছো আমাদের। দূরে ঠেলে দিতে চাইছো।'

হেসে ফেললো রানা।

'প্লীজ, রানা,' পিছন থেকে রানার গলাটা নিজের দিকে টানলো সুফিয়া। মাথার পিছনে নরম কিসের যেন স্পর্শ পেলো রানা, সুফিয়া তার বুকটা ওর মাথার সাথে চেপে ধরেছে। 'প্লীজ, কতোদিন একসাথে আছি। তুমি না থাকলে একা হয়ে যাবো আমরা।'

'হুঁম।'

'প্লীজ!'

'আরে থাকবে ও, আমাদের সাথেই থাকবে,' হাসছে চার্লি। 'পালাবার চেষ্টা করলে ওকে আমরা বেঁধে রাখবো না!'

'তুমি চুপ করো। আমি ওর মুখ থেকে শুনতে চাই। রানা, প্লীজ!'

কাঁধ ঝাঁকাতে চেষ্টা করলো রানা, প্রায় ওর পিঠে চড়ে বসেছে সুফিয়া। ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে আছে ওর।

'রাজি না হওয়া পর্যন্ত তোমার ঘাড় থেকে আমি নামছি না,' হুমকি

দিলো সুফিয়া। তারপর সম্পূর্ণ অন্য সুরে; প্রায় বিষণ্নই বলা যায়, বললো সে, 'যে আমার নাম বদলে দেয়ার অধিকার রাখে, তার ওপর আমারও নিশ্চই কিছুটা অধিকার আছে। শেখ···শেখ না ছাই···মাসুদ রানা, তোমাকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি, আমাদের সাথে একই বাড়িতে থাকবে তুমি।' ক্ষীণ হলেও তিক্ত হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে।

'ঠিক আছে,' অস্ফুট স্বরে বললো রানা। 'থাকবো।'

সাত

পাশের শহরে রেস খেলতে গেল ওরা। অস্ট্রিচ পাখির পালক গোঁজা হ্যাট পরেছে সুফিয়া। রানা ও চার্লি পরেছে বাদামি টপকোট। দু'জনের হাতে দুটো ছড়ি, হাতলগুলো সোনা দিয়ে মোড়া।

'হারিকেন'-এর ওপর দশ হাজার র‍্যাণ্ড বাজি ধরো,' সুফিয়াকে পরামর্শ দিলো চার্লি। 'জেতা টাকায় বিয়ের কাপড়চোপড় কেনা হয়ে যাবে। হারিকেনই প্রথম হবে, দেখো···।'

'কেন, মি. ময়নিহানের সান অভ আ গান? আমি শুনেছি, আজকের মাঠে ওটাই নাকি সবচেয়ে তাগড়া ঘোড়া।'

ভুরু কোঁচকালো চার্লি। 'তুমি শত্রু শিবিরে যোগ দিতে চাও?'

'শত্রু? আমি তো তোমাদেরকে প্রায় বন্ধুর মতো ধরে নিয়েছি।'

হাতের ছাতাটা মাথার ওপর ঘোরাচ্ছে সুফিয়া। 'জানো তো, একটা হোটেল চালাই আমি, সব খবরই আমার কানে আসে। শুনতে পাই এক্সচেঞ্জে তোমরা একসাথে ব্যবসা করছো।'

লাগাম টেনে ঘোড়াগুলোর গতি কমালো ডমরু। ডার্বি ক্লাবের সামনে চলে এসেছে ওরা, কোচ ও লোকজনের ভিড়ে যানজট লেগে গেছে।

'দুটোই ভুল তথ্য,' সুফিয়াকে বললো চার্লি। 'লম্বা দৌড়ে হারিকেনের সাথে পারবে না সান অভ আ গান, ওটার পা অতিরিক্ত সরু—জন্ম থেকেই। প্রথম মাইল হয়তো হারিকেনের সাথে পাল্লা দেবে, কিন্তু তারপর পিছিয়ে পড়বে। আর একসাথে ব্যবসার কথা যেটা বললে, আসলে মাঝে মধ্যে দু'একটা হাড় ওর দিকে ছুঁড়ে দিই আমরা, তার বেশি কিছু না—ঠিক না, দোস্ত?'

রানার চোখ স্থির হয়ে আছে ডমরুর পিঠের ওপর। শুধু নেংটি পরে আছে ডমরু। ঘোড়াগুলোকে অভ্যস্ত ও দক্ষ হাতে সামলাচ্ছে সে। তার কথা শুনতে পাবার জন্যে কান খাড়া করে রেখেছে জানোয়ারগুলো। কোমল, আদর ভরা সুরে ওগুলোর সাথে কথা বলছে সে। সবই ঠিক আছে, শুধু ডমরুর প্রায় দিগম্বর সেজে থাকাটা খারাপ লাগলো রানার। নেংটি পরা ডমরু বনভূমিতে সুন্দর, কিন্তু সভ্য সমাজে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু।

'আমি ঠিক বলিনি, দোস্ত?' আবার জানতে চাইলো চার্লি।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো,' বিড়বিড় করলো রানা, অন্যমনস্ক। 'চার্লি, ডমরু আমাদের সাথে সেই একেবারে শুরু থেকে আছে, তাই না? ওর দিকে আরও একটু খেয়াল দেয়া উচিত ছিলো আমাদের। ওকে আমরা কিছুটা লেখাপড়া শেখাতে পারতাম, কাপড় পরায় অভ্যস্ত করতে পারতাম···এখনও অবশ্য পারা যায়···।'

কিন্তু ওর কথায় কান নেই ওদের। চার্লির সাথে তর্ক করছে সুফিয়া।

'তুমি শুধু নিজের ঘোড়ার কথাই বলছো। কেপ ডার্বি প্রতিযোগিতায় দু'বার জিতেছে অ্যাপোলো। ওয়াণ্ডার বয়ও ফেলনা নয়, গত মাসে একটাতে জিতেছে, দুটোয় রানার্স আপ হয়েছে।'

'আরে রাখো!' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো চার্লি। 'আমাদের হারিকেনের তুলনায় ল্যাংড়া ঘোড়া ওগুলো। হারিকেন ছুটবে না, শেষ প্রান্তটা পেরুবে হেঁটে—ও যখন আস্তাবলে ফিরে যাবে, সান অভ আ গান তখন বহুদূর থেকে দেখতে পাবে ফিনিশিং পোস্ট।'

'কঁক–কঁক কঁক–কঁক!' চার্লির মনোযোগ দাবি করছে রানা।

'সুফিয়া, দেখো তো আমাদের মোরগটা অমন করছে কেন!'

'ডমরুকে আমাদের কাপড় পরা শেখানো উচিত,' বললো রানা।

'শেখাও না, কে তোমাকে বারণ করছে। এক ডজন শার্ট–প্যান্ট কিনে দিয়ো।'

সংরক্ষিত এলাকায় থামলো কোচ। সদস্যদের জন্যে নির্দিষ্ট গেট দিয়ে মাঠে ঢুকলো ওরা, রানা ও চার্লির মাঝখানে সুফিয়া যেন বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে চলেছে। তার দিকে বার দুয়েক ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানা, লক্ষ্য করে আনন্দ ও উৎসাহ যেন শতগুণ বেড়ে গেল সুফিয়ার। হঠাৎ মন্তব্য করলো রানা, 'চার্লি, খবরটা তোমাকে দিয়েছি, আজ আমাদের সাথে গোল্ডফিল্ডের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা রয়েছে—নাকি তুমি জানো?'

'ধন্যবাদ!' রাঙা হয়ে উঠলো সুফিয়া, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

'ও, আচ্ছা!' চোখ কপালে তুললো চার্লি। 'তাই তো বলি! তাহলে সেজন্যেই ওর গাউনের সামনের দিকটায় বার বার তাকাচ্ছো তুমি!'

'শালা পাজী বদমাশ, হারামি!' বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা।

'অস্বীকার করো না, প্লীজ!' ঠাট্টা করলো সুফিয়া। 'নিজেকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে আমার—ইউ আর ওয়েলকাম।'

চারদিকে অসম্ভব ভিড়। মেয়েরা প্রজাপতি সেজেছে, পুরুষরা পরেছে একরঙা স্যুট। ওদের সাথে সাথে এগোচ্ছে সম্বর্ধনা ও শুভেচ্ছার একটা ঢেউ।

'মর্নিং, মি. চার্লি উডকক,' জোর দেয়া হলো তৃতীয় শব্দটার ওপর। 'আপনার হারিকেন আজ কেমন দৌড়াবে?'

'সর্বস্ব বাজি ধরুন, ঠকবেন না।'

'হ্যালো, চার্লি, কংগ্রাচুলেশন্স অন ইওর এনগেজমেন্ট।'

'ধন্যবাদ, সোবার, তোমারও তো ঝাঁপ দেয়ার সময় হয়েছে।'

ওরা ধনী, বয়েসে তরুণ, তারুণ্যের সাথে যোগ হয়েছে সুদর্শন চেহারা, দুনিয়ার সবাই ওদেরকে পছন্দ করে। ভালো লাগছে রানার, সুন্দরী একটা মেয়ে এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে ওকে, পাশাপাশি হাঁটছে প্রিয় বন্ধু।

'ওদিকে বার্কলিকে দেখতে পাচ্ছি, চলো যাই ওকে একটু খেপিয়ে আসি,' প্রস্তাব দিলো চার্লি।

'ওকে তুমি এতো ঘৃণা করো কেন?' নরম সুরে জানতে চাইলো সুফিয়া।

'ওর দিকে তাকিয়ে নিজেই উত্তরটা খুঁজে নাও। অমন বেঢপ, নিরস, ভালো লাগার অযোগ্য আকৃতি আর কোথাও দেখেছো?'

'থাক, চার্লি, অন্তত আজকের দিনটা মাফ করে দাও ওকে—দিনটা নষ্ট করো না। চলো বরং প্যাডকের দিকে যাই।'

'আরে, এসো!' ওদেরকে টেনে নিয়ে চললো চার্লি। ট্যাক রেইল-এর সামনে বার্কলি ময়নিহান ও ম্যাক আব্রাহাম দাঁড়িয়ে রয়েছে, আশপাশে আর

কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'সালোম, বার্কলি—তোমার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক, ম্যাক।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো বার্কলি ময়নিহান। চেহারা করুণ করে তুলে বিড়বিড় করলো ম্যাক আব্রাহাম—চোখ মিটমিট করলো সে, পুরো চোখ ঢাকার পরও যেন গালের ওপর ঝুলে থাকলো পাতা।

'দেখলাম একা একা ফিসফাস করছো তোমরা, ভাবলাম শুনে আসি তো ওরা প্রেমালাপ করছে কিনা!'

জবাব না পেয়ে আবার বললো চার্লি, 'কাল বিকেলে তোমার নতুন ঘোড়াটাকে প্র্যাকটিস ট্র্যাকে এক্সারসাইজ করতে দেখলাম। নিজেকে আমি বললাম, আরে—আরে, বার্কলি দেখছি একটা গার্লফ্রেণ্ড যোগাড় করেছে। সত্যি, অবাক করলে বার্কলি, এতো থাকতে একটা ঘুড়ীকে তোমার পছন্দ হলো। আবার এখন তুমি বলছো, ওটাকে তুমি রেসে নামাবে। নাহ্, বার্কলি, এ—ধরনের ছেলেমানুষি করার আগে তোমার উচিত ছিলো আমার সাথে পরামর্শ করা। মাঝে মধ্যে তুমি শয়তানের চেলা হয়ে ওঠো!'

বিড়বিড় করলো ম্যাক আব্রাহাম। 'মি. ময়নিহান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন সান অভ আ গান আজ সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে।'

'আমার ইচ্ছে ছিলো তোমার সাথে সাইড বেট ধরি, কিন্তু হৃদয়টা কোমল বলেই বোধহয়, ভাবলাম, নাহ্ থাক, অন্যায় সুযোগ নেয়া হয়ে যাবে।'

ছোট্ট একটা ভিড় জমে উঠেছে ওদের চারদিকে, আগ্রহ নিয়ে শুনছে সবাই। চার্লির কনুই ধরে মৃদু টান দিলো সুফিয়া, কিন্তু তাকে নড়ানো গেল না।

'আমার ধারণা পঞ্চাশ হাজার র‍্যাণ্ড বার্কলির জন্যে গ্রহণযোগ্য হতো,' কাঁধ ঝাঁকালো চার্লি। 'তবে থাক।'

ঝট্ করে হাত্ ঝাঁকিয়ে সংকেত দিলো বার্কলি ময়নিহান, অর্থটা ব্যাখ্যা করলো ম্যাক আব্রাহাম, 'মি. ময়নিহান এক লাখ র‍্যাণ্ডের কথা বলছেন।'

'লোভে পাপ, বার্কলি, পাপে মৃত্যু,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো চার্লি। 'সানন্দে মেনে নিলাম আমি।'

হাঁটতে হাঁটতে রিফ্রেশমেন্ট প্যাভিলিয়নে চলে এলো ওরা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো সুফিয়া, তারপর বললো, 'মি. বার্কলির সাথে শত্রুতা এমন একটা বিলাসিতা, এমনকি তোমাদের মতো গডদেরও মানায় না। ওর সাথে না লাগলেই ভালো করতে তোমরা।'

'চার্লির এই ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝি না,' খালি একটা টেবিল পেয়ে এগোলো রানা, সুফিয়া না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলো। 'লোকটাকে খোঁচানো ওর বোধহয় একটা হবি। ওয়েটার—আমাদের বিয়ার দাও।'

ঘোড়দৌড় শুরু হবার আগে প্যাডকে ঢুকলো ওরা। কঞ্চি দিয়ে তৈরি গেটটা খুলে দিলো একজন স্টুয়ার্ড, বৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়াগুলোর মাঝখানে চলে এলো সবাই। সোনালি ও মেরুণ কাপড় পরা এক লোক ওদেরকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো, ক্যাপটা একবার ছুঁয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো, হাতের চাবুকটা নাড়াচাড়া করছে। 'আজ ওকে দারুণ তাজা লাগছে, স্যার।' হাত ইশারায় হারিকেনকে দেখিয়ে দিলো জকি। ঘোড়াটার কাঁধে ঘামের গাঢ় দাগ ফুটে রয়েছে, মুখের লাগাম অনবরত চিবাচ্ছে সে, কসরৎ দেখানোর ভঙ্গিতে পা তুলছে ওপরে, একবার নাক ঝাড়লো। কৃত্রিম আতঙ্কে কোটরের ভেতর চোখের তারা ঘোরালো জকি।

'সারাক্ষণ ছটফট করছে, স্যার—একেবারে ব্যগ্র হয়ে আছে।'

'আমি চাই তুমি জেতো, ডেভিড,' বললো চার্লি।

'জিততে তো হবেই, স্যার। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো, স্যার।'

'তোমার পুরস্কার এক লাখ র‍্যাণ্ড, ডেভিড।'

'স্যার! এক লা–খ র‍্যা–র‍্যা—?' হাঁ হয়ে গেল জকি।

বার্কলি ময়নিহান ও ম্যাক আব্রাহাম তাদের জকির সাথে কথা বলছে, সেদিকে তাকালো চার্লি। বার্কলির সাথে চোখাচোখি হতেই সান অভ আ গানের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতিসূচক ভঙ্গিতে এদিক–ওদিক মাথা নাড়লো সে। 'আমাকে জেতাও, ডেভিড,' নরম সুরে বললো।

'আপনি জিতবেনই, স্যার।'

প্রকাণ্ড স্ট্যালিয়নকে ওদের কাছে হাঁটিয়ে আনলো জকি, তাকে ধরে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিলো চার্লি। 'গুড লাক।'

ক্যাপটা মাথায় ঠিকমতো বসালো ডেভিড, দু'হাতে লাগাম ধরলো; রানার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে।

'এসো,' সুফিয়ার হাত ধরলো চার্লি। 'রেইলের কাছে দাঁড়াই।'

প্যাডক থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত মাঠে চলে এলো। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে সুফিয়াকে প্রায় টেনে আনছে রানা ও চার্লি।

'তোমাদের আমি বুঝতে পারি না,' রুদ্ধশ্বাসে হাসছে সুফিয়া। 'মোটা টাকা বাজি ধরছো, তারপর এমনভাবে দান করছো, জিতলেও লাভ করতে পারবে না।'

'মানি ইজ নো প্রবলেম,' তাকে আশ্বস্ত করলো চার্লি।

'আমাকে জোর করে খেলতে বসিয়ে ওই টাকা কাল রাতে জিতে নিয়েছে,' বললো রানা। 'আমার সন্দেহ, তাস খেলায় চুরি করে ও।'

'আজ যদি চুরি করার সুযোগ থাকতো!' খেদ প্রকাশ পেলো চার্লির

কথায়।

'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি,' বললো সুফিয়া। 'লাভই যদি না হলো…।'

'সান অভ আ গানকে যদি হারিকেন হারিয়ে দেয়,' বললো রানা। 'চার্লির পুরস্কার হবে বার্কলি ময়নিহানের দেখার মতো চেহারাটা।'

'ধন্যবাদ, দোস্ত। তুমি ঠিক ধরেছো। এক লাখ র‍্যাণ্ড হারলে শালার চেহারা হবে…যেন দুই উরুর মাঝখানে লাথি খেয়েছে।'

মিছিল করে এগোলো ঘোড়াগুলো, প্রতিটির সামনে একজন করে লোক, সবগুলোকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলো তারা। লাইনে দাঁড়িয়ে ডানে–বাঁয়ে নাচানাচি শুরু করে দিলো জানোয়ারগুলো, মাথা ঝাঁকালো ঘন ঘন; রোদ লেগে চকচক করছে, পিঠ, যেন উজ্জ্বল সিল্ক। সংকেত পেয়েই ট্র্যাক ধরে ছুটলো ওগুলো, হারিয়ে গেল সামনের বাঁকে।

উত্তেজনায় ছটফট করছে দর্শকরা, তাদের শোরগোলকে ছাপিয়ে উঠলো একজন বুকমেকারের গলা, 'টোয়েনটি–টু–ওয়ান বার টু। সান অভ আ গান অ্যাট ফাইভস। হারিকেন ইভেন মানি।'

দাঁত বের করে হাসলো চার্লি। 'হ্যাঁ, লোককে জানাও।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে দস্তানা পরা হাত কচলাচ্ছে সুফিয়া, মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো। 'এই যে শেখ সাহেব, গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছো–কি দেখতে পাচ্ছো বলো আমাকে!'

'সবগুলো কাছাকাছিই রয়েছে…।'

'বলো আমাকে, বলো আমাকে!' বাচ্চা মেয়ের মতো চিৎকার জুড়ে দিলো সুফিয়া। রানার পিঠে ঘুসি মারছে সে।

'ডেভিড সামান্য একটু এগিয়ে রয়েছে। সান অভ আ গানকে দেখতে পাচ্ছো, চার্লি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ভিড়ের মধ্যে সবুজ একটা ভাব চোখে পড়লো—হ্যাঁ, ওই তো, পাঁচ কিংবা ছ'টার পিছনে।'

'হারিকেনের পিছনের ঘোড়াটা কার?' রানার গলায় উদ্বেগ।

'ওটা এলবারটনের মিলিয়ন ডলার, চিন্তার কিছু নেই,' বললো চার্লি। 'বাঁকে পৌছুনোর আগেই পিছিয়ে পড়বে।'

বিরতিহীন হাতুড়ির বাড়ি মারার ভঙ্গিতে ওঠা-নামা করছে ঘোড়াগুলোর মাথা, পিছনে ছড়িয়ে পড়ছে ধূসর ধুলো। দৃশ্যটা ফ্রেমে আটকানো ছবির মতো লাগছে—দু'পাশে গার্ড রেইল, গার্ড রেইলের সামনে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে খনির সাদা বর্জ্য। গাঢ় বর্ণ পুঁতির একটা মালার মতো বাঁক ঘুরলো ঘোড়াগুলো, তারপর সরল বিস্তৃতি ধরে ছুটলো।

'বাঁক ঘোরার পরও হারিকেন সবার আগে রয়েছে—শুধু তাই নয়, গতি আরও বাড়ছে তার। মিলিয়ন ডলার পিছিয়ে পড়েছে। সান অভ আ গানকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।'

'না, চার্লি! ওই তো সান অভ আ গান—গার্ড রেইল ঘেঁষে! মাই গড, হারিকেনকে ধরে ফেলেছে!'

'তাক লাগিয়ে দাও, মাই ডার্লিং…,' ফিসফিস করলো চার্লি। 'বিজলীর মতো চমকে ওঠো!'

'ভিড় থেকে বেরিয়ে এসেছে সান অভ আ গান—কী ভীষণ গতি, লক্ষ্য করছো?' উত্তেজনায় কেঁপে গেল রানার গলা।

'কাম অন, হারিকেন্, হোল্ড হার অফ,' ব্যাকুলস্বরে আবেদন জানালো চার্লি। 'কীপ হার দেয়ার, বয়!'

খুরের শব্দ পেলো ওরা, যেন দূর থেকে ভেসে আসছে পাথুরে তীরে বিধ্বস্ত ঢেউ-এর আওয়াজ। ক্রমশ বাড়ছে। ঘোড়াগুলো এতো জোরে ছুটছে যে জকিদের চেনার উপায় নেই, আলোর একটা ঝলকানির মতো শুধু

রঙ দেখা গেল। মধু রঙা পিঠের ওপর গাঢ় সবুজ, কালো পিঠের ওপর মেরুন ও সোনালি। সামনের সারিতে দুটো ঘোড়া রয়েছে, হারিকেন ও সান অভ আ গান।

'হারিকেন—ছুটে এসো হারিকেন!' তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করলো সুফিয়া, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অনবরত লাফাচ্ছে সে। হ্যাটটা নেমে এসে চোখ ঢেকে দিলো, হাতের ঝাপটা দিয়ে মাথা থেকে ফেলে দিলো সেটাকে, কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়লো চুল।

'হারিকেনকে ধরে ফেলেছে, চার্লি!'

'ডেভিড, চাবুক মারো! ফর গডস সেক, চাবুক মারো! চাবুক, চাবুক!'

খুরের শব্দে বাকি সব শব্দ চাপা পড়ে গেল। সামনের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে আওয়াজটা। সান অভ আ গানের নাক ডেভিডের বুটের কাছে দেখতে পেলো ওরা, প্রতি মুহূর্তে আরও সামনে বাড়ছে সে। বাঁকের কাছে পৌঁছুবার আগেই হারিকেনের ফুলে ওঠা কাঁধের পাশে পৌঁছে গেল।

দুটো ঘোড়া বাঁক ঘুরলো একসাথে। সামনেই ফিনিশিং লাইন।

'এখনও সময় আছে!' হাতের তালুতে ঘুসি মারলো চার্লি। 'ডেভিড, গড ড্যাম ইউ, চাবুক মারো!'

ডেভিডের ডান হাত নড়ে উঠলো, কেউটের মতো ক্ষিপ্র—শব্দ হলো সপাং সপাং। উন্মত্ত দর্শকরা একযোগে চিৎকার করছে, তা সত্ত্বেও চাবুকের আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা। লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো হারিকেন, তারই সাথে সামনে বাড়লো সান অভ আ গানও। ফিনিশিং লাইন পেরিয়ে এলো ঘোড়া দুটো, মনে হলো একই সময়ে।

'কে জিতলো?' জিজ্ঞেস করলো সুফিয়া, অসহ্য ব্যথায় যেন কাতরে

উঠলো।

'ধ্যেৎ, বুঝতেই পারলাম না!' হাত দুটো মুঠো করে পায়চারি শুরু করলো চার্লি।

'আমিও দেখতে পাইনি...,' পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলো রানা।

'এতো উত্তেজনা সহ্য হয়—হার্টের আর কি দোষ!' বুক খামচে ধরে ওদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল আঁন্দ্রে জিদ। রানা ও চার্লিকে পাশ কাটিয়েছে, বুঝতে পেরে পিছু হটে ওদের পাশে ফিরে এলো সে। 'কে জিতলো—সান অভ আ গান, নাকি হারিকেন?' পায়চারিরত চার্লির পাশে থাকার চেষ্টা করছে সে। 'মি. উডকক?'

চোখ গরম করে তার দিকে এমনভাবে তাকালো চার্লি, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো আঁন্দ্রে জিদ, অবাক হয়ে তাকালো রানার দিকে। দ্রুত চার্লির সামনে চলে এলো রানা। 'নাও, চুরুট ধরাও।'

আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল চার্লির ঠোঁটে। 'ধন্যবাদ, দোস্ত।' আঁন্দ্রে জিদের দিকে ফিরলো সে। 'দুঃখিত, জিদ—আমি খুব টেনশনে আছি।'

দ্রুতপায়ে সরে গেল আঁন্দ্রে জিদ, যেখান থেকে বোর্ড দেখা যাবে পরিষ্কার।

জাজদের বাক্সের ওপরে কালো বোর্ড, দর্শকরা সবাই সেদিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। গোটা মাঠে স্থির হয়ে আছে লোকজন। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পরিবেশ।

'সিদ্ধান্ত নিতে এতো দেরি করছে কেন ওরা?' অভিযোগ করলো সুফিয়া। 'সেই কখন থেকে ভাবছি লেডিস রুমে যাবো...।'

'বোর্ডে নাম্বার তোলা হচ্ছে!' হঠাৎ চিৎকার করলো রানা।

'দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে বোর্ডের দিকে তাকাবার জন্যে

লাফালাফি শুরু করলো সুফিয়া। উত্তেজনায়, নাকি হতাশায় বোঝা গেল না, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার, লাফালাফি বন্ধ করে চার্লির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো।

'ষোলো নম্বর,' রানা ও চার্লি একযোগে চিৎকার করলো। 'আমাদের হারিকেন!'

চার্লির বুকে ঘুসি মারলো রানা, সামনের দিকে ঝুঁকে রানার চুরুটটা হাতের এক কোপে দু'টুকরো করে দিলো চার্লি। দু'জনের মাঝখানে আটকা পড়লো সুফিয়া, ওরা যেন তাকে পিষে ফেলার চেষ্টা করছে। কৃত্রিম আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো সুফিয়া, দু'জোড়া বাহু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটলো গেটের দিকে।

'চলো, তোমাকে বিয়ার খাওয়াই,' ভাঙা চুরুটটা ধরালো রানা।

'নো, ইট'স মাই অনার, আই ইনসিস্ট।' রানার হাত ধরলো চার্লি, দুই বন্ধু প্যাভিলিয়নের দিকে এগোলো, তৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে মুখ।

ম্যাক আব্রাহামকে নিয়ে একটা টেবিলে বসে আছে বার্কলি ময়নিহান। দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে তাদের পিছনে চলে এলো চার্লি। এক হাত দিয়ে বার্কলি ময়নিহানের হ্যাটটা তুলে নিলো সে, অপর হাত দিয়ে অবশিষ্ট চুলগুলো এলোমেলো করে দিলো। 'দুঃখ কোরো না, বার্কলি, প্রতিবার তুমি জিততে পারো না।'

ধীরে ধীরে ঘুরলো বার্কলি ময়নিহান। হ্যাটটা নিলো সে, মাথায় হাত দিয়ে ঠিকঠাক করলো চুল, হলুদ পাথরের মতো জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটো।

'ও কথা বলতে যাচ্ছে!' উত্তেজিত গলায় বললো চার্লি। 'আমাদের বার্কলির মুখে বুলি ফুটতে যাচ্ছে!'

'তোমার সাথে আমি একমত, মি. চার্লি উডকক, প্রতিবার তুমি জিততে পারো না,' বললো বার্কলি ময়নিহান। কথাগুলো পরিষ্কার উচ্চারণ করলো সে, শুধু দু'একটা শব্দের ওপর একটু বেশি চাপ পড়লো, ওগুলো উচ্চারণ করা তার জন্যে সব সময়ই কঠিন। দাঁড়ালো সে, হ্যাটটা মাথায় পরলো, চলে গেল হেঁটে।

'সোমবার সকালে আপনাদের অফিসে চেকটা পৌঁছে দেবো আমি,' শান্তভাবে জানালো ম্যাক আব্রাহাম, টেবিলের ওপর থেকে একবারও চোখ না তুলে। তারপর সে-ও দাঁড়ালো, অনুসরণ করলো বার্কলি ময়নিহানকে।

আট

গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো রানা, দেখলো সোনার কারুকাজ করা সিংহাসন আকৃতির একটা চেয়ারে মন খরাপ করে বসে আছে চার্লি। 'কি হয়েছে তোমার?' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো ও, দাড়ি কামাবে।

জবাব না দিয়ে চার্লি মন্তব্য করলো, 'তুমি মোটা হয়ে যাচ্ছো, চর্বি জমছে।'

আহত দেখালো রানাকে। 'সবই পেশী, চর্বি কোথায় দেখলে?'

'তোমার ব্যাকসাইড হাতির মতো লাগছে।'

আয়নার দিকে পিছন ফিরলো রানা, ঘাড় বাঁকা করে তোয়ালে ঢাকা নিতম্বের দিকে তাকালো। 'বাজে কথা,' প্রতিবাদ করলো ও। 'আমার জিনিস আমি চিনি না—তুমি যেটাকে চর্বি বলছো তা আসলে লোহা।' দেশী গানের সুরটা আবার ফিরে এলো ওর ঠোঁটে, 'আলাল ক-ও-ওই, দুলাল ক-ও-ই...।'

'আজ মনে হচ্ছে খুব মুডে আছো তুমি?' ম্লান মুখে বললো চার্লি।

'এখন তুমি সেটা নষ্ট না করে দিলেই হয়,' বললো রানা। গালে রেজার টানছে ও। 'কাল রাতে অপেরা হাউসে গিয়েছিলে, সুফিয়া বোধহয় জেনে ফেলেছে?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়লো চার্লি। 'ওখানে যাওয়া নিয়ে তো রোজই ঝগড়া হচ্ছে। ওর আপত্তির অদ্ভুত কারণটা শুনবে? বলে, রানা যেখানে যায় না, তুমি সেখানে যাবে কেন?'

চুপ করে থাকলো রানা।

'সেজন্যেই তো তোমাকে সাথে নিতে চাই আমি। তোমাকে সাথে নিয়ে যদি সাতটা খুনও করি, সুফিয়ার কাছে মাফ পেয়ে যাবো। তোমাকে বোধহয় দেবতা-টেবতা মনে করে।'

'আমার প্রশংসা বা নিন্দা, কোনোটাই শোনার আগ্রহ নেই,' বাথরুম থেকে ফিরে এসে বললো রানা। 'আমি জানতে চাই, তোমার মন খরাপ কেন।'

'সুফিয়া বলছে বিয়েটা ধর্মীয় রীতিতে হতে হবে।'

'অসুবিধে কি?'

'আছে।'

'কি?'

'তোমার স্মৃতি কি এতোই দুর্বল?'

'ও, তুমি তোমার প্রথম স্ত্রীর কথা ভাবছো।'

'হ্যাঁ।'

'তার কথা সুফিয়াকে তুমি বলেছো?' তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছে রানা।

'গুড গড, নো!' আতঙ্কিত দেখালো চার্লিকে।

'হুঁ—তোমার সমস্যাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু সুফিয়ারও একবার বিয়ে হয়েছে। যতোদূর জানি, তাকে ডিভোর্স করা হয়নি। তাতে করে তোমাদের অবস্থা সমান দাঁড়ালো না—তোমার আর সুফিয়ার?'

'না। ওর স্বামী ওকে বলে গেছে আর কোনোদিন ফিরবে না, ফেলে পালায়নি—আমি যেমন পালিয়ে এসেছি।'

'যাক, বলে যাওয়ায় ভালোই হয়েছে। তোমার একবার বিয়ে হয়েছিল, আর কেউ জানে?'

মাথা নাড়লো চার্লি।

'আঁন্দ্রে জিদ?'

'না, ওকেও বলিনি।'

'বেশ, তাহলে তোমার সমস্যাটা কোথায়—চার্চে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলো।'

অপ্রতিভ দেখালো চার্লিকে। 'ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই, স্রেফ দু'জন সরকারী অফিসারকে ঠকানো হবে। কিন্তু চার্চে গিয়ে বিয়ে করা মানে…,' মাথা নাড়লো চার্লি।

'চার্চে তো একা শুধু ফাদার থাকবে,' বললো রানা। 'অসুবিধে কি?'

রেগে গেল চার্লি। 'অসুবিধে কি বুঝতে পারছো না? একজন ফাদার আর একজন সরকারী কর্মচারী এক হলো? ফাদার ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁর সাথে কিভাবে আমি জালিয়াতি করবো?'

'বিস্ময়কর! তাজ্জব ব্যাপার! ধর্ম ইত্যাদির ওপর তোমার তাহলে এতো ভক্তি? জানা ছিলো না তো!'

বিশাল চেয়ারে আরেকটু যেন ডেবে গেল চার্লি। 'আমাকে উদ্ধার করো, দোস্ত। তোমার ইনভেনটিভ ব্রেনটাকে একটু খাটাও!'

'ভাবতে দাও আমাকে।' নাটকীয় ভঙ্গিতে কপালটা টিপে ধরলো রানা। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুদ্ধিটা মাথায় আসছে—ইউরেকা!'

'চুপ করে থেকো না, বলে ফেলো, বলে ফেলো!' তাগাদা দিলো চার্লি, চেয়ারের কিনারায় সরে এসে। 'নইলে ভুলে যাবে!'

'সুফিয়াকে গিয়ে বলো, সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। বলো, তাকে যে তুমি শুধু চার্চে বিয়ে করবে তাই নয়, বিয়েটা হবে তোমার নিজের বানানো চার্চে।'

'দ্যাটস ওয়াণ্ডারফুল।' চেয়ারে আবার নেতিয়ে পড়লো চার্লি, ঝাঁঝের সাথে বিড়বিড় করলো। 'আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।'

'আগে আমাকে শেষ করতে দাও,' কাপড় পরছে রানা। 'সুফিয়াকে আরও বলবে, একটা সামাজিক অনুষ্ঠানও করতে চাও তুমি। রাজকীয় পরিবারের সদস্যরা তা-ই করে। এ-কথা বললে সে আর আপত্তি করবে না।'

'এখনও আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আমাদের প্রাসাদে তুমি একটা চ্যাপেল তৈরি করবে। চেহারায় আভিজাত্য আছে, এমন একজনকে খুঁজে বার করবো আমরা, পাদ্রীর পোশাক পরাবো, তুমি তাকে বাইবেল থেকে কিছু কিছু মুখস্থ করাবে। বিয়ের পরপরই প্রিস্ট মহোদয় কোচে চড়ে কেপটাউনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন। তুমিও সুফিয়াকে নিয়ে হাজির হবে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে।'

বিহ্বল দেখালো চার্লিকে, তারপর ধীরে ধীরে বিশাল একটা হাসি

ফুটলো মুখে। 'তুমি একটা জিনিয়াস, দোস্ত!'

ওয়েস্টকোটের বোতাম লাগালো রানা। 'থিঙ্ক নাথিং অভ ইট। এবার যদি আমাকে মাফ করো, যাই, কিছু কাজ-কর্ম করি—তোমার অদ্ভুত সব শখ মেটাবার জন্যে দু'জনের একজনকে অন্তত রোজগারের ধান্ধায় থাকতে হবে।' গায়ে কোট চাপিয়ে ছড়িটা বাতাসে ঘোরালো ও, মাথাটা সোনা দিয়ে মোড়া থাকায় হাতে তৈরি শটগানের মতো ভারি লাগলো ওটা। গোল্ডফিল্ডের নব্য কোটিপতিরা প্রায় সবাই এ-ধরনের ছড়ি ব্যবহার করে। ড্রেসিং টেবিল থেকে সেন্টের শিশি তুলে কাপড়ে স্প্রে করলো ও। আয়নায় চোখ পড়তে দেখলো আপনমনে হাসতে হাসতে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে চার্লি।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো রানা। হোটেলের উঠনে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ডমরু। রানার ভারে কোচটা সামান্য দুলে উঠলো। লেদার মোড়া ফোমে ডুবে গেল শরীরটা। সকালের প্রথম চুরুটটা ধরালো ও। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো ডমরু।

'আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, বস্।' ডমরু এখন শহরের বাসিন্দা, বস্ বা স্যার উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

'আমিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, ডমরু। আরে, তোমার কপাল অমন ফুলে আছে কেন?'

'বস্, সামান্য একটু মদ খেয়েছিলাম, তা না হলে ওই ব্যাটা গরিলা হটেনটট তার লাঠি দিয়ে আমার নাগাল পেতো না।' সাবলীল ভঙ্গিতে কোচ নিয়ে হোটেলের বাইরে, রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে।

'কি নিয়ে মারামারিটা হলো?'

কাঁধ ঝাঁকালো ডমরু। 'সব মারামারির কি কারণ থাকে?'

'সাধারণত থাকে।'

'যতোটুকু মনে পড়ছে, বস্, একটা মেয়েমানুষ জড়িত ছিলো।'

'মেয়েমানুষ নিয়ে মারামারি?' অবাক হলো রানা। তবে খানিকটা স্বস্তিও বোধ করলো—গোটা পরিবারকে হারাবার শোক তাহলে কাটিয়ে উঠছে ডমরু। 'কে জিতলো?' জানতে চাইলো ও।

'লোকটার নাক দিয়ে সামান্য রক্ত ঝরেছে, একটা পাঁজর ভাঙলেও ভাঙতে পারে, হাঁটুর পিছনে একটা গর্ত তৈরি হয়েছে—তার বন্ধুরা তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল। আর মেয়েমানুষটা, আমি যখন ফিরে আসি, স্বপ্নের মধ্যে হাসছিল।' লাগামটা বগলে চাপলো সে, চিতা বাঘের লেজের চামড়া দিয়ে তৈরি নেংটির কোঁচড় থেকে নস্যির কৌটা বের করলো।

হেসে উঠলো রানা, কিন্তু ডমরু হাঁচি দিতে শুরু করায় হাসিটা মাঝপথে থেমে গেল। কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো ও, শুধু কুঁচকে থাকলো ভুরু দুটো। ডমরুর উদোম পিঠের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। দর্জির সাথে দেখা করার কথা ওর সেক্রেটারির, ভুলে গেছে কিনা কে জানে।

অফিসের সামনে থামলো কোচ। বারান্দার ধাপ বেয়ে তরতর করে নেমে এলো একজন ক্লার্ক, কোচের দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো। 'গুডমর্নিং, মি. মাসুদ রানা, স্যার।' সমীহ ও শ্রদ্ধায় সাদা মুখ টকটকে লাল হয়ে আছে।

ধাপ বেয়ে ওপরে উঠলো রানা, শিকারী কুকুরের মতো ওর সামনে ছুটছে ক্লার্ক।

'গুডমর্নিং, মি. মাসুদ রানা, স্যার।' মেইন অফিসে ঢুকলো রানা, ডেস্কগুলো থেকে সবিনয়ে কোরাস গাইলো অফিসাররা। তাদের উদ্দেশে ছড়িটা নাড়লো একবার রানা, নিজের অফিসে ঢুকলো। ফায়ারপ্লেস-এর ওপর থেকে ওর ছবিটা সরাসরি তাকিয়ে আছে ওরই দিকে, সেটার

উদ্দেশ্যে চোখ মটকালো ও। 'আজ সকালে কি কাজ আমাদের, অকসন?'

'ছ'টা প্রকল্পের খসড়া পরীক্ষা করতে হবে, স্যার; চেকগুলোয় সই করতে হবে, স্যার; চেক করতে হবে এঞ্জিনিয়ারদের ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট, স্যার, এবং···।'

বিল অকসন শ্বেতাঙ্গ তরুণ, প্রতিবার স্যার বলার সময় মাথা নত করে সম্মান দেখায় রানাকে। ছোকরা নিজের কাজে দক্ষ, সেজন্যেই ওকে চাকরিটা দিয়েছে রানা, কিন্তু তার মানে এই নয় তাকে ওর পছন্দ। 'তোমার পেটে ব্যথা নাকি, অকসন?'

'না, স্যার।'

'তাহলে সিধে হয়ে দাঁড়াও, ফর গডস সেক!'

ঝট্ করে শিরদাঁড়া খাড়া করলো অকসন।

'এবার এক এক করে বলো।'

চেয়ারে বসলো রানা। দিনের এই সময়টাই সবচেয়ে নিরস ও একঘেয়ে লাগে ওর। পেপার ওঅর্ক চিরদিনই অপছন্দ করে ও। কাজের ভেতর জোর করে নিজেকে ডুবিয়ে রাখায় গম্ভীর হয়ে ওঠে চেহারা। একটা জেদ চেপে যায়, এক এক করে সবগুলো ফাইলের কাজ শেষ করে। চেক বইয়ে সই করার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চেহারাটা কল্পনা করে, খাতা খুলে দেখে নেয় কতো কি দেনা-পাওনা আছে। অবশেষে কলমটা ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলে ও। 'আর কি কাজ?'

'বারোটা ত্রিশ মিনিটে ব্যাংকের মি. গিলবার্ট আসবেন, স্যার।'

'তারপর?'

'একটায় বার্ক এন্টারপ্রাইজের এজেন্ট, সোয়া একটায় মি. হুবার্ট আসবেন। তারপর আপনার সুফিয়া ডীপ মাইনে যাবার কথা···।'

'ধন্যবাদ, অকসন—আজ সকালেও আমি এক্সচেঞ্জে যাবো, যদি

প্রয়োজন হয়।'

'ভেরি গুড, মি. রানা। আর শুধু একটা ব্যাপার।' হাত লম্বা করে কামরার উল্টাদিকের সোফাটা দেখালো অকসন। সোফার ওপর বড়সড় একটা পেপার বক্স পড়ে রয়েছে। 'আপনার টেইলর পাঠিয়েছে ।'

'আচ্ছা!' হাসলো রানা। 'ডমরুকে ডেকে দাও।' চেয়ার ছেড়ে সোফার সামনে এসে দাঁড়ালো ও। পেপার বক্সটা খুলে দেখলো, ভেতরে কয়েক প্রস্থ কাপড়চোপড় রয়েছে।

একটু পরই দোরগোড়ায় দেখা গেল ডমরুকে। 'বস্?'

'ডমরু, তোমার ইউনিফর্ম।' সোফায় পড়ে থাকা কাপড়গুলো দেখালো রানা।

মেরুন ও সোনালি কাপড়গুলোর দিকে তাকালো ডমরু, তার চেহারা হঠাৎ করে ম্লান হয়ে গেল।

'পরো, দেখি কেমন লাগে তোমাকে,' হাসছে রানা।

ইতস্তত করলো ডমরু। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এলো সে। সোফার সামনে এসে দাঁড়ালো, অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকালো রানার দিকে। যেন কিছু বলতে চায়।

'কি হলো, পরো!' তাগাদা দিলো রানা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও, নেংটির ওপরই প্যান্টটা পরলো ডমরু। ধীরে ধীরে শার্টটাও গায়ে দিলো। তাকে ঘিরে বার দুয়েক চক্কর দিলো রানা। 'মন্দ নয়, কি বলো? কেমন লাগছে তোমার, ডমরু?'

কাপড়ের অনভ্যস্ত স্পর্শে অস্বস্তিবোধ করছে ডমরু, কাঁধ দুটো বারবার নাড়ছে সে। কথা বললো না।

'কি ব্যাপার, ডমরু? তোমার পছন্দ হয়নি?'

'আমি তখন খুব ছোটো। গরুর গাড়িতে চড়ে বাবার সাথে পোর্ট

নাটালে গিয়েছিলাম। ওখানে এক লোককে দেখি, চেয়ারে একটা বাঁদরকে বসিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। বাঁদরটা নাচছে, লোকজন হাসাহাসি করছে, পয়সা ছুঁড়ছে। সেই বাঁদরটার এরকম একটা পোশাক ছিলো। বস্, বাঁদরটা খুব সুখী ছিলো বলে মনে হয় না আমার।'

হাসিটা ম্লান হয়ে গেল রানার মুখে। 'তারমানে তুমি কাপড় পরতে চাও না? সারাজীবন নেংটি পরেই কাটিয়ে দেবে?'

'আমি এটা জুলু বীরদের ড্রেস পরে আছি, বস্।' ডমরুর মুখে হাসি নেই।

'কিন্তু ডমরু,' নরম সুরে বললো রানা। 'তোমাকে বুঝতে হবে, সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু বদলে যায়। সভ্যতার আলো দেখছে আফ্রিকা, নিজেদের অধিকার ফিরে পাচ্ছো তোমরা, এখন তো বাতিল জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না। বলছো জুলু বীরদের ড্রেস, বেশ ভালো কথা, একটা ঐতিহ্য হিসেবে ওটার প্রতি সম্মান দেখাতে রাজি আছি আমি। কিন্তু সভ্য সমাজে চলাফেরা করতে হলে তোমাকে তো কাপড়চোপড় পরতেই হবে।'

'বস্, আপনি আমাকে মুক্তি দিন, আমি বরং আমার সেই অন্ধকার জঙ্গলেই ফিরে যাই।'

বিস্ময়ে একেবারে পাথর হয়ে গেল রানা। 'মুক্তি দেবো? ডমরু, আমি কি তোমাকে বন্দী করে রেখেছি?'

'এতোদিন রাখেননি, এখন মনে হচ্ছে বন্দী করতেই চাইছেন। জাতীয় পোশাক পরার অধিকার নেই যার, বন্দী ছাড়া আর কি বলা যায় তাকে?'

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা, রেগেমেগে কি যেন বলতে গিয়েও সামলে নিলো নিজেকে। ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসলো ও।

'ঠিক আছে,' গম্ভীর সুরে বললো। 'খুলে ফেলো ওগুলো—পরতে হবে না।'

কাপড়গুলো না খুলেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ডমরু।

খানিক পর বাইরে বেরিয়ে এসে কোচে চড়লো রানা। ড্রাইভারের সিটে বসে আছে ডমরু, পরনে শুধুমাত্র নেংটি; ওর দিকে একবারও তাকালো না সে। এক্সচেঞ্জে যাচ্ছে ওরা, সারাটা পথ নীরব প্রতিবাদে আড়ষ্ট হয়ে থাকলো ডমরুর পিঠ। কেউ কোনো কথা বললো না।

হাসিখুশি দেখে অভ্যস্ত, ওর থমথমে চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল এক্সচেঞ্জের দারোয়ান। ভেতরে ঢুকে কারো সাথে কথা বললো না রানা, ওয়েটারকে ডেকে ব্র্যাণ্ডি চাইলো দু'বার। দুপুরের দিকে অফিসে ফেরার পথে লক্ষ্য করলো, আগের মতোই আড়ষ্ট হয়ে আছে ডমরুর পিঠ।

অফিসে ঢুকে ধমক মারলো অকসনকে, হুমকি দিয়ে ব্যাংক ম্যানেজারকে বললো এরপর হিসেবে ভুল হলে পরিণতি ভালো হবে না, বার্ক এন্টারপ্রাইজের এজেন্টকে পরে আসতে বলে ফিরিয়ে দিলো। রাগটা ওর নিজের ওপর, ডমরুকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে ও। সুফিয়া দ্বীপে যাবার সময় সেটা আরও বাড়লো, চেহারায় জেদ নিয়ে আগের মতোই চুপ করে আছে ডমরু। নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবনে ঢুকলো ঝড়ের বেগে, দিশেহারা করে তুললো স্টাফদের। 'মি. আঁন্দ্রে জিদ কোথায়?' হুংকার ছাড়লো ও।

'তিনি তো তিন নম্বর শ্যাফটে নেমে গেছেন, মি. রানা।'

'ওখানে কি করছে সে? তার না এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করার কথা!'

'তিনি জানেন আরও এক ঘন্টা পর আসবেন আপনি, স্যার।'

'ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, ওভারঅল আর মাইনিং হেলমেট দাও আমাকে।'

টিনের হ্যাটটা মাথায় বসালো রানা, ভারি গামবুট পায়ে তিন নম্বর শ্যাফটের দিকে এগোলো। খোলা লিফটে চড়ে পাঁচশো ফুট গভীরে নেমে এলো ও, লিফট থেকে বেরুলো দশ নম্বর লেভেলে। 'মি. আঁদ্রে জিদ কোথায়?' লিফট স্টেশনের শিফট বস্‌কে জিজ্ঞেস করলো ও।

'ফেস-এ আছেন তিনি, স্যার।'

টানেলের মেঝে উঁচু-নিচু ও কাদায় ঢাকা। হাঁটার সময় গামবুট থেকে কাদা-পানি ছিটালো। কারবাইড ল্যাম্পের সাদাটে আলো পড়েছে অমসৃণ পাথুরে দেয়ালে। প্রচণ্ড গরমে ঘামতে শুরু করলো রানা। দু'জন শ্রমিক রেললাইনের ওপর দিয়ে একটা ট্রলি ঠেলে আনছে, পথ ছেড়ে দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়ালো ও। অপেক্ষা করছে, ওভারঅলের পকেটে হাত ভরলো চুরুটের বাক্স বের করার জন্যে। বেরিয়ে আসার মুহূর্তে হাত থেকে খসে পড়লো বাক্সটা, পড়ে গেল কাদার ওপর। ট্রলি বা কোকোপ্যান ইতিমধ্যে চলে গেছে, বাক্সটা তোলার জন্যে ঝুঁকলো রানা। ওর কান দেয়ালের এক ইঞ্চির মধ্যে চলে এলো, বিরক্তির জায়গায় চেহারায় ফুটে উঠলো হতভম্ব একটা ভাব। পাথর শব্দ করছে কেন? দেয়ালের গায়ে কান ঠেকালো ও। শুনে মনে হলো, কেউ যেন দাঁতে দাঁত পিষছে। কয়েক সেকেণ্ড ধরে শব্দটা শুনলো রানা, আন্দাজ করার চেষ্টা করলো কিসের আওয়াজ, কোত্থেকে আসছে। পাথরে শাবল গাঁথার বা ড্রিল-এর শব্দ নয়। না, পানির শব্দও নয়। আরো বিশ ত্রিশ গজ এগোলো রানা, আবার কান ঠেকালো দেয়ালে। এখানে আওয়াজটা অতো জোরালো নয়, তবে দাঁতে দাঁত পেষার আওয়াজের সাথে যোগ হলো ধাতব একটা শব্দ, মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে—যেন ছুরির ফলা ভাঙা হচ্ছে। আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য; এধরনের শব্দ আগে কখনও শোনেনি ও। টানেল ধরে এগোলো আবার, নতুন সমস্যাটা দেখা দেয়ায় পানি হয়ে গেছে রাগ। ফেস-এ পৌঁছুবার আগেই আঁদ্রে

জিদের সাথে দেখা হয়ে গেল ওর।

'হ্যালো, মি. রানা।' বহু চেষ্টার পরও আঁন্দ্রে জিদের মিস্টার ও স্যার বলা বন্ধ করা যায়নি, অনেকদিন আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে রানা। 'গড, দুঃখিত, আপনার সাথে দেখা করার জন্যে ওপরে আমি ছিলাম না। ভেবেছিলাম আপনার পৌঁছুতে তিনটে বেজে যাবে।'

'তাতে কি, জিদ। কেমন আছো তুমি?'

'বাত! গেঁটে বাতে পরাণ যায় যায় অবস্থা, মি. রানা। ওটার কথা বাদ দিলে ভালোই আছি আমি। মি. চার্লি কেমন আছেন, স্যার?'

'ভালো আছে।' কৌতূহলটা বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারলো না রানা। 'আচ্ছা বলো তো—খানিক আগে টানেলের দেয়ালে কান রাখতেই অদ্ভুত একটা শব্দ শুনলাম, কি হতে পারে আন্দাজ করতে পারো?'

'কি ধরনের আওয়াজ?'

'পেষার মতো একটা আওয়াজ...অনেকটা...অনেকটা...,' বর্ণনা দেয়ার জন্যে শব্দ খুঁজছে রানা,' ...অনেকটা দু'টুকরো কাচ ঘষলে যেমন শব্দ হয়, সেরকম।'

ঝট্ করে বিস্ফারিত হলো আঁন্দ্রে জিদের চোখ, মনে হলো কোটর থেকে খসে পড়বে, এবং পড়বে তার হাঁ করা মুখের ভেতর। রানার একটা বাহু সজোরে খামচে ধরলো সে। 'কোথায়?'

'টানেলে, খানিক পিছনে।'

জিদের গলায় আটকে গেল নিঃশ্বাস, তার ভেতর দিয়ে কথা বলার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগলো সে, রানার বাহুটা ঘন ঘন ঝাঁকালো। 'কেভ-ইন!' আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠলো সে। 'কেভ-ইন, ম্যান!'

রানাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটলো সে। পিছন থেকে তাকে খপ করে ধরে ফেললো রানা। ছাড়া পাবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো সে। 'জিদ,

ফেস–এ ক'জন রয়েছে ওরা?'

'কেভ–ইন!' উন্মাদ হয়ে গেছে আঁন্দ্রে জিদ, গলা চিরে তীক্ষ্ণ আর্ত–চিৎকার বেরিয়ে আসছে। 'কেভ–ইন!' রানাকে ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়ালো সে, চারদিকে কাদা ছিটিয়ে দৌড় দিলো লিফট স্টেশনের দিকে। তার পিছু নিলো রানাও, দশ–বারো গজ এগোলো, তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো। মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড ইতস্তত করলো ও, তলপেটে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি, যেন পিচ্ছিল একটা সরীসৃপ ছটফট করছে ওখানে। দুটো কাজ করতে পারে রানা—ফেস–এ গিয়ে লোকগুলোকে খবর দিতে পারে, কিংবা আঁন্দ্রে জিদের পিছু নিতে পারে। লোকগুলোকে খবর দিতে গেলে, ওদের সাথে সে–ও হয়তো মারা যাবে। আঁন্দ্রে জিদের পিছু নিলে বাঁচার আশা ষোলো আনা। পরমুহূর্তে তলপেটের ভয়টা তার একটা সঙ্গী পেলো, একই রকম পিচ্ছিল ও ঠাণ্ডা; তার নাম লজ্জা, সেই লজ্জাই ওকে টানেল ধরে ফেস–এর দিকে টেনে নিয়ে চললো।

ফেস–এ পাঁচজন কালো ও একজন সাদা লোক কাজ করছে। সবারই খালি গা, ঘামে চকচক করছে। 'কেভ–ইন!' চিৎকার করলো রানা। সৈকতে 'হাঙর' বলে চিৎকার করলে গোসলরত লোকগুলোর যে প্রতিক্রিয়া হয় ওদেরও তাই হলো। ভয়ে স্থির হয়ে গেল ওরা, আধ সেকেণ্ডের জন্যে, পরমুহূর্তে আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে গেল। ছ'জন লোক একজোট হয়ে ছুটে এলো, নিরেট একটা পাঁচিলের মতো, রানাকে যেন তারা দেখতেই পাচ্ছে না।

ওদের পথ থেকে দ্রুত সরে যাবার চেষ্টা করলো রানা, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না। পাঁচিলটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো ওকে, ওর ঘাড়ে পিঠে পা ফেলে ছুটে গেল ওরা লিফট স্টেশনের দিকে।

সারা শরীরে কাদা নিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো রানা, ব্যথায় কুঁচকে

উঠলো মুখ। বাম হাঁটুটা জখম হয়েছে ওর। লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাদের পিছু নিলো ও। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে, 'দাঁড়াও! আমার জন্যে অপেক্ষা করো!' কিন্তু মুখ খোলার আগেই কাদার ওপর আবার আছাড় খেলো।

আবার দাঁড়ালো রানা, মৃত্যুভয়ে শরীরের ভেতর রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। সামনে তাকিয়ে কাউকে দেখলো না ও। টানেলের দেয়ালে একটা হাত রেখে দৌড়াবার চেষ্টা করলো, হাঁটুর ব্যথাটা হজম করলো দাঁতে দাঁত চেপে। হঠাৎ রাইফেলের মতো শব্দ করে মোটা টিম্বারের একটা বীম সচল পাথরের চাপে ভেঙে গেল। টানেলের ছাদ থেকে ধুলোর পাহাড় নেমে এলো ওর সামনে। হোঁচট খেতে খেতে এগোলো রানা, ওর চারধারে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে পাথর, কথা বলছে, গোঙাচ্ছে, ভোঁতা শব্দে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। আবার বিস্ফোরিত হলো মোটা কড়িকাঠ। তারপর, থিয়েটারের পর্দা যেমন ধীরগতিতে নিচে নেমে আসে, ঠিক সেভাবে ওর সামনে.ওপর থেকে নামতে শুরু করলো পাথর। ধুলো এতো ঘন যে ল্যাম্পের আলো ঝাপসা হয়ে গেছে, কর্কশ করে তুলেছে ওর গলার ভেঁতরটা।

রানা বুঝতে পেরেছে, বাঁচার কোনো আশা নেই। ওর চারপাশে আলগা পাথর বৃষ্টির মতো ঝরছে। তবু ছুটছে ও। আশ্চর্য, হাঁটুর ব্যথাটা এখন আর অনুভব করছে না। একটা পাথরের টুকরো ওর মাইনিং হেলমেটে লাগলো, গোটা শরীর এমন ঝাঁকি খেলো আরেকটু হলে পড়েই যেতো। ধুলোর ভেতর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, প্রবল বেগে ছুটে এসে ধাক্কা খেলো ফেলে যাওয়া কোকোপ্যানে। টলির ধাতব গায়ে হাত–পা ছড়িয়ে পড়ে থাকলো রানা। সংঘর্ষের ফলে ওর উরুর চামড়া ছিঁড়ে গেছে।

'সত্যি তাহলে মারা যাচ্ছি!' ভাবলো ও, শরীরটা হামাগুড়ি দেয়ার

ভঙ্গিতে উঁচু করলো, কোকোপ্যানের চারদিকে হাতড়াচ্ছে, কোনদিকে ছুটবে বোঝার জন্যে। বিকট গর্জনের সাথে ওর সামনে ধসে পড়লো টানেল। আহত পশুর মতো গুডিয়ে উঠলো রানা, পিছু হটলো, টলি থেকে নেমে দুই চাকার মাঝখানে ঢুকতে চেষ্টা করলো। ইস্পাতের কাঠামোর ভেতর ঢুকেছে মাত্র, ওর মাথার ওপর ছাদটাও ধসে পড়লো। পাথর ধসের শব্দ যেন আর কোনো দিন থামবে না। ওর শরীরের নিচে সারাক্ষণ থরথর করে কাঁপছে মেঝেটা। তারপর এক সময় পতনের শব্দ থেমে গেলে প্রায় নিস্তব্ধতা নেমে এলো গভীর পাতালে। ল্যাম্পটা হারিয়েছে রানা, গাঢ় অন্ধকার পাথরের মতোই চারদিক থেকে চেপে ধরলো ওর খুদে আশ্রয়-টাকে। ধুলোয় প্রায় নিরেট হয়ে আছে বাতাস, ঘন ঘন কাশছে রানা। ব্যথা হয়ে গেল বুক, এক সময় রক্তের লোনা স্বাদ পেলো মুখের ভেতর। টলির নিচে নড়াচড়ার প্রায় কোনো জায়গাই নেই, টলির ইস্পাতের ছাদ ওর শরীর থেকে মাত্র ছ'ইঞ্চি ওপরে, তবু শরীরটা মুচড়ে শোয়ার ভঙ্গিটা সামান্য বদলালো রানা, ওভারঅলের সামনেটা খুলে শার্টের একটা প্রান্ত ছিঁড়ে ফেললো। সিল্কের টুকরোটা মুখোশের মতো পরলো ও, ফিল্টারের কাজ দিলো জিনিসটা, এখন শ্বাস নিতে পারছে।

ধীরে ধীরে ধুলো কমলো, কাশিও বন্ধ হলো রানার। এখনো বেঁচে আছে দেখে বিস্মিত হলো ও। সতর্কতার সাথে হাতড়াতে শুরু করলো, কবরটা কি রকম দেখা দরকার। পা দুটো লম্বা করতে গিয়ে পাথরে বাধা পেলো ও। এরপর হাত বাড়ালো। মাথার ওপর ছ'ইঞ্চি ফাঁক, দু'পাশে বারো ইঞ্চির মতো, শরীরের নিচে গরম কাদা, চারপাশে পাথর আর ইস্পাত। হেলমেটটা খুলে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করলো ও।

পাঁচশো ফুট মাটির নিচে জ্যান্ত কবর হয়েছে ওর। শুয়ে আছে ইস্পাতের কফিন বা খাটে। চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাওয়ায় আতঙ্কটা

বাড়তে শুরু করলো। 'মনটাকে ব্যস্ত রাখো, অন্য কিছু ভাবো, চারপাশের পাথরগুলোকে ভুলে থাকার চেষ্টা করো—গুনে দেখো সাথে সম্বল বলতে কি কি আছে,' নিজেকে পরামর্শ দিলো রানা। অনেক কষ্টে নড়লো ও, পকেটগুলো হাতড়ালো।

'সোনার সিগার কেস, ভেতরে দুটো হাভানা।' শরীরের পাশে সাজিয়ে রাখলো জিনিসগুলো।

'একটা দিয়াশলাই, ভিজে।' সিগার কেসের ওপর রাখলো সেটা।

'একটা হাতঘড়ি। রুমাল একটা, আইরিশ লিনেন, এককোণে রঙিন গোলাপ—সুফিয়া উপহার দিয়েছিল।' রুমালটা বুক পকেটে রাখলো।

'হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি একটা চিরুণী…চেহারা দেখে মানুষকে বিচার করা হয়।' চুলে চিরুণী চালাতে শুরু করলো ও, কিন্তু সাথে সাথেই উপলব্ধি করলো, হাত দুটো ব্যস্ত রাখা গেলেও, মনটা খালি থেকে যাচ্ছে। দিয়াশলাইয়ের পাশে চিরুণীটা রেখে দিলো।

'পকেটে রয়েছে দু'হাজার র‍্যাণ্ড, কড়কড়ে নোট…,' সাবধানে গুনলো টাকাগুলো। 'হ্যাঁ, পুরোপুরি দু'হাজার। এক বোতল শ্যাম্পেন কিনবো আমি।' মুখের ভেতরটা ধুলোয় খসখস করছে, কাজেই তাড়াতাড়ি ভাবলো, 'সংযমী হবার কোনো দরকার নেই, এবার আমি অপেরা হাউসেও যাবো। ওখানে ফরাসী মেয়ে পাওয়া যায়, ভালো দেখে একটাকে বেছে নিলেই হবে…না, একটা মেয়ে হলে সমস্যা আছে, তারচেয়ে দশটা মেয়েকে বেছে নেবো, আমাকে খুশি করার জন্যে নাচবে তারা। একটা মেয়ে হলে, বার বার শুধু বিছানার কথা মনে পড়বে। হ্যাঁ, নাচবে ওরা, তাহলে আর সময় কাটাতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

তল্লাশী চালিয়ে আর কিছু পেলো না রানা। 'গামবুট, মোজা, দামি ট্রাউজার—দুঃখিত, শার্টটা ছিঁড়ে গেছে—ওভারঅল, টিন হ্যাট, ব্যস।'

এরপর চিন্তা করতে শুরু করলো। প্রথমে পানির কথা ভাবলো। তৃষ্ণায় ফেটে যাবে বুক, কাজেই পানি দরকার। শুয়ে আছে কাদার ওপর, কিন্তু শুধুই কাদা, ওটা থেকে পানি আলাদা করার উপায় নেই। খানিকটা কাদা শার্টে তুলে ছাঁকার চেষ্টা করলো ও, এক ফোটা পানিও ঝরলো না। তারপর ভাবলো বাতাসের কথা। বেশ তাজা বলেই মনে হচ্ছে। ধারণা করলো, ওর সামনের আলগা পাথরের স্তূপে এক-আধটু ফাঁক থাকলেও থাকতে পারে, সেখান থেকেই ঢুকছে বাতাস। অন্তত দু'চারদিন ওকে বাঁচিয়ে রাখবে বলেই মনে হয়।

বাঁচিয়ে রাখবে, যতোক্ষণ না তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে মারা যায় ও। আশ্চর্য না ব্যাপারটা, ঠিক যেভাবে ওর জন্ম হয়েছিল সেভাবেই মারা যাচ্ছে—অন্ধকার উষ্ণ গর্ভে একটা ভ্রূণের আকৃতি নিয়ে? শব্দ করে হেসে উঠলো রানা, সাথে সাথে বুঝলো আতঙ্কের প্রথম প্রতিক্রিয়া এটা। হাসি থামাবার জন্যে মুখের ভেতর ভাঁজ করা তর্জনী ঢোকালো, দাঁত দিয়ে আঙুলের গিঁট কামড়ালো।

পরিবেশটা সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেছে। নড়াচড়া থেমে গেছে পাথরের।

'ডাক্তার, বলুন। না-না, আমি ভয় পাবো না। কতোক্ষণ টিকবো, বলুন।'

'না, মানে, আপনি ঘামছেন তো। তারমানে আপনার শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা, দিন চারেক,' নিজেই জবাব দিলো রানা।

'খিদের ব্যাপারটা কি, ডাক্তার সাহেব?'

'না-না, ওটা নিয়ে ভাববেন না। খিদে আপনার পাবে, তবে মারা যাবেন আপনি পিপাসায়।'

'জ্বর-টর হবে? টাইফয়েড বা ম্যালেরিয়া?'

'আপনার সাথে যদি মরা মানুষ আটকা পড়তো এখানে, তাহলে ভয় ছিলো—কিন্তু আপনি একা হওয়ায় সে-ধরনের কোনো ভয় নেই।'

'আমি কি পাগল হয়ে যাবো, ডাক্তার সাহেব? জানি এখুনি হয়তো কিছু ঘটবে না, কিন্তু দু'চারদিন পর?'

'হ্যাঁ, আপনার মধ্যে পাগলামি দেখা দেবে, দুঃখিত।'

'দুঃখিত বলছেন কেন? আমার অন্তত জানা নেই আগে কখনো আমার মধ্যে পাগলামি দেখা গেছে কিনা—কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে এখন পাগলামি শুরু করলে ভালোই হবে সেটা। আপনার কি মনে হয়?'

'আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন পাগল হয়ে গেলে মৃত্যুভয় বা মৃত্যুযন্ত্রণা সেভাবে অনুভব করবেন না। ব্যাপারটা আমার ঠিক জানা নেই।'

'এবার কিন্তু আপনি চেপে যাচ্ছেন, ডাক্তার সাহেব। তবে বুঝতে পারছি আপনি কি ভাবছেন। আপনি ভাবছেন, পাগলামির ওই ঘুমের ভেতর স্বপ্নটা কি রকম হবে? ভাবছেন, পাগলামিটা কি বাস্তবের চেয়েও সত্য হয়ে দেখা দেবে? আরো ভাবছেন, পিপাসায় কাতর হয়ে মরার চেয়ে কি পাগল হয়ে মরা বেশি খারাপ? কিন্তু কি জানেন, পাগল হওয়া থেকে আমি রক্ষাও পেয়ে যেতে পারি। প্রচণ্ড চাপে কোকোপ্যানটা তুবড়ে যেতে পারে, কেন না ওটার ওপর নিশ্চয়ই হাজার হাজার টন পাথর ভর দিয়ে আছে। ব্যাপারটা কিন্তু ভারি ইন্টারেস্টিং, ডাক্তার সাহেব; একজন চিকিৎসক হিসেবে আপনাকে উদ্বিগ্ন না করে পারে না। মাটি, মা জননী, রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু হায়, সন্তান এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি।' নিজেও জানে না, কখন থেকে যেন শব্দ করে কথা বলছে রানা, হঠাৎ খেয়াল হতে বোকা লাগলো নিজেকে। একটা পাথর তুলে কোকোপ্যানের গায়ে ঠুকতে শুরু করলো ও।

'যথেষ্ট নিরেট লাগছে আওয়াজটা। স্বস্তিকর বলবো আমি, আসলে।'

ইস্পাতের গায়ে আরো জোরে পাথর ঠুকলো ও—এক, দুই, তিন; এক, দুই, তিন—তারপর ফেলে দিলো পাথরটা। এতো অস্পষ্ট ও নরম, মনে হলো প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে, যেন সুদূর চাঁদ থেকে, রানা শুনতে পেলো ওর শব্দগুলো নকল করা হচ্ছে। সারা শরীর লোহার মতো শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, উত্তেজনায় কাঁপ ধরে গেল। পাথরটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো ও। পরপর তিনবার ঠুকলো। সাথে সাথে অনুকরণের শব্দও ভেসে এলো তিনবার।

'ওরা শুনতে পাচ্ছে, ও খোদা!' রুদ্ধশ্বাসে হাসতে শুরু করলো রানা। 'প্রিয় জননী, দয়া করে ধসে পড়ো না। একটু ধৈর্য ধরো, মা। মাত্র কয়েকটা দিন, সিজারিয়ান অপারেশন করে ওরা তোমার সন্তানকে অক্ষত অবস্থায় বের করে নেবে।'

নয়

রানা তিন নম্বর শ্যাফটে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ডমরু, তারপর পায়ের কাছ থেকে ইউনিফর্মটা তুলে নিয়ে পরে ফেললো। কোচ থেকে নেমে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলো সে, গায়ে সেঁটে থাকা কাপড় টেনেটুনে ঢিলে করার চেষ্টা করলো বার কয়েক। ভারি অস্বস্তিকর লাগছে তার, তবে খোলার কথা ভাবলো না একবারও। অস্বস্তি দূর করার জন্যে

ঘোড়াগুলোর দিকে এগোলো সে, ব্যস্ত হয়ে পড়লো কাজে। এক এক করে পানি খাওয়ালো ওদেরকে, তারপর বোর্ড থেকে বর্শাটা তুলে নিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবনের পাশে, ছোট্ট সবুজ মাঠটার দিকে এগোলো। ঘাসের ওপর বসলো সে, একটা পাথর তুলে নিয়ে বর্শার ফলায় ঘষতে শুরু করলো। গুণ গুণ করে জুলুদের পল্লীগীতি গাইছে আপনমনে। এক সময় বর্শার ফলায় আঙুল রেখে ধার পরীক্ষা করলো সে, সন্তুষ্ট হয়ে ফেলে দিলো পাথরটা। অলস ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকালো কিছুক্ষণ, কেউ নেই দেখে বগলের কয়েকটা চুল বর্শার ফলা দিয়ে চেছে ফেললো। তারপর বর্শাটা নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়লো ঘাসের ওপর। একটু পরই রোদের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো ডমরু।

চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙলো তার। ধড়মড় করে উঠে বসে চোখে হাত তুললো সে, দেখে নিলো সূর্যটা কোথায়। প্রায় এক ঘন্টা ঘুমিয়েছে। উন্মাদের মতো চিৎকার করছে চার্লি, কাদায় ঢাকা আঁন্দ্রে জিদ থরথর করে কাঁপছে তার সামনে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। চার্লির ঘোড়া ঘেমে গোসল হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে দাঁড়ালো ডমরু, ওদের দিকে এগোলো। মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করলো সে, দ্রুত উচ্চারিত শব্দগুলো বুঝতে চাইছে। সন্দেহ নেই, গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে।

'পাথরের ধস…,' ভয়ে আঁন্দ্রে জিদের গলায় আটকে যাচ্ছে কথাগুলো। '…প্রায় দশ নম্বর লিফট স্টেশন পর্যন্ত…।'

'আর তুমি তাকে সেখানে ফেলে এলে?' মাটিতে পা ঠুকলো চার্লি, প্রচণ্ড রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তার চেহারা।

'আমি ভাবলাম উনি আমার পিছু পিছু আসছেন। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, ফেস–এর দিকে ছুটছেন…।'

'কেন? ওদিকে কেন ছুটবে সে?'

'বাকি সবাইকে ডাকতে...।'

'কাজ শুরু করেছো তোমরা? টানেল থেকে পাথর সরানো শুরু হয়েছে?'

'না। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা।'

'ইউ স্টুপিড ব্লাডি ইডিয়ট! ওখানে ও এখনও বেঁচে থাকতে পারে... প্রতিটি সেকেণ্ড এখন ভাইটাল!'

'না, মি. উডকক, ওঁর বাঁচার কোনো আশাই নেই—নিশ্চয়ই সাথে সাথে মারা গেছেন।'

'চোপ শালা!' চরকির মতো আধপাক ঘুরলো চার্লি, ছুটলো শ্যাফটের দিকে। আকাশ ছোঁয়া ইস্পাতের কাঠামোর নিচে লোকজনের ভিড় জমে উঠেছে, হঠাৎ করেই উপলব্ধি করলো ডমরু—পাথর ধসে চাপা পড়েছে রানা। চার্লি শ্যাফটে পৌঁছুবার আগেই তার পাশে চলে এলো সে। 'বস্, নিচে কি স্যার আটকা পড়েছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো সে।

'হ্যাঁ।'

'আসল ঘটনাটা কি?'

'পাথরের নিচে চাপা পড়েছে রানা।'

ভিড় ঠেলে লিফটে চড়লো ডমরু, চার্লির পাশে জায়গা করে নিলো। দশ নম্বর লেভেলে না পৌঁছুনো পর্যন্ত আর কোনো কথা হলো না। নিচে প্রচুর লোককে দেখা গেল, ক্রোবার ও শাবল নিয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কখন নির্দেশ আসবে। কাঁধের ধাক্কা দিয়ে ভিড়ের ভেতর পথ করে নিলো ডমরু। ধসে পড়া পাথর নিরেট একটা দেয়াল তৈরি করেছে ওদের সামনে, পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে টানেল, সেটার সামনে দাঁড়ালো ডমরু, পাশে রয়েছে চার্লি। শ্বেতাঙ্গ শিফট-বসের দিকে ফিরলো চার্লি। 'ফেসে তুমি ছিলে?'

'ইয়েস, স্যার।'

'তোমাকে ডাকার জন্যে ফিরে গিয়েছিল ও, তাই না?'

'ইয়েস, স্যার।'

'আর তোমরা তাকে ফেলে চলে এলে?'

লোকটা চার্লির দিকে তাকাতে পারলো না। 'আমরা ভাবলাম, উনিও আমাদের পিছু পিছু আসছেন,' বিড়বিড় করলো সে।

ঠাস করে লোকটাকে চড় মারলো চার্লি। 'বানচোত! কাপুরুষ! জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে লোক খবর দিতে গেল, তাকেই শালারা ফেলে পালিয়ে এলি? তোদের সবক'টাকে আমি যদি গুলি করে না মারি তো আমার নাম…।'

হঠাৎ চার্লির বাহু খামচে ধরলো ডমরু। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো চার্লি। পরমুহূর্তে ওরা সবাই শুনতে পেলো শব্দটা—ঠক, ঠক, ঠক।

'রানা…নিশ্চয়ই রানা,' ফিসফিস করলো চার্লি। 'ও বেঁচে আছে!' একজন শ্রমিকের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে ক্রোবারটা নিলো সে, টানেলের দেয়ালে বাড়ি মারলো সজোরে। অপেক্ষায় থাকলো ওরা, শব্দ করছে শুধু ওদের নিঃশ্বাস। তারপর আওয়াজটা শুনতে পেলো সবাই, আগের চেয়ে জোরালো ও তীক্ষ্ণ। চার্লির হাত থেকে ক্রোবারটা নিলো ডমরু, পাথরের স্তূপে ঢোকালো কোনোরকমে, তারপর চাড় দিলো। পিঠের পেশী ফুলে উঠলো তার। কাঠির মতো বেঁকে গেল ক্রোবার। ছুঁড়ে ফেলে দিলো ওটা, খালি হাতে পাথর সরাতে শুরু করলো।

'তুমি!' শিফট-বসের দিকে ফিরলো চার্লি, চড় খেয়ে কাঁপছে সে। 'পাথর সরাবার সময় ঠেক দেয়ার জন্যে তক্তা আর বাঁশ দরকার হবে আমাদের—ব্যবস্থা করো!' শ্রমিকদের দিকে ফিরলো সে। 'ফেসে তোমরা চারজন করে হাত দাও কাজে, বাকি সবাই আলগা পাথর সরাবে।'

'স্যার, ডিনামাইট দরকার হবে?' জানতে চাইলো শিফট-বস্।

'সেই সাথে দ্বিতীয়বার পাথর ধসাই? মাথা খাটাও, হাঁদারাম। যাও, যা বললাম করো, বাঁশ আর তক্তা পাঠাও—শোনো, আঁন্দ্রে জিদকে নামতে বলো এখানে।'

চার ঘন্টায় পনেরো ফুট টানেল পরিষ্কার করলো ওরা। পাথরের বড় টুকরোগুলোকে স্লেজ হ্যামার দিয়ে ভাঙতে হলো। সারা শরীর ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে উঠলো চার্লির, তালুতে চামড়া বলে কিছু আর অবশিষ্ট থাকলো না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম না নিলেই নয় এবার। ক্লান্ত পায়ে লিফট স্টেশনের দিকে হাঁটা ধরলো সে। ওখানে পৌঁছে দেখলো কয়েকটা কম্বল ও বড় একটা ডিশ-এ গরম সুপ রয়েছে। 'এ-সব কোত্থেকে এলো?' জানতে চাইলো সে।

'সোফিয়া'স হোটেল থেকে, স্যার। গোল্ডফিল্ডের অর্ধেক মানুষ শ্যাফটের মাথায় জড়ো হয়েছে। মিসেস সোফিয়া পিপারকর্নও বাইরে অপেক্ষা করছেন, আপনার অনুমতি ছাড়া গার্ডরা তাঁকে নামতে দিচ্ছে না। এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন তিনি।' একটা এনভেলাপ বাড়িয়ে দিলো শিফট-বস্।

'তার এখানে নামার দরকার নেই,' এনভেলাপটা নিয়ে খুললো চার্লি।

সুফিয়া লিখেছে, 'রানার কিছু হলে ঈশ্বরকে আমি আর কোনো দিন ডাকবো না। তুমি বিশ্বাস করো, আমি হাত লাগালে পাথরও গলে যাবে। প্লীজ, চার্লি, শুধু একবার আমাকে পাথরগুলোর সামনে দাঁড়াতে দাও।' এতোক্ষণ কান্না পায়নি চার্লির, সুফিয়ার চিরকুটটা পেয়ে চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো তার। 'না, এখানে ওর নামা চলবে না—অন্তত এখন নয়। পরে দেখা যাবে।' খানিকটা সুপ খেলো সে। কম্বলের ওপর বসলো। 'আঁন্দ্রে জিদ কোথায়?'

'তাকে আমি কোথাও পেলাম না, স্যার।'

ফেসে বিরতিহীন কাজ করে যাচ্ছে ডমরু। চারজন শ্রমিক বিশ্রাম নিতে চলে গেল, তাদের জায়গায় নতুন লোক এলো। তাদের কাজের ওপর নজর রাখছে ডমরু, মাঝে মধ্যে নির্দেশ দিচ্ছে। এক ঘন্টা বিশ্রাম নেয়ার পর ফিরে এলো চার্লি, তখনও ব্যস্তভাবে পাথর সরাচ্ছে ডমরু। ইতিমধ্যে ইউনিফর্ম খুলে আবার নেংটি পরেছে সে। তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলো চার্লি। বিরাট একটা পাথরকে দু'হাতে আলিঙ্গন করলো ডমরু, পা দুটো শক্ত করলো, ফুলে উঠলো পিঠ আর বাহুর পেশী, হ্যাঁচকা টান দিয়ে অন্যান্য পাথরের ভেতর থেকে ছাড়িয়ে আনলো সেটাকে। ধুলো ও আলগা ছোটো পাথর অনুসরণ করলো ওটাকে, ডমরুর হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেল। তাকে সাহায্য করার জন্যে লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো চার্লি।

দু'ঘন্টা পর আবার বিশ্রাম নেয়ার দরকার হলো চার্লির। এবার ডমরুকে ওর সাথে আসতে বাধ্য করলো সে। নিজের হাতে তাকে খানিকটা সুপ খাওয়ালো, শুতে দিলো একটা কম্বলে। তার পাশেই লম্বা হলো চার্লি, পরস্পরের দিকে ফিরে আছে ওরা। শিফট–বস্ এগিয়ে এলো ওদের দিকে। 'স্যার, মিসেস পিপারকর্ন এটা পাঠিয়েছেন।'

এক বোতল ব্র্যাণ্ডি। সাথে আরেকটা চিরকুট। সুফিয়া লিখেছে, 'অনুরোধ নয়, চার্লি, তোমার প্রতি আমার নির্দেশ—যেভাবে পারো উদ্ধার করো রানাকে। কারণ, একটা গোপন কথা, যা তুমিও জানো না, ওকে আমার বলা হয়নি। কথাটা হলো···অগত্যা ওকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

···অগত্যা? ম্লান, অপ্রতিভ হাসি দেখা গেল চার্লির ঠোঁটে। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলো সে। বোতলের কর্ক খুলে মুখের ভেতর খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢাললো। চোখ দুটো ভরে উঠলো পানিতে—দামী ব্র্যাণ্ডির ঝাঁঝ, নাকি অন্য

কিছু? বোতলটা ডমরুর দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। শিফট–বস্‌কে বললো, 'ওকে আমার ধন্যবাদ জানাবে।'

'উচিত নয়,' আপত্তি জানালো ডমরু।

'দু'ঢোক খাও। ভালো লাগবে।'

দু'ঢোকই খেলো ডমরু, তার বেশি নয়। কম্বলের প্রান্ত দিয়ে বোতলের মুখটা মুছলো সে, কর্ক লাগালো, বোতলটা ফিরিয়ে দিলো চার্লিকে। ঢক ঢক করে আরও খানিকটা খেলো চার্লি, আবার বাড়িয়ে ধরলো বোতলটা ডমরুর দিকে।

মাথা নাড়লো ডমরু। 'অল্প মদ শক্তি, বেশি মানেই দুর্বলতা। হাতে অনেক কাজ রয়েছে।'

বোতলের মুখে কর্ক পরালো চার্লি।

'বসের কাছে পৌঁছুতে আর কতোক্ষণ লাগবে আমাদের?' জানতে চাইলো ডমরু।

'আরও একদিন। দু'দিনও লাগতে পারে।'

'দু'দিন পাথরের নিচে চাপা থাকলে একটা লোক মারাও যেতে পারে,' মন্তব্য করলো ডমরু।

'রানা? ওর মতো একটা তাগড়া ঘোড়া? ধ্যেৎ!'

হাসলো ডমরু।

জুলু ভাষার জানা শব্দগুলো খুঁজলো চার্লি, তারপর বললো, 'তুমি ওকে ভালোবাসো, তাই না?'

'ভালোবাসা শব্দটা মেয়েরা ব্যবহার করে।' ডমরু তার একটা আঙুল পরীক্ষা করলো। একটা নখ প্রায় উপড়ে গেছে, সরু চামড়ার সাথে ঝুলছে কোনোরকমে। নখটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আটকে ঝট্‌ করে মাথাটা ঘোরালো সে, ছিঁড়ে আসা নখটা থুথুর সাথে ফেলে দিলো টানেলের

মেঝেতে। সেদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো চার্লি।

'কাছে না থাকলে কাজে ফাঁকি দেবে শ্রমিকরা।' দাঁড়ালো ডমরু। 'আপনার বিশ্রাম হয়েছে, বস্?'

'হয়েছে,' মিথ্যে বললো চার্লি। টানেল ধরে ফেস-এর দিকে এগোলো ওরা।

শক্ত হেলমেটে মাথা রেখে কাদার ওপর শুয়ে আছে রানা। অন্ধকার ওর চারপাশের পাথরের মতোই নিরেট। কল্পনা করার চেষ্টা করলো, কোথায় একটার সমাপ্তি, কোথায়ই বা অপরটার শুরু। এতে করে পানির তীব্র অভাবটা ভুলে থাকতে পারলো ও। পাথরের গায়ে স্লেজ হ্যামারের শব্দ পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে স্তূপ থেকে পাথরের গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ, কিন্তু আওয়াজগুলো আগের মতোই দূরে রয়ে যাচ্ছে, কাছে আসছে না। শরীরের একটা পাশ অবশ হয়ে গেছে ওর, কাত হতে পারছে না। যতোবার চেষ্টা করেছে, কোকোপ্যানে বাধা পেয়েছে হাঁটু। কোকোপ্যানের ভেতর বাতাসও ভারি হয়ে গেছে, বোধহয় সেজন্যেই মাথাব্যথা শুরু হয়েছে ওর। আবার নড়ার চেষ্টা করলো রানা, অস্থিরতা অনুভব করছে, কনুই লেগে কড়কড়ে নোটগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। হাতের ঝাপটা দিয়ে কাদার মধ্যে ছড়িয়ে দিলো ওগুলোকে। এই টাকাই তো ওকে ফাঁদে আটকানোর জন্যে টোপ হিসেবে কাজ করেছে। মুখে তাজা বাতাস ও রোদের তাপ অনুভব করার বিনিময়ে লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা খরচা করতে পারে ও। এতো গাঢ় অন্ধকারের ভেতর জীবনে কখনও পড়েনি। অন্ধকার যেন ওর নাকের ফুটো, চোখের কোটর ও গলার ভেতর ঢুকে পড়েছে। হাতড়ে দিয়াশলাইটা পেলো ও। আগুন জ্বাললে মূল্যবান সামান্য যে-টুকু অক্সিজেন অবশিষ্ট আছে, তার অনেকটাই নষ্ট করা হবে। তবু একটু আলো দরকার,

একবার অন্তত দেখে নেয়া যাবে নিজেকে। কিন্তু কাদায় ভিজে গেছে দিয়াশলাই। জ্বাললো না।

অন্ধকার দূর করার জন্যে চোখের গায়ে পাতা দুটো কোঁচকালো। বন্ধ চোখের সামনে উজ্জ্বল রঙ ফুটলো, নড়াচড়া করছে, ছড়িয়ে গিয়ে আবার জড়ো হচ্ছে, তারপর হঠাৎ করে পরিষ্কার একটা ছবির আকৃতি পেলো। ছবিটা চিনতে পারার সাথে সাথে মন থেকে সব ভয় দূর হয়ে গেল রানার। সাহস ফিরে পেলো ও। কল্পনার চোখে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানকে দেখতে পাচ্ছে। সব কষ্ট, সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে উধাও হয়েছে। মনে পড়লো বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকার কথা। আজ কতো দিন দেশের বাইরে ও। চোখের সামনে ভেসে উঠলো মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ওদের অফিসটা। কাঁচা-পাকা ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন বস্, ভয়ংকর একটা অ্যাসাইনমেন্টে রওনা হবে ও, ব্রিফ করছেন ওকে তিনি। আপনমনে হাসলো রানা, 'বুড়োটা সত্যি আমাকে ভালোবাসে!'

স্লেজ হ্যামারের শব্দে চিন্তায় বাধা পড়লো। বন্ধ টানেলের ওদিকে ওকে উদ্ধার করার জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা অমানুষিক পরিশ্রম করছে লোকজন। আবার যে-কোনও মুহূর্তে পাথর-ধস শুরু হতে পারে। সোনালি ধাতব বস্তুর চেয়ে মানুষের জীবন অনেক বেশি দামি। ওর জন্যে পরিশ্রম করছে চার্লি, জানে ও। পরিশ্রম করছে ডমরু। আর সুফিয়া? সে কি কাঁদছে? নাকি প্রার্থনা করছে? ওরা সবাই মানুষ, সোনা নয়। ওকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে রক্ত-মাংসের কিছু মানুষ। সোনাগুলো যেখানে পড়ে থাকার সেখানেই পড়ে আছে, ওকে উদ্ধার করার ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই পালন করছে না।

ব্র্যাণ্ড টেলরের কথা মনে পড়লো রানার। হাতে পিস্তল। হোটেল

কামরার মেঝেতে মরে পড়ে আছে। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ও। স্লেজ হ্যামারের শব্দ শুনলো মন দিয়ে। সন্দেহ নেই, শব্দটা কাছে চলে এসেছে। 'যদি বেরুতে পারি, সব কিছু বদলে যাবে,' বিড় বিড় করলো রানা। ডমরুর কথা মনে পড়লো ওর। মনে পড়লো তার আড়ষ্ট হয়ে থাকা উদোম পিঠের কথা। 'লোকটার মনে কষ্ট দেয়া উচিত হয়নি,' ভাবলো ও।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য।)